চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 124 Wednesday, 5 April, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১২৪ সংখ্যা ❋ ২১ চৈত্র, ১৪২৯, বুধবার, ৫ এপ্রিল, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

উত্তরবঙ্গ থেকে সোজা রিষড়া

কোনো গোলমাল বরদাস্ত নয়, রিষড়ায় কড়া বার্তা রাজ্যপালের

দুরন্ত বার্তা, রিষড়া, হুগলি,৪ এপ্রিল ঃ উত্তরবঙ্গ সফর কাঁটছাঁট করে হুগলির রিষড়াতে পৌঁছলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রবিবার থেকে রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হুগলির রিষড়া। সোমবার সারাদিন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও রাত ১০টা ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রিষড়ার ৪ নম্বর রেল গেট এলাকা। সেখানে বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে এবং ব্যাহত রেলওয়ে পরিষেবা। মঙ্গলবার বিরাট কনভয় নিয়ে রিষড়ার ৪ নম্বর রেলগেট এলাকাতে পৌঁছন রাজ্যপাল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডিআইজি বর্ধমান রেঞ্জ শ্যাম সিং, চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগিসহ প্রশাসনের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। এদিন রাজ্যপালের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে দেখা যায় চন্দননগরের পুলিশ কমিশনারকে গোটা ঘটনা ও পুলিশি ব্যবস্থার বিররণ রাজ্যপালকে দিয়েছেন পুলিশ কমিশনার। এদিন পুলিশ আধিকারিকদের পাশাপাশি রেলগেট এলাকায় মোতায়েন থাকা আরপিএফ আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলেন রাজ্যপাল। কোনওরকমেই যাতে এলাকার শান্তি বিঘ্নিত না হয়, সেই নিয়ে বার্তা দিয়েছেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালকে দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকে তাঁকে দেখে ’স্যার স্যার’ বলে চিৎকার করে ডাকতে থাকেন। এমনকী রাজ্যপালের সঙ্গে কথাও বলার চেষ্টা করেন তাঁরা। পুলিশের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি পায়ে হেঁটে বেশ কিছুটা এলাকা ঘুরে দেখেন রাজ্যপাল। গতকালের ঘটনায় কতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, পুলিশের থেকে সেই সংক্রান্ত তথ্যও চেয়েছেন তিনি। পুলিশ আধিকারিক ও জেলা প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গেও এদিন কথা বলেছেন রাজ্যপাল। তিনি বলেন, যাঁরা শান্তি ভঙ্গ করছে, তাঁদের কোনওভাবেই বরদাস্ত করা যাবে না। দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় অপরাধীরা রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন, এবার তা বন্ধ হওয়া দরকার। নতুন করে যাতে কোনও অশান্তি না হয়, সেই কারণে রিষড়াতে বিরাট পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। সোমবার রাতে উত্তেজনার পর ৪ নম্বর রেলগেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ব্যহত হয়েছিল ট্রেন চলাচল। রিষড়া, কোন্নগরের মতো স্টেশনগুলিতে হাওড়া-বর্ধমান শাখার মেন লাইনের লোকাল ট্রেনের পাশাপাশি দূরপাল্লার ট্রেনও দাঁড়িয়ে ছিল। রিষড়াতে নতুন করে গন্ডগোল শুরু হওয়ার পর ট্রেনে আটকে পড়েন অনেক যাত্রী। ভয়ে ট্রেনের দরজা জানালা বন্ধ করে দেন তাঁরা। স্থানীয় সূত্রের দাবি, হুগলি রেলগেটের কাছে পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। সোমবারের ঘটনাায় ৩৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। অন্যদিকে রিষড়াতে রবিবারের সংঘর্ষের ঘটনায় ১৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

নন্দীগ্রামে ‘ভোট লুটে’র হিসেব চাইলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব মেদিনীপুর, ৪ এপ্রিল ঃ দিঘার সভা থেকে ফের নন্দীগ্রামের ভোটের ফল নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন তুললেন লোডশেডিং নিয়ে। বললেন, নন্দীগ্রামে ভোট লুটের হিসেব চাই। নাম না করে আক্রমণ করলেন অধিকারী পরিবারকে। মঙ্গলবার দুপুরে দিঘায় সভায় যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে একাধিক ইস্যুতে মুখ খোলেন তিনি। হাওড়া ও রিষড়ার অশান্তির জন্য সরাসরি আক্রমণ করেন বিজেপিকে। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সভায় ফের উঠে আসে বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রামে কারচুরি প্রসঙ্গ। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নন্দীগ্রামে ভোট লুট হয়েছে। বিজেপি যে কটি আসন পেয়েছে, জানবেন সব কটি আসনে লুট হয়েছে। ভোটের গণনার দিন তিন ঘণ্টা কেন লোডশেডিং হয়েছিল, তার হিসেব আমরা চাই। এরপরই তিনি আরও বলেন, ছেড়ে কথা বলব না। অনেক সহ্য করেছি। এদিন নাম না করে অধিকারী পরিবারকে তুলোধোনা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বলেন, খাইয়ে পরিয়ে এদের মানুষ করেছি। এরা ক্ষমতালোভী। ভেবেছিল, যাই দিল্লি দখল করে আসি। অধিকারীদের ফের নাম না করে গদ্দার বলে কটাক্ষ করেন মমতা। বলেন, মানুষের ঘরে যেমন ভাল সন্তান জন্মায়। তেমন কুলাঙ্গারও জন্মায়। এদের কাজ অশান্তি করা। তবে কেউ বাংলাকে অশান্ত করতে চাইলে তিনি ছাড়বেন না বলেই হুঙ্কার ছাড়েন মমতা। উল্লেখ্য, একদিন আগেই বিহারে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে দাঙ্গাকারীদের উলটো করে ঝোলানো হবে। দিঘার সভা থেকে অমিত শাহর সেই মন্তব্য নিয়ে কটাক্ষ করেছেন মমতা। তৃণমূল নেত্রী এদিন বলেছেন, বিজেপি নিজেরাই দাঙ্গা করছে। যদি ঝোলাতে হয়, নিজেদের লোককে ঝোলান। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে দলের নিচুস্তরের কর্মীদের সতর্ক করে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীঘার কর্মীসভা থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো সাফ বলে দিলেন, দলের টিকিট না পেলে দয়া করে বিজেপির কথায় নির্দল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বেন না। দলনেত্রী এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন, পঞ্চায়েতস্তরে ভাল লোক চায়। অর্থাৎ প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যে স্বচ্ছ দুর্নীতিমুক্ত ভাবমূর্তিকেই প্রধান্য দেওয়া হবে, সেটা কার্যত স্পষ্ট করে দিয়েছেন মমতা। আবার একই সঙ্গে দলের গোষ্ঠীকোন্দল নিয়েও সতর্ক নেত্রী। তৃণমূল সুপ্রিমো দলীয় কর্মীদের স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, দলের তরফে একটি কেন্দ্রে একজনকেই টিকিট দেওয়া সম্ভব। তাতে যারা টিকিট পাবেন না তাঁরা যদি নির্দল হয়ে দাঁড়িয়ে দলের ক্ষতি করেন, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। মমতার কথায়, দলের টিকিট একজনকেই দেওয়া যায়। তাতে কেউ টিকিট না পেলে দয়া করে বিজেপির কথায় নির্দল হিসাবে দাঁড়িয়ে যাবেন না। সবাই টিকিট পাবে না। দল আপনাদের সবার জন্য কোনও না কোনও ব্যবস্থা করে দেবে। সেটা দলের দায়িত্ব। মমতার বার্তা স্পষ্ট, টিকিট না পেলেও যোগ্য নেতাদের বঞ্চিত করা হবে না। একই সঙ্গে দলের উঁচু পদে থাকা কর্মীদেরও সতর্ক করে দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী। বুঝিয়ে দিয়েছেন, দলের উঁচু পদে থাকা কর্মী সমর্থকদেরও এবার একটু হাঁটাচলা করতে হবে।আসলে গোষ্ঠীকোন্দল সাম্প্রতিক অতীতে ভালমতোই ভুগিয়েছে তৃণমূলকে। সাগরদিঘির উপনির্বাচনে হার যার সর্বশেষ উদাহরণ। এর আগে রাজ্যের পুরনির্বাচনগুলিতে যখন বিরোধীরা কার্যত নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, তাতেও নির্দল কাঁটা অনেক জায়গায় ভুগিয়েছে শাসকদলকে। বহু পুরসভাতে বিক্ষুব্ধ তৃণমূলী নির্দলরাই বিরোধী হিসাবে উঠে এসেছেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে কিছুটা হলেও চিন্তিত তৃণমূল নেত্রী। সেটা এদিন তাঁর কথাতেই বোঝা গিয়েছে।

সুফল মিলছে মমতার ধরনার!

রাজ্যকে আরও হাজার কোটি টাকা পাঠাল কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরনাকে রাজ্য বিজেপি বিশেষ গুরুত্ব দিতে না চাইলে কি হবে, কেন্দ্র তাতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। এটাই তার প্রমাণ। কেন্দ্রীয় স্তরে যে এর ভালই প্রভাব পড়েছে, সেটা মোদি সরকারের একের পর এক পদক্ষেপে প্রমাণিত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর ধরনা শেষ হওয়ার চারদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় দফায় রাজ্যকে বকেয়া টাকা পাঠিয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। গ্রাম সভা, পঞ্চায়েতগুলোর জন্য ৯৭৯.১৫ কোটি টাকা দিল মোদি সরকার। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম সভার মতো স্থানীয় প্রশাসনের জন্য কেন্দ্রের থেকে একটা বরাদ্দ আসার কথা। এটি একেবারে রুটিন প্রক্রিয়া। এই খাতে ৬ টি রাজ্যের জন্য মোট ৪২১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। তার মধ্যে মহারাষ্ট্র পেয়েছে সবচেয়ে বেশি। তারা পেয়েছে ১০৮৩.৪৯ কোটি টাকা। বাংলা পেয়েছে ৯৭৯.১৫ কোটি টাকা। তবে এটা যেহেতু টায়েড ফান্ড, তাই যে খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে সেই খাতেই খরচ করতে হবে। অন্য কোনও খাতে খরচ করা যাবে না। এছাড়াও গোয়া, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, তেলঙ্গনা এবং পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে এই টাকা গ্রামের স্থানীয় প্রশাসনকে বরাদ্দ করতে হবে। অর্থাৎ যে সব পঞ্চায়েতের এলাকা বড় এবং জনসংখ্যা বেশি, তারা বেশি বরাদ্দ পাবে। যেখানে এলাকা ছোট ও জনসংখ্যা কম তাদের জন্য বরাদ্দ আনুপাতিক হারে কম হবে। ঘটনাচক্রে বাংলার পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঠিক আগে আগে এই টাকা বাংলায় এসে পৌঁছল। ফলে পঞ্চায়েত স্তরে যা যা কাজ বাকি পড়ে আছে, সেগুলি করতে এই টাকা খরচ করা যাবে। তবে গ্রাম সভা, পঞ্চায়েতগুলোর বরাদ্দ পেলেও রাজ্যের বড় বড় যে বকেয়া সেগুলি নিয়ে অবশ্য মোদির সরকার এখনও নীরব। ১০০ দিনের কাজ বাবদ রাজ্যের বকেয়া প্রায় ৭ হাজার কোটি। আবার আবাস যোজনার বকেয়ার পরিমাণ ৮ হাজার ২০০ কোটি টাকা। এছাড়াও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি বাবদও বিপুল টাকা পাওনা রাজ্যের। যদিও কোনও টাকা নিয়েই কেন্দ্রকে এখনও বাকব্যয় করতে দেখা যায়নি।

পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে অতিকায় গ্রহাণু! সতর্ক করল নাসা

৪ এপ্রিল ঃ পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে বড় আকারের একটি গ্রহাণু। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা এই তথ্য দিয়েছে। বৃহস্পতিবারই পৃথিবীর পাশ গিয়ে চলে যাওয়ার কথা অতিকায় গ্রহাণুটির। এটির নাম ২০২৩ এফজেড৩। আয়তন প্রায় ১৫০ ফুট। ঘণ্টায় ৬৭ হাজার ৬৫৬ কিলোমিটার বেগে সেটি ছুটে আসছে বলে নাসার তরফে জানানো হয়েছে। আগেই নাসা জানিয়েছিল, একটি নয়, পাঁচটি গ্রহাণু ছুটে আসছে। যার মধ্যে সবচেয়ে বড় ১৫০ ফুটের এফডেজ৩। এর মধ্যে ৪৫ ও ৮২ ফুটের দু’টি গ্রহাণু সোমবার পৃথিবীর গা ঘেঁষে চলে গিয়েছে। মঙ্গলবার তৃতীয় গ্রহাণুটি ২২ লক্ষ ৫০ হাজার ফুট দূরত্ব দিয়ে চলে যাওয়ার কথা আরও একটির। বুধবার যে গ্রহাণুটি যাবে সেটি একটি ৬৫ ফুট বাড়ির সমান। এরপর বৃহস্পতিবার নাগাদই পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসবে এফজেড৩। পৃথিবীর সঙ্গে এটির সবচেয়ে কম দূরত্ব হওয়ার কথা ৪১ লক্ষ ৯০ হাজার কিলোমিটার। আপাত ভাবে এই দূরত্ব বিরাট মনে হলেও মহাজাগতিক হিসেবে এই দূরত্ব বেশ কমই। তবে শেষ পর্যন্ত গ্রহাণুটির সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই আশ্বস্ত করেছে নাসা। বিজ্ঞানীরা গ্রহাণুটির দিকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য রাখবেন বলেও মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে।

আগুন নিয়ে খেলছেন মমতা, তোপ বিজেপির

রিষড়ায় অশান্তি নিয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ রবিবারের পর সোমবারেও রিষড়ায় নতুন করে অশান্তির ঘটনায় ফের হাই কোর্টের দ্বারস্থ শুভেন্দু অধিকারী । মঙ্গলবার এ বিষয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ চাইলেন তাঁর আইনজীবী। অতিরিক্ত হলফনামায় রিষড়ার ঘটনা উল্লেখ করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্যের কাছে এনিয়ে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে উচ্চ আদালতের তরফে। এর আগে সোমবার হাওড়া, ডালখোলার অশান্তি নিয়ে হাই কোর্টে রাজ্যের রিপোর্ট তলব করেছিল ৫ এপ্রিলের মধ্যে। সোমবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে হাওড়া এবং ডালখোলায় অশান্তি মামলার শুনানি হয়। মামলাকারীর আইনজীবী দাবি করেন, পুলিশের অনুমতি নিয়ে মিছিল হয়েছিল। ৩০ মার্চের ঘটনা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। মিছিলে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এই ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবিও জানিয়েছেন মামলাকারী। প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, পুলিশের উচিত কোনও নিরীহ মানুষ বিব্রত হচ্ছেন কিনা সেদিকে নজর রাখা। এলাকার শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান, দোকানবাজার যাতে বিনা বাধায় খোলা যেতে পারে, তাও নিশ্চিত করা উচিত রাজ্যেরই। আগামী ৫ এপ্রিলের মধ্যে প্রধান বিচারপতি ঘটনার রিপোর্ট তলব করেন। আদালতে ওইদিনের সিসিটিভি ফুটেজ এবং ভিডিও আদালতে পেশের নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি। আগামী ৬ এপ্রিল শুনানি হতে পারে মামলাটির। এরই মধ্যে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রিষড়া নিয়ে দ্বারস্থ হলেন। রাজ্যের কাছে অতিরিক্ত হলফনামায় এই সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেয় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। হনুমান জয়ন্তী শোভা যাত্রা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সতর্কতার প্রেক্ষিতে তোপ দাগলেন বিজেপির এ রাজ্যের সহ পর্যবেক্ষক অমিত মালব্য। মঙ্গলবার অমিতবাবু মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতার ভিডিও যুক্ত করে টুইটারে লেখেন, আগুন নিয়ে খেলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এখন হনুমান জয়ন্তী শোভা যাত্রার সময় হিংসার বিষয়ে সতর্ক করেছেন। যদি তিনি জানেন যে সেখানে হিংসা হবে, তবে তিনি হিন্দুদের লক্ষ্য করা এবং হয়রানি করা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে কী করছেন? তাঁকে অবশ্যই পক্ষপাতমূলক বক্তব্য দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রসঙ্গত, সোমবার মমতাকে বলতে শোনা যায়, আরেকটা দিন আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে সতর্ক করব। ৬ তারিখটাও মনে রাখবেন আমাদের ছেলেমেয়েরাও। ৬ তারিখটা... আমরা বজরংবলীকে সবাই সম্মান করি। কিন্তু, ওরা যেন দাঙ্গার নামে আবার কোনও প্ল্যান করতে না পারে, এটা মাথায় রেখে দেবেন। সারা ভারতবর্ষে করছে। ওরা পাপিষ্ঠ, চোরডাকাত। সব নাটের গুরুকে ধরা হবে। এরা ঘর পোড়াচ্ছে! বুলডোজার নিয়ে মিছিল করছে! বুলডোজার নিয়ে কেউ মিছিল করে? বুলডোজার নিয়ে রাস্তা বানাতে যায়। আর এরা মিছিল করছে!

পরিবার তুলে মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ শুভেন্দুর!

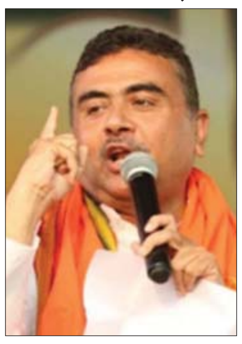

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে কটাক্ষ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যক্তিগত আক্রমণ করে বসলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর দাঙ্গা মন্তব্যকে হাতিয়ার করে শুভেন্দু বলে দিলেন, রাজ্যের সবচেয়ে বড় দাঙ্গাকারী খোদ মুখ্যমন্ত্রী। কাউকে যদি উলটো করে ঝোলাতে হয়, তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঝোলানো উচিত। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের বিরুদ্ধে সরাসরি দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন শুভেন্দু। একদিন আগেই বিহারে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে দাঙ্গাকারীদের উলটো করে ঝোলানো হবে। দিঘার সভা থেকে অমিত শাহর সেই মন্তব্য নিয়ে কটাক্ষ করেছেন মমতা। তৃণমূল নেত্রী এদিন বলেছেন, বিজেপি নিজেরাই দাঙ্গা করছে। যদি ঝোলাতে হয়, নিজেদের লোককে ঝোলান। শুভেন্দু মুখ্যমন্ত্রীর সেই কটাক্ষের জবাব দিতে গিয়ে মমতাকেই সবচেয়ে বড় দাঙ্গাকারী বলে দেগে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘উলটো করে মমতাকেই ঝোলানো উচিত।’ দিঘার সভা থেকে নন্দীগ্রামে শুভেন্দুর জয় নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন মমতা। তার পালটা দিতে গিয়েই সরাসরিই মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দুর চ্যালেঞ্জ, বারবার বলছেন পুরুলিয়ার চাকরি, মেদিনীপুরের চাকরি, প্রমাণ করুন না। আমার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ আছে প্রমাণ করুন। আমার কাছে যা যা আছে, সেগুলো বের করলে আপনার মুখোশ আর থাকবে না। এরপরই মমতার উদ্দেশে একপ্রকার হুঁশিয়ারির সুরে শুভেন্দু বলেন, আমি প্রমাণ করে দেব, আপনার ভাইয়ের বাড়ির লোককে কীভাবে অর্থনৈতিক কোটায় ডাক্তারি পাশ করিয়ে চাকরি দিয়েছেন। কার্তিক বঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলেকে অর্থনৈতিক কোটায় ডাক্তারি পড়িয়েছেন। একটা ভাইঝি গিয়েছে এসএসসি গ্রুপ সিতে। বাকি যা মালপত্র আমার কাছে আছে, আমি বের করতে শুরু করলে মুখ্যমন্ত্রীর মুখোশের আর কিছু থাকবে না। মুখ্যমন্ত্রীর পরিবার নিয়ে প্রশ্ন তোলায় শুভেন্দুকে পালটা আক্রমণ করেছেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। বিরোধী দলনেতাকে তীব্র কটাক্ষ করে কুণালের বক্তব্য, ইডি-সিবিআই থাকতে মুখে যা আসছে তাই বলছে। শুভেন্দু অধিকারী বাংলার একমাত্র নেতা, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত। একটা নির্লজ্জ, বেহায়া, প্রতিষ্ঠিত চোর। ওকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা উচিত।

বিস্ফোরক বিচারপতি গাঙ্গুলি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আবার বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন আদালতে তিনি জানান, ‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই চলবে। সুপ্রিম কোর্ট এবং তার বিচারপতিদের ওপর আমার বিশ্বাস, আস্থা এবং শ্রদ্ধা আছে। কিছু মানুষ এখনও কুৎসা এবং অপপ্রচার চালাচ্ছে। ভারতের আইন সভ্য আইন। সুপ্রিম কোর্টে মামলা আছে। কিছুটা সময় হয়তো লাগছে। কিন্তু বিচার হবে। আমার লড়াই এখন শুধুমাত্র দুর্নীতি বা দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ নেই। কিছু রক্তপিপাসু দালালরাও এখন মাঠে নেমে পড়েছে। তারা রক্তের লোভে আমার পিছনে ছুটছে। এদের বিরুদ্ধেও আমাকে লড়তে হবে। দুবৃত্তরা আইন রক্ষার নাম করে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিবাজদের সাহায্য করছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই চালিয়ে যাব।’ এখানে উল্লেখ্য, এটাই প্রথম নয়। এর আগে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে বলতে শোনা গিয়েছিল, ’দিদি একা সামলাতে পারছেন না। দিদির পাশে কিছু দুর্বৃত্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে’। রাজ্যের বিরুদ্ধে বকেয়া সংক্রান্ত একটি মামলা শুনানিতে এই মন্তব্য করেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বলেন, ’এইভাবে গোটা রাজ্য নষ্ট হয়ে যাবে।

গালওয়ানের পর চিনকে ক্লিনচিট দেওয়ার ফল ভুগছে দেশ! অরুণাচল নিয়ে নরেন্দ্র মোদিকে তোপ দাগলো কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল ঃ গালওয়ান হিংসার পর ভারত সরকারের নীরব ছিল। তার জেরেই অরুণাচলে এই সংকট। চিন ইস্যুতে কেন্দ্রের মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল কংগ্রেস। খোদ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বলেন, ভারত সরকার সঠিক সময়ে চিনকে যোগ্য জবাব দিতে পারেনি বলেই আজ এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মঙ্গলবার অরুণাচল প্রদেশের বেশ কিছু অঞ্চলের চিনা নাম প্রকাশ করেছে বেজিং। তৃতীয় দফার এই নামরকণে ১১টি অঞ্চলের নাম মান্দারিন, তিব্বতি এবং পিনইন অক্ষরে প্রকাশ করা হয়েছে। এর আগেও দুই দফায় অরুণাচলের একাধিক জায়গার চিনা নামকরণ করেছিল বেজিং। যা নিয়ে সরব কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।তিনি এক টুইটে করে বলেন, চিন এই নিয়ে তৃতীয়বার অরুণাচলে আমাদের এলাকার নাম বদলানোর দুঃসাহস দেখাল। এর আগে প্রথম দফায় ২০১৭ সালে ৬টি জায়গার এবং ২০২১ সালে দ্বিতীয় দফায় ১৫টি স্থানের নাম ঘোষণা করে চিন। আর ২০২৩ সালের ৩ এপ্রিল ১১টি জায়গার নাম ঘোষণা করা হল। অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অভিন্ন অঙ্গ আছে আর থাকবেও। কিন্তু গালওয়ানের পর মোদিজি চিনকে যেভাবে ক্লিনচিট দিয়েছিলেন, আজ দেশকে তারই ফল ভোগ করতে হচ্ছে। কংগ্রেস সুরে কেন্দ্রকে নিশানা করেছে অন্য বিরোধী দলগুলিও। ভারত সরকার অবশ্য ইতিমধ্যেই চিনের একপাক্ষিক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে। বিদেশমন্ত্রকের টুইটে বলা হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে। আমরা গোটা বিষয়ে অবগত। চিন আগেও এই কাজ করেছে। এমন পদক্ষেপকে প্রত্যাখ্যান করছি। এভাবে বাস্তব বদলানো যাবে না। যদিও শ্রেফ বিদেশমন্ত্রকের এই বিবৃতিতে সন্তুষ্ট নয় বিরোধীরা। কড়া পদক্ষেপের দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা। উল্লেখ্য, সোমবার চিনের রাষ্ট্রচালিত গ্লোবাল টাইমস রিপোর্ট সূত্রে প্রকাশ্যে এসেছে অরুণাচল প্রদেশের একাধিক এলাকার তৃতীয় দফার নামকরণের কথা। এর আগে প্রথম দফায় ২০১৭ সালে ৬টি জায়গার এবং ২০২১ সালে দ্বিতীয় দফায় ১৫টি স্থানের নাম ঘোষণা করে চিন। প্রথম থেকেই চিনের এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছে ভারত। নিউদিল্লির তরফে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে অরুণাচলের চিনা নামকরণ। যদিও গ্লোবাল টাইমস দাবি করেছে, বেজিংয়ের এই পদক্ষেপ বৈধ, যা চিনের সার্বভৌম অধিকারের মধ্যেই পড়ে।এখন দেখার বিষয় মোদি সরকার চিনের বিরুদ্ধে কি কি পদক্ষেপ নেয়।

টার্গেট অরুণাচল, ১১টি জায়গায় ‘চিনা’ নামকরণ বেজিংয়ের! নজর রাখছে ভারত

নয়াদল্লি, ৪ এপ্রিল ঃ আবার অরুণাচলে চিনা আগ্রাসন। অরুণাচল প্রদেশের বেশ কিছু অঞ্চলের চিনা নাম প্রকাশ করল বেজিং। তৃতীয় দফার এই নামরকণে ১১টি অঞ্চলের নাম চিনা, তিব্বতি এবং পিনইন অক্ষরে প্রকাশ করা হয়েছে। এর আগেও দুই দফায় অরুণাচলের একাধিক জায়গার চিনা নামকরণ করেছিল বেজিং। যার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল ভারত। এবার চিনের সিভিল অ্যাফেয়ার্স মন্ত্রকের তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, ‘ওই অঞ্চলটি তিব্বতেরই দক্ষিণের ঝানগান প্রদেশের অংশ।’ জানা গিয়েছে, যে ১১টি অঞ্চলের নামকরণ করেছে চিন তার মধ্যে রয়েছে দু’টি ভূমি অঞ্চল, দু’টি আবাসিক এলাকা, পাঁচটি পর্বত শৃঙ্গ এবং দু’টি নদী। আগেও এই কাজ করায় বেজিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নয়াদিল্লির। ফের একই কাণ্ড প্রকাশ্যে এল। সোমবার চিনের রাষ্ট্র্রচালিত গ্লোবাল টাইমস রিপোর্ট সূত্রে প্রকাশ্যে এসেছে অরুণাচল প্রদেশের একাধিক এলাকার তৃতীয় দফার নামকরণের কথা। এর আগে প্রথম দফায় ২০১৭ সালে ৬টি জায়গার এবং ২০২১ সালে দ্বিতীয় দফায় ১৫টি স্থানের নাম ঘোষণা করে চিন। প্রথম থেকেই চিনের এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছে ভারত। নিউদিল্লির তরফে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে অরুণাচলের চিনা নামকরণ। যদিও গ্লোবাল টাইমস দাবি করেছে, বেজিংয়ের এই পদক্ষেপ বৈধ, যা চিনের সার্বভৌম অধিকারের মধ্যেই পড়ে।চিন ইস্যুতে কেন্দ্রের মানসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল কংগ্রেস। খোদ কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বক্তব্য, ভারত সরকার সঠিক সময়ে চিনকে যোগ্য জবাব দিতে পারেনি বলেই আজ এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

মুঙ্গের থেকে ধৃত হাওড়ায় রামনবমীর মিছিলে বন্দুকধারী যুবক, বিজেপিকে বিঁধলেন কুণাল

হাওড়া ও মুঙ্গের, ৪ এপ্রিল ঃহাওড়ায় রামনবমীর মিছিলে বন্দুকধারী যুবককে পাকড়াও করল হাওড়া পুলিশ। বিহারের মুঙ্গের থেকে ১৯ বছর বয়সী ওই যুবককে গ্রেফতার করেছে হাওড়া পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। ধৃতের নাম-সুমিত সাউ। বর্তমানে রামনবমীর মিছিলে গোলমাল এবং তৎপরবর্তী ঘটনাবলির তদন্ত করছে সিআইডি। মঙ্গলবার হাওড়া পুলিশ জানিয়েছে, হাওড়ার রামনবমীর মিছিলে যে যুবককে বন্দুক হাতে দেখা গিয়েছিল, তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ বিষয়ে মুঙ্গের পুলিশ সুপারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে, তিনি বলেন, আমি শুধু বলতে পারি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এসেছিল এবং এক যুবককে গ্রেফতার করেছে।প্রসঙ্গত, রামনবমীর শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে নজিরবিহীন অশান্তির ঘটনা ঘটেছে রাজ্যে। হাওড়ার শিবপুরে ব্যাপক অশান্তি হয়। একটি ভিডিও-তে দেখা গিয়েছিল, বন্দুক হাতে মিছিলে উদ্দাম নাচ। সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই হাওড়া পুলিশ বিহার থেকে গ্রেফতার করল অভিযুক্তকে। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম সুমিত সাউ। বয়স ১৯। বাড়ি, হাওড়ার মালি পাঁচঘড়া থানার অন্তর্গত শম্ভু হালদার লেনে। বন্দুক নিয়ে মিছিলে নাচানাচি করেই সুমিত বিহারে পালায়। পুলিশ তদন্ত করে জানতে পারে মুঙ্গেরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে লুকিয়ে আছেন সে। সেই অনুযায়ী গোয়েন্দারা তাঁকে মুঙ্গের থেকে গ্রেফতার করেন।এই ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। মঙ্গলবার কুণাল বলেছেন, রামনবমীতে হাওড়ায় যে ঘটনাটি ঘটেছিল, সেখানে বিজেপির মিছিলে একটি ছেলেকে দেখা গিয়েছিল, তার হাতে রিভলভার ছিল। বিজেপির এই উস্কানিমূলক চক্রান্ত এখন প্রকাশ্যে। হাওড়া পুলিশ তাকে বিহারের মুঙ্গের থেকে গ্রেফতার করেছে। এই মামলাটি সিআইডি-র হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

প্রবল বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিতে ভিজল দিল্লি-এনসিআর, শ্লথ গতিতে চলল যানবাহন

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল ঃ প্রবল বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী দিল্লি, বৃষ্টি হয়েছে সমগ্র রাজধানী অঞ্চলে। মঙ্গলবার ভোররাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে। বৃষ্টি থামেনি এদিন সকালেও, দিল্লি লাগোয়া গাজিয়াবাদেও হয়েছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। অসমের বৃষ্টি দিল্লীবাসীকে স্বস্তি দিলেও, রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় শ্লথ গতিতে চলাচল করে যানবাহন। কোথাও কোথাও যানজটেরও সৃষ্টি হয়।শুধুমাত্র দিল্লি, এদিন ভোররাত থেকে সকাল পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে উত্তর প্রদেশ, হরিয়ানা ও পঞ্জাবেও। বৃষ্টির দরুণ দিল্লির তাপমাত্রা কিছুটা কমেছে। সকালের দিকে দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি কম। এদিন সকালে বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভেঙেছে দিল্লীবাসীর। আয়ানগরে ৮.৫ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।

ভুবনেশ্বরে ৬ টি কুকুরকে বিষ খাইয়ে মারার অভিযোগ, দায়ের এফআইআর

ভুবনেশ্বর, ৪ এপ্রিলঃওডিশার ভুবনেশ্বরে ৬টি কুকুরকে বিষ খাইয়ে মারার অভিযোগ উঠল এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে ভুবনেশ্বরের মৈত্রী বিহার থানার অন্তর্গত চন্দ্র শেখরপুর এলাকায়। ঘটনায় এক স্বেচ্ছাসেবকের তরফে দায়ের হয়েছে অভিযোগ। মৈত্রী বিহার পুলিশ স্টেশনে দায়ের করা হয়েছে অভিযোগ।পিপল ফর অ্যানিমেলস-এর স্বেচ্ছাসেবক জীবন বি দাস তাঁর অভিযোগে জানিয়েছেন, তিনি সন্দেহ করছেন কুকুরগুলিকে বিষযুক্ত খাবার খাওয়ানো হয়েছে। আর তাতেই একসঙ্গে ৬টি কুকুরের মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

দেশের অন্যতম শীর্ষ পর্যটনস্থল হিসেবে চিহ্নিত উত্তর-পূর্বাঞ্চল, খুশি ব্যক্ত প্রধানমন্ত্রী মোদীর

গুয়াহাটি, ৪ এপ্রিলঃউত্তর-পূর্বাঞ্চল দেশের অন্যতম শীর্ষ পর্যটনস্থল হিসেবে চিহ্নিত হওয়ায় খুশি ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় পর্যটন, সংস্কৃতি এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন (ডোনার) মন্ত্রী গঙ্গাপুরম কিষাণ রেড্ডির একটি টুইটের উত্তর দিয়ে মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ‘ প্রবণতা। পর্যটন বৃদ্ধি মানে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সমৃদ্ধি বৃদ্ধি।’কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে লিখেছিলেন, ২০২২ সালে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অভ্যন্তরীণ (দেশীয়) এবং

আন্তর্জাতিক (বিদেশ) উভয় ক্ষেত্রেই পর্যটকদের পদচারণায় অভূতপূর্ব অগ্রগতি লাভ করেছে। মন্ত্রী আরও লিছেছেন, এক ওই সালে ১১.৮ মিলিয়নের বেশি দেশের এবং এবং ১,০০,০০০ বিদেশি পর্যটক উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফর করেছেন।এই অঞ্চলকে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত করার জন্য সরকারের ব্যাপক প্রচেষ্টার ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্যটকদের পদচারণার একটি উচ্চতর ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। উন্নয়নশীল পরিকাঠামো বৃদ্ধি থেকে শুরু করে এই অঞ্চলকে বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে স্বীকৃত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পর্যটনের ক্ষেত্রে দেশের সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধির জন্য উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গে শান্তিপ্রিয় জনগণকে রক্ষা করতে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েনের দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার ভোরে টুইটারে তিনি লিখেছেন, রিষড়া রেল স্টেশনের কাছে পাথর ছোড়া ও বোমা হামলার কারণে হাওড়া-বর্ধমান লাইনে লোকাল ও এক্সপ্রেস ট্রেন পরিষেবা স্থগিত করা হযেছে। আরপিএফ-এর হস্তক্ষেপের পরে ট্রেন পরিষেবা ফের চালু হয়। রিষ।। জ্বলছে এবং সমগ্র রাজ্য প্রশাসন দিঘায় সমুদ্র সৈকত ছুটি উপভোগ করছে।কেন ওখানে বোমাবাজি ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা হল? কেউ তো মিছিল করেনি। রাজ্য সরকার দাবি করেছে সব ঠিক আছে। এই সরকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েনই পশ্চিমবঙ্গে শান্তিপ্রিয় জনগণকে রক্ষা করার একমাত্র সমাধান।প্রতিক্রিয়ায় ইন্দ্রা গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, দেখুন কি ভাবে হাওড়ার পর এবার শ্রীরামপুরে রামনবমী শোভাযাত্রার উপর আক্রমণ করা হয়েছে, হিন্দু উসব হলেই আক্রান্ত হতে হচ্ছে বাংলায়। পরিকল্পিত ভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে? কাদেরকে খুশি করতে? বাপ্পা পাত্র লিখেছেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বারে বারে কেন পুলিশ প্রশাসন ফেল হবে, ইন্টেলিজেন্ট রিপোর্ট ছিলো না কেন, নিরীহ সনাতনী মানুষকে বারে বারে একটা সম্প্রদায়ের হাতে কেন আক্রান্ত হতে হবে।

ত্বহা সিদ্দিকীর রাস্তায় বসে খাওয়ার ছবি দিয়ে তোপ বিজেপি নেতার

কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ ত্বহা সিদ্দিকীর রাস্তায় বসে খাওয়ার ছবি-সহ সামাজিক মাধ্যমে তোপ দাগলেন বিজেপি নেতা সুদীপ্ত গুহ।মঙ্গলবার সুদীপ্তবাবু লিখেছেন, ত্বহা সিদ্দিকী। রাস্তায় বসে খাওয়া দাওয়া করছেন। আহমেদাবাদ বা ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে দিলাম, ঢাকা, ইসলামাবাদে, দুবাই অবুধাবিতে রাস্তায় বসতে দেবে ত্বহাকে? আমরা যদি দূর্গা পূজার ভোগ খেতে রাস্তায় গাড়ী থামিয়ে বসি, পুলিশ-প্রশাসন ছেড়ে দেবে?ত্বহা সিদ্দিকী জানেন তৃণমূল এবং সিপিএমের মধ্যে তার একটা ছোট্ট সমর্থনের জন্য প্রতিযোগিতা চলছে, আর বাকী ৭০ মানুষ বিভক্ত। কেউ সঙ্ঘকে গালাগালি দিচ্ছে, কেউ রামকৃষ্ণ মিশনকে, কেউ ইসকনকে, কেউ ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রকে, আর কেউ স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্রকে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সত্যজি রায়, মৃনাল সেনরা তো সেটাই মাথায় ঢুকিয়ে গেছে তাদের হয়ে? তাহলে তারা শক্তি প্রদর্শন কেন করবো না?’ একের বোঝা দশের লাঠি’ তো বাঙালী মুখস্ত করে মাধ্যমিকে খাতায় লিখে আসার জন্য? বাস্তবে তো উল্টোটাই।

আইপিএলে নিষিদ্ধ হওয়ার পরও এখনো দিব্যি খেলে চলেছেন যেসব পাকিস্তানি!

মুম্বাই, ৪ এপ্রিল ঃআইপিএলের প্রথম আসরে ১২ জন পাকিস্তানি ক্রিকেটার খেলেছিলেন। সে আসরের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি ছিলেন পাকিস্তানি পেসার সোহেল তানভীর। ওটাই পাকিস্তান ক্রিকেটারদের কাছে ছিল শেষ আইপিএল খেলা। ২০০৮ সালের পর রাজনৈতিক বৈরিতার কারণে আইপিএলে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের নিষিদ্ধ করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)। তবে অবাক করা বিষয়, এখনও দিব্যি আইপিএল খেলে চলেছেন বেশ কয়েকজন পাকিস্তান ক্রিকেটার।প্রতিবার একজনকে নিয়ে তো রীতিমতো টানাটানি চলে ফ্র্যাঞ্চাইজিদের। তিনি হলেন অলরাউন্ডার মঈন আলী। জন্ম বার্মিংহামে হলেও তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন পাকিস্তানের আজাদ কাশ্মীরের বাসিন্দা। মঈনের বেড়ে ওঠা ইংল্যান্ডে হলেও উর্দু এবং পাঞ্জাবিতে ভালোই পারদর্শী তিনি। ইংল্যান্ড জাতীয় দলে খেলার সুবাদে সুযোগ পাচ্ছেন আইপিএলে, কখনো আরসিবিতে কখনো পাঞ্জাব কিংস দলে।আরেক ক্রিকেটার আদিল রশিদ। তাঁর জন্ম ইয়র্কশায়ারে। তবে তাঁর পূর্বপুরুষরাও মঈন আলীর মতো কাশ্মীরের বাসিন্দা। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান ছেড়ে ইংল্যান্ডে পাড়ি জমান তাঁরা। ফলে ইংল্যান্ড ক্রিকেট দলে খেলার সুবাদে সুযোগ হয়েছে আইপিএল খেলার। তবে তার ক্যারিয়ারটা খুব বেশি লম্বা নয় আইপিএলে। মাত্র দুই ম্যাচ খেলেছেন।সিকান্দার রাজা। জন্ম পাকিস্তানের শিয়ালকোটে। বেড়ে ওঠাও সেখানে। পরে অবশ্য নাগরিকত্ব পরিবর্তন করেন। চলে যান জিম্বাবুয়েতে। খেলছেন জিম্বাবুয়ের হয়ে। সেই সুবাদে এবার প্রথমবার সুযোগ পেলেন আইপিএলে। খেলছেন পাঞ্জাব কিংসের হয়ে।তালিকায় রাখা যায় পাকিস্তান জাতীয় দলের প্রাক্তন অলরাউন্ডার আজহার মাহমুদকেও। পাকিস্তান জাতীয় দলের হয়ে ২১ টেস্ট ও ১৪৩ ওয়ানডে ম্যাচ খেলা আজহার আইপিএলে খেলেছেন কলকাতা নাইট রাইডার্স ও কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের হয়ে। পাকিস্তান ও ব্রিটেনের দ্বৈত পাসপোর্টধারী হওয়াতেও এ সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি।

ভারতে দৈনিক-সংক্রমণ ৩,০৩৮, মৃত্যু আরও ৭ জনের

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিলঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ রোজই চিন্তা বাড়াচ্ছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৩,০৩৮ জন, এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ৭ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২১,১৭৯-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে

শতাংশের নিরিখে ০.০৫ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মোট কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৭,২৯,২৮৪-তে পৌঁছেছে। ৭ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৯০১-এ পৌঁছে গিয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৭৭,২০৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৬ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩ এপ্রিল সারা দিনে ভরতে ১,৬৪,৭৪০ জনের শরীর থেকেনমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

৬৭কোটি মানুষের তথ্য হাতিয়ে বিক্রি, হরিয়ানা থেকে ধৃত পান্ডা

নয়াদিল্লি,৪এপ্রিলঃদেশের বড়সড় সাইবার প্রতারণার পর্দাফাঁস করল হরিয়ানা পুলিস। প্রায় ৬৭ কোটি মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য চুরির মূল পান্ডা গ্রেপ্তার হল। এর মধ্যে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ। শুক্রবার হরিয়ানার ফরিদাবাদ থেকে বিনয় ভরদ্বাজ নামে ওই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি ‘ ওয়েবজ’ নামে একটি ওয়েবসাইট খুলে মানুষের তথ্য চুরির ফাঁদ পেতে বসেছিল। চুরি করা তথ্য সে বিভিন্ন সংস্থাকে বিক্রি করত বলে তদন্তে উঠে এসেছে। ভরদ্বাজের থেকে দু'টি মোবাইল, দু'টি ল্যাপটপ উদ্ধার হয়েছে। ১৩৫টি সরকারি নথিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তার থেকে। গত শনিবার হরিয়ানার সাইবারাবাদ পুলিস এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, দেশজুড়ে প্রতারণার জাল ছড়িয়েছিল ভরদ্বাজ। ২৪টি রাজ্য এবং ৮টি মেট্রোপলিটন শহর মিলিয়ে মোট ৬৬ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষের নথি হাতিয়েছিল অভিযুক্ত। তারমধ্যে যেমন প্যানকার্ডধারীরা রয়েছেন, তেমনি রয়েছে নবম-দ্বাদশ শ্রেণির প্যুয়ারাও। পুলিসের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অনলাইন এডুকেশন অ্যাপ্লিকেশনের প্যুয়া, অনলাইন কেনাকাটার প্ল্যাটফর্ম, বিভিন্ন অনলাইন পেমেন্ট অ্যাপ, সোশ্যাল মিডিয়া, প্রবীণ নাগরিক, ডি-ম্যাট অ্যাকাউন্ট হোল্ডার, নিট পড়ুয়া, বিমা, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, জিএসটি, আরটিও, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম এবং দিল্লি ইলেকট্রিসিটির ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত ও গোপন তথ্য হাতিয়ে বিনয় অন্য সংস্থাকে বিক্রি করত বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। কোন কোন সংস্থাকে তথ্য সে বিক্রি করেছে, তা জানারও চেষ্টা চালাচ্ছে সাইবার পুলিস। উত্তরপ্রদেশের ২১ কোটি ৩৯ লক্ষ, অন্ধ্রপ্রদেশের ২ কোটি ১০ লক্ষ, মহারাষ্ট্রের সাড়ে চার কোটি, পশ্চিমবঙ্গের ৭০ লক্ষ, দিল্লির ২ কোটি ৭০ লক্ষ, কর্ণাটকের ২ কোটি, রাজস্থানের ২ কোটি, হরিয়ানার ১ কোটি, মধ্যপ্রদেশের ১ কোটি ১০ লক্ষ, কেরলের ১ কোটি ৫৭ লক্ষ, পাঞ্জাবের দেড় কোটি, তামিলনাড়ুর ১ কোটি ২ লক্ষ, বিহারের ৮০ লক্ষ, হিমাচল প্রদেশের ১৯ লক্ষ, জম্মু ও কাশ্মীরের ২৫ লক্ষ, ঝাড়খণ্ডের ১২ লক্ষ, ছত্তিশগড়ের ৮ লক্ষ, গুজরাতের ৫-৬ লক্ষ, ওড়িশার ৩০ লক্ষ এবং উত্তর-পূর্ব রাজ্যেগুলি থেকে ১ কোটি ২ লক্ষ মানুষের তথ্য অভিযুক্ত ব্যক্তি হাতিয়ে নিয়েছে বলে সাইবার পুলিস জানতে পেরেছে। দেশজুড়ে প্রতারণার চক্র চালানোর জন্য ফরিদাবাদে রীতিমতো অফিস খুলে বসেছিল ভরদ্বাজ। আমির সোহেল ও মদন গোপাল নামে তার দুই সহযোগীকেও পাকড়াও করেছে পুলিস।

সিলেবাস থেকে মুঘল যুগের ইতিহাস বাদ দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি ও কলকাতা,৪এপ্রিলঃ মোদি জমানায় মুঘলসরাই রেলস্টেশনের মতো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জনপদ এবং সা।কের মুঘল-ঘেঁষা নাম বদলের খেলা চলছে। কিন্তু এবার আর বিক্ষিপ্ত কোনও সিদ্ধান্ত নয়, সরাসরি কেন্দ্রীয় স্কুল সিলেবাস থেকেই বাদ পড়ল মুঘল যুগের ইতিহাস। কেন্দ্রচালিত বিদ্যালয়, আর্মি স্কুল, সেন্ট্রাল স্কুল সহ সিবিএসই অনুমোদিত স্কুলগুলির দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যক্রমে আর এই অধ্যায় থাকবে না। ইতিহাস বই থেকেই পুরোপুরি বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি)। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকেই চালু হচ্ছে এই নয়া সিলেবাস। উত্তরপ্রদেশ বোর্ডেও তা কার্যকর হবে। মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ইতিহাস বদলের অভিযোগ নতুন নয়। কিন্তু এবার তারা ইতিহাস বইয়ের পাতা থেকে বাদ যাচ্ছে মুঘলপর্বই।নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি দেশজুড়ে কার্যকর করার আগেই সিলেবাস বদলে ফেলার একচ্ছত্র সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কাজ সমাপ্ত করতে চায় মোদি সরকার। তার জেরেই দ্বাদশ শ্রেণির ইতিহাস বই থেকে ছেঁটে ফেলা হচ্ছে ‘ অ্যান্ড ক্রনিকলসন্দ্য মোগল কোর্টস’ শীর্ষক অধ্যায়। শুধু ইতিহাস নয়, সমাজবিজ্ঞান এবং হিন্দি সাহিত্যের বই থেকে পর্যন্ত বাদ পড়তে চলেছে বেশ কিছু অধ্যায়, যেগুলি সোজা কথায় গেরুয়া মতাদর্শের বিরোধী। যেমন সমাজবিজ্ঞান বইতে থাকছে না বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন প্রভাব সংক্রান্ত (আমেরিকান হেজিমনি ইন ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স) অধ্যায়। এমনকী রাশিয়া ও আমেরিকার বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঠান্ডা যুদ্ধের বিবরণও (দ্য কোল্ড ওয়ার এরা) বাদ যাচ্ছে। ‘ পর ভারতের রাজনীতি’ সংক্রান্ত পরিচ্ছদ আর থাকবে না। শুধু দ্বাদশ নয়, একাদশ শ্রেণিকেও ছা। দেওয়া হয়নি। তাদের সিলেবাসে ‘ ইসলামিক ল্যান্ডস’ অথবা ‘ সংক্রান্ত অধ্যায়ও আর রাখা হবে না বলে স্থির হয়েছে। এতগুলি বদলের মধ্যে অবশ্য যেটি সবথেকে উল্লেখযোগ্য, দশম ও একাদশ শ্রেণির সিলেবাসে থাকা সেই অধ্যায়টির নাম অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ-‘ ও বৈচিত্র্য’! তাহলে কি ইতিহাস, পার্লামেন্ট, পাঁচশো হাজার টাকার নোটের মতো আগামী দিনে বদলে যাবে গণতন্ত্রও?দিল্লির কেন্দ্রস্থল, ইন্ডিয়া গেটকে ঠিক মাঝখানে রেখে বৃত্তাকার রাজপথ থেকে একের পর এক রাস্তা রাজধানী শহরের বিভিন্ন প্রান্তের দিকে ছিটকে চলে গিয়েছে। কোনও রাস্তার নাম আকবর রোড, কোনওটির কোপার্নিকাস মার্গ, অশোক রোড অথবা কস্তুরবা গান্ধী মার্গ ইত্যাদি। এরকমই একটি রাস্তার নাম বদলে দেওয়া হয়েছিল হঠাৎ। সেটির নাম ছিল আওরঙ্গজেব রোড। তা বদলে দিয়ে নতুন নামকরণ হয়েছে এ পি জে আবদুল কালাম রোড। মোদি সরকার ও দেশের শাসকদলের হর্তাকর্তাদের দীর্ঘকালের দাবি ও অবস্থানই হল-মহম্মদ ঘোরীর দিল্লিবিজয়ের পর থেকে ভারতের ইসলামি এবং ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসকে বদলে দেওয়া। রাজস্থানে বিজেপি ক্ষমতাসীন থাকার সময় স্কুল সিলেবাসে হলদিঘাটের যুদ্ধে রাণা প্রতাপই আসলে বিজয়ী হয়েছিলেন বলে লেখা হয়। সমালোচকদের দাবি, তারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এবার জাতীয়স্তরে।এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক আশিস দাস। তিনি বলেন, ‘ ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে চাইছে কেন্দ্র। মুঘল শাসনকে বাদ দিয়ে কি ভারতের ইতিহাস বোঝা সম্ভব? ওরা একটা সময় বলতে শুরু করবে ভারতের ইতিহাস শুরু হয়েছে ২০১৪ সালে, মোদি ক্ষমতায় আসার পর।’ভয়ঙ্কর সিদ্ধান্ত। এবার তুর্কি, আফগানদের নিয়েও প্রশ্ন উঠবে। বাংলার ইলিয়াস শাহীদের নিয়েও কী করবে জানি না। ৪০০ বছরের ইতিহাস বাদ দিতে চাইছে। এর বিকল্প হিসেবে কী দেবে? সর্বস্তরে প্রতিবাদ হওয়া দরকার। ব্রাত্য বসু, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী

বারাণসীগামী ইন্ডিগোর বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি, ১৩৭ জন যাত্রীকে নিয়ে শামশাবাদে জরুরি অবতরণ

সামশাবাদ, ৪ এপ্রিল ঃ তেলেঙ্গানার শামশাবাদ বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করল বারাণসীগামী ইন্ডিগোর একটি বিমান। মঙ্গলবার সকালে ১৩৭ জন যাত্রীকে নিয়ে শামশাবাদ বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে বিমানটি, ওই বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। তাই কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে শামশাবাদ বিমানবন্দরে বিমানটিকে জরুরি অবতরণ করান পাইলট। সমস্ত যাত্রীরা সুরক্ষিত রয়েছেন।ডিজিসিএ জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে বেঙ্গালুরু থেকে ১৩৭ জন যাত্রীকে উত্তর প্রদেশের বারাণসী উড়ে যাচ্ছিল ইন্ডিগোর ৬ই৮৯৭ বিমানটি। মাঝআকাশেই বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। এরপর সকাল ৬.১৫ মিনিট নাগাদ তেলেঙ্গানার শামশাবাদ বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে বিমানটি। ডিজিসিএ জানিয়েছে, সমস্ত যাত্রীরা সুরক্ষিত রয়েছেন।

তিনটি মামলায় স্বস্তি পেলেন ইমরান, পিটিআই প্রধানকে জামিন দিল লাহোরের এটিসি আদালত

লাহোর, ৪ এপ্রিল ঃ তিনটি মামলায় পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা পিটিআই প্রধান ইমরান খানকে স্বস্তি দিল লাহোরের সন্ত্রাস-বিরোধী আদালত (এটিসি)। অগ্নিসংযোগ, পুলিশের বিরুদ্ধে হিংসা ও ভাঙচুর এবং জিলে শাহ হত্যা সংক্রান্ত তিনটি মামলায় পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও পিটিআই প্রধান ইমরান খানকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন প্রদান করেছে লাহোরের এটিসি আদালত। এই তিনটি মামলায় আগামী ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত ইমরান খানকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন প্রদান করা হয়েছে।মঙ্গলবার কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে এটিসি আদালতে পেশ করা হয় ইমরান খানকে। তিনি অবশ্য ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও ইমরান খানকে এদিন সশরীরে হাজিরা দিতে হয়। এদিন তিনটি মামলায় ইমরান খানকে অন্তর্বর্তী জামিন প্রদান করেছে লাহোরের সন্ত্রাস-বিরোধী আদালত (এটিসি)।

ঢাকার বঙ্গবাজারে বিধ্বংসী আগুন দীর্ঘ সাড়ে ৬ ঘন্টার চেষ্টায় এল আয়ত্তে, আহত ১০ জন

ঢাকা, ৪ এপ্রিল ঃ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বঙ্গবাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। বহু দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘ সাড়ে ছয় ঘণ্টা পর দুপুর ১২.৩৬ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আগুনে এখনও পর্যন্ত ১০ জন আহত হয়েছেন। তাঁরা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মঙ্গলবার সকাল ৬.১০ মিনিটে বঙ্গবাজারে আগুনের সূত্রপাত হয়। বঙ্গবাজার থেকে আশপাশের আরও চারটি মার্কেটে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন দমকল কর্মীরা। একপর্যায়ে দমকল কর্মীদের সঙ্গে আগুন নেভানোর কাজে যোগ দেয় বিজিবি-বিমান-নৌ ও সেনাবাহিনী। জলের সংকটের কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয়। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হল থেকে জল নেওয়া হয়। অন্যদিকে হাতিরঝিল থেকে জল নিয়ে আসে বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার। বঙ্গবাজারের আগুন পুলিশ সদর দফতরেও ছড়িয়ে পরে। সদর দফতরের ভেতরের চারটি ব্যারাকে আগুন লেগে যায়। পরে তা নিয়ন্ত্রণে আসে। মূলত মহানগর শপিং কমপ্লেক্সের আগুন পুলিশ সদর দফতরে ছড়িয়ে পড়ে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস। আগুনের লেলিহান শিখায় অনেকগুলি দোকান পুড়ে গিয়েছে।

মার্চ মাসের বেকারত্বের হার বেড়ে ৭.৮ শতাংশ

মুম্বই,৪এপ্রিলঃস্টার্ট আপ সংস্থাগুলির জন্য নানাবিধ গালভরা প্রস্তাব। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি। তবু দেশে বেকারত্ব বেড়েই চলেছে। মার্চ মাসে বেকারত্বের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৮ শতাংশ। গত তিন মাসের মধ্যে এই হার সর্বাধিক। এই পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি (সিএমআইই)। বেসকারি এই সংস্থার মতে, দিন দিন দেশের শ্রম বাজার সঙ্কুচিত হচ্ছে। তার জেরেই কর্মসংস্থানে এই বিরূপ প্রভাব পড়েছে। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে বেকারত্বের হার পৌঁছে গিয়েছিল ৮.৩০ শতাংশে। তবে চলতি বছরের জানুয়ারিতে তা কমে দাঁড়ায় ৭.১৪ শতাংশ। এরপর থেকে বেকারত্বের হার বেড়েই চলেছে। ফেব্রুয়ারিতে এই হার ছিল ৭.৪৫ শতাংশ। মার্চে তা আরও বেড়ে দাঁড়ায় ৭.৮ শতাংশ। তবে গ্রাম ও শহরের বেকারত্বের হারে প্রভেদ রয়েছে। সিএমআইই-র হিসেব, মার্চে শহরাঞ্চলে বেকারত্বের হার ছিল ৮.৪ শতাংশ। আর গ্রামাঞ্চলে এই হার ছিল ৭.৫ শতাংশ।সিএমআইই-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহেশ ব্যাস জানিয়েছেন, কর্মীদের মানসিকতায় শ্রম বাজার সঙ্কোচনের বিরূপ প্রভাব পড়েছে। সফল হবেন না ধরে নিয়ে কর্মীরা কাজ খোঁজা বন্ধ করে দিচ্ছেন। ফলত শ্রম বাজারে শ্রমিকের অংশগ্রহণের হার কমেছে। সিএমআইই-র হিসেব ৩৯.৯ শতাংশ থেকে কমে মার্চে তা ৩৯.৮ শতাংশে। এর জেরে কর্মসংস্থানের হার ৩৬.৯ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় ৩৬.৭ শতাংশ। ব্যাস জানিয়েছেন, মোট কর্মসংস্থানও ৪০ কোটি ৯৯ লক্ষ থেকে কমে ৪০ কোটি ৭৭ লক্ষ হয়েছে।রাজ্যওয়াড়ি পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলা হয়েছে, বেকারত্বের হার সবচেয়ে বেশি হরিয়ানায়, ২৬.৮ শতাংশ। সবচেয়ে কম উত্তরাখণ্ডে, ০.৮ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে হার জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেক কম। শ্রম বাজারের হাল এত বেহাল কেন? বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, অক্টোবর থেকে জানুয়ারির উসবের মরশুম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খুচরো ব্যবসা, সাপ্লাই চেন, লজিসটিক্স, ফিনান্সিয়াল সার্ভিস এবং ই-কমার্স সেক্টরের অগ্রগতি কমতে সুরু করেছে। তাছাড়া, তথ্যপ্রযুক্তি, প্রযুক্তি, স্টার্টআপ সংস্থাগুলি নতুন করে নিয়োগে লাগাম টেনেছে। মার্চ মাসে অর্থবর্ষ শেষ হয়েছে। তাই ভ্রমণ, বিনোদনে লাগাম টেনেছেন অনেকেই। কর্মসংস্থানের উপর তার বিরূপ প্রভাব পড়েছে।

হজযাত্রাকে সুলভ, স্বচ্ছন্দ ও আরামদায়ক করে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি,৪ এপ্রিলঃএ বছর হজযাত্রাকে আরও স্বচ্ছন্দ, আরামদায়ক এবং সুলভ করে তুলতে কয়েকটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। হজ যাত্রীদের সঠিকভাবে নির্বাচনের জন্য সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে স্বচ্ছ, দক্ষ এবং নিরপেক্ষ করে তোলার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। হজ যাত্রীদের বেছে নেওয়ার উদ্দেশ্যে সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করা হয় অনলাইন ব্যবস্থায়। এবার হজযাত্রার জন্য মোট ১ লক্ষ ৮৪ হাজারটি আবেদন জমা পড়ে। তার মধ্যে ১৪,৯৩৫ জনের হজযাত্রার বিষয়টিতে ইতিমধ্যেই চূ।ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এঁদের মধ্যে সত্তরোর্ধ যাত্রীর সংখ্যা ১০,৬২১ জন। অন্যদিকে, কোনও পুরুষ সঙ্গী ছাড়াই হজযাত্রার অনুমতি দেওয়া হয়েছে ৪,৩১৪ জন মহিলাকে। কোনও পুরুষ সঙ্গী ছাড়া হজযাত্রার ক্ষেত্রে মহিলাদের এই সংখ্যা এযাবকালের মধ্যে সর্বোচ্চ বলে জানা গেছে।হজযাত্রার জন্য যে আবেদনগুলি জমা পড়ে তা অনলাইন র‍্যান্ডোমাইজড ডিজিটাল সিলেকশন (ওআরডিএস) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চূ।ান্ত করা হয়। এ ব্যাপারে কোনরকম হস্তক্ষেপকে আমল দেওয়া হয়নি। নির্বাচিত এবং অপেক্ষমান আবেদনকারীদের একটি তালিকাও সরকারি পোর্টালে তুলে করা হয়েছে। নির্বাচিত যাত্রীদের মোবাইলে এসএমএস-এর মাধ্যমে তাঁদের হজযাত্রায় অনুমতিদানের বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। একইভাবে এসএমএস পাঠানো হয়েছে অপেক্ষমান যাত্রীদের কাছেও।হজ যাত্রীদের বিদেশি মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত ব্যাপারে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)-এর সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থাক্রমে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক। যাত্রীরা গন্তব্যে পৌঁছনোর পর এসবিআই-এর স্টলগুলিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম তাঁদের প্রয়োজনীয় কাজ সেরে ফেলতে পারবেন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৫এপ্রিলঃবুধবার, ২১ চৈত্র মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৫এপ্রিলঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২১ চৈত্র মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২১ চৈত্র মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ২১ চৈত্র মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

আংশিক পরিস্কার আকাশ ।বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫.০২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৪শতকরা এবং ৩৪শতকরা। বৃষ্টি হয়নি মঙ্গলবার । জোয়ার- সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত-৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ৩৫মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে দিনেঃ ৫ টা - ৫৩মিনিটের মধ্যে হবে আজ হতে পারে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআপনি আপনার হতাশাপূর্ণ মনোভাবের জন্য কোনো অগ্রগতি করতে অক্ষম হবেন। বিবাহের যোগ হবে আজ
বৃষভ রাশিঃ স্বাস্হ্য ভালোই থাকবে। যারা দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে হবে।
মিথুন রাশিঃস্ত্রী আপনাকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। যারা এখন অবধি বেশি চিন্তাভাবনা না করে অর্থ ব্যয় করছিলেন তারা জীবনে এর গুরুত্ব বুঝতে পারে,।
কর্কট রাশিঃএকটা জায়গার পর নিজের ওপর চাপ দেবেন না এবং ঠিকভাবে বিশ্রাম নিন। শুভদিন
সিংহ রাশিঃআপনার আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি আজ খুব বেশী হবে।
কন্যা রাশিঃআপনার দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা সারাতে হাসি চিকিৎসা ব্যবহার করুন কারণ এটি সব সমস্যার সেরা প্রতিষেধক। শুভ
তুলা রাশিঃঅসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে। ।
বৃশ্চিক রাশিঃসংসারে শান্তি হবে। আর্থিক সংকট হবেই আজ থেকে
ধনু রাশিঃগর্ভবতী মায়েদের মেঝের উপর দিয়ে হাঁটার সময় বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত হবে।
মকর রাশিঃ রক্তচাপের রোগীরা ভিড় বাসে চাপার সময় তাঁদের স্বাস্েহ্যর ব্যাপারে অতিরিক্ত যত্নশীল থাকবেন। প্রাচীন জিনিস এবং গয়নায় বিনিয়োগ লাভ এবং সমৃদ্ধি আনবে। বিবাহের যোগ।
কুম্ভ রাশিঃআপনি মানসিকভাবে এবং শারীরিকভাবে সামান্য নীচু থাকবেন- একটু বিশ্রাম ও পুষ্টিকর
মীন রাশিঃআপনি আপনার হতাশাপূর্ণ মনোভাবের জন্য কোনো অগ্রগতি করতে অক্ষম হবেন। এটাই আপনার উপলব্ধি করার জন্য উপযুক্ত সময় যে দুশ্চিন্তা আপনার চিন্তাশক্তির প্রতিবন্ধী হচ্ছে। উজ্জল দিকে তাকান এবং আপনি আপনার

অভিযুক্ত শিশুদের ব্যাপারে রাজ্য প্রশাসনকে আইন মানার নির্দেশ আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ এবার থেকে রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনকে জুভেনাইল জাস্টিস আইন মেনে কাজ করতে হবে। এমনটাই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত বলেছে, কোনও নাবালক বা নাবালিকার অপরাধের সাজার মেয়াদ যদি ৭ বছরের কম হয়, সে ক্ষেত্রে এফআইআর করা যাবে না। কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ মঙ্গলবার ওই নির্দেশ দিয়েছে। ২০২০ সালের ২৯ অক্টোবর বীরভূমে মল্লারপুরে পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু হয় এক নাবালকের। তার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ দায়ের হয়। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরবর্তীকালে পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু হয় ওই নাবালকের। আদালতে এদিন সেই মামলাই শুনানি চলছিল। আবেদনকারীর আইনজীবী দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসন জুভেনাইল জাস্টিস আইন মেনে চলছে না। ওই আইনে স্পষ্ট বলা আছে, কোনও নাবালক বা নাবালিকা যদি অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে এবং সেই অপরাধে সাজা যদি সাত বছরের কম হয়, সেক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা যায় না। তাকে গ্রেফতারও করা যায় না। মল্লারপুরের ওই ঘটনায় পুলিশ নাবালকের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে তাকে গ্রেফতার করে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে জানতে চান, এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট জড়িত পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকেই বা কী সাহায্য করা হয়েছে? এজি জানান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের এক সদস্যকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া তাদের ইনক্রিমেন্টও এক বছরের জন্য বন্ধ করা হয়েছে। আদালতের নির্দেশ, নিহতের পরিবারকে ১৫ দিনের মধ্যে ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এবার থেকে রাজ্য প্রশাসনকে জুভেনাইল জাস্টিস আইন মেনে কাজ করতে হবে। না হলে আদালত কড়া ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।

জয়নগর সহ সুন্দরবন জুড়ে বাল্য বিবাহ রোধে নজরদারি ও সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়োজন আছে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৪ এপ্রিল ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে তৎপর হলেও শুধুমাত্র সচেতনতার অভাবে বাল্য বিবাহ বেড়ে চলেছে সুন্দরবন জুড়ে। এই বাল্য বিবাহের জন্য জয়নগরের প্রান্তিক কিছু এলাকাকে সেফ জোন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আর তাতেই চিন্তায় প্রশাসন। বাল্য বিবাহের জন্য জয়নগরের প্রান্তিক কিছু এলাকাকে 'সেফ জোন' হিসেবে ব্যবহার করছে নাবালিকাদের পরিবার। কারন, এই সব জায়গার দূরত্ব থানা থেকে বেশি। এই সব জায়গায় আত্মীয় পরিচিতির বাড়িতে থেকে বিয়ের তোড়জোড় হলেও পুলিস আসার আগেই অন্যত্র চলে গিয়ে বসানো হচ্ছে বিয়ের আসর। আর অনেক জায়গায় পুলিস ও ব্লক প্রশাসন বিয়ে বন্ধ ও করে দিয়েছে। এই ব্যাপারে জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সত্যজিত বিশ্বাস বলেন, এই সব সেফ জোন এলাকায় আরও বেশি সচেতনতা প্রচার চালানো হচ্ছে। আশা কর্মী ও অঙ্গনওয়ারি কর্মীদের মাধ্যমে। পাশাপাশি, সিভিক পুলিস ও ভিলেজ পুলিসদেরও ওই সব জায়গায় সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। এখন দুয়ারে সরকার চলছে। এর আগে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছিল বলে আমরা স্কুলে স্কুলে এই বিষয়ে সচেতনতা মূলক প্রচার করে উঠতে পারি নি। তবে এবার আমরা স্কুলে কন্যাশ্রীর মেয়েদের দিয়ে এই বিষয়ে সচেতনতা মূলক কর্মসূচি করবো। তবে বিভিন্ন পঞ্চায়েতে এই বিষয়ে ইতিমধ্যে আমরা সচেতনতা মূলক কর্মসূচি করেছি। আমাদেরকে সবার আগে সচেতন না হলে কিছু করা যাবে না। তাই আশেপাশে এই জাতীয় ঘটনা ঘটলে আমাদেরকেই এগিয়ে এসে আটকাতে হবে। জয়নগর ১ নং ব্লক ও জয়নগর থানার পুলিস সূত্রে জানা গেল, জয়নগর ১ নং ব্লকের ধোসা, চালতাবেড়িয়া, রাজাপুর করাবেগ ও বামনগাছি পঞ্চায়েত এলাকাকেই 'সেফ জোন' হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। জয়নগর থানা থেকে রাজাপুর-করাবেগের দূরত্ব ১৬ কিমি। ধোসার দূরত্ব ২০ কিমি, বামনগাছি ১৪ কিমি। চালতাবেড়িয়া ১৫-১৬ কিমি। অনেক নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে এই সব এলাকার দূরের আত্মীয় পরিজনের কাছে এসে আশ্রয় নিচ্ছে বিয়ের জন্য। বারুইপুর, কুলতলি, জয়নগর, মৈপীঠ, রায়দিঘি এলাকা থেকেই নাবালিকারা পরিবারের সঙ্গে চলে আসছে এই সব এলাকাতেই। থানা থেকে এই সব পঞ্চায়েত এলাকার দূরত্ব অনেক বেশি। পুলিস ও ব্লক প্রশাসনের লোকজন খবর পেয়ে যেতে না যেতেই ওই জায়গা থেকে হবু পাত্র- পাত্রী অন্যত্র চলে গিয়ে বিয়ের আয়োজন করে ফেলছে। জয়নগর ১ নং ব্লক প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাস মিলিয়ে ৫ টি নাবালিকার বিয়ে যেমন হয়েছে। তেমনই ৩টি জায়গায় বিয়ের আয়োজনের খবর পেয়ে গেলেও কোনও ভাবে খবর কানে যেতেই নাবালিকাকে নিয়ে পরিবার অন্যত্র চলে গিয়েছে। শোনা গেছে, ওই ব্লক এলাকাতে চলে তার বিয়েও হয়েছে। জয়নগর থানা ও জয়নগর ১ নং ব্লক প্রশাসন থেকে 'সেফ জোন' এলাকার পঞ্চায়েতগুলোকেও সতর্ক করা হয়েছে প্রতি বুথে এই বিষয়ে নজর বাড়ানোর জন্য। তাই এই বাল্য বিবাহকে আটকাতে পুলিশ, প্রশাসনের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলের নেতা- নেত্রীদের একটু এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই এই বাল্য বিবাহ বন্ধ হবে ও মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের কন্যাশ্রীর মুখ আরও উজ্জ্বল হবে।

রাজ্য শস্য বীমা প্রকল্পের আওতায় ৩৪৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ খরিফ মরশুমে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে শস্য হানিতে ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যের ৫ লক্ষ ৮০ হাজার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে রাজ্য সরকার শস্য বীমা প্রকল্পের আওতায় ৩৪৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। মুর্শিদাবাদ, মালদা, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, নদীয়া, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এই বছর খরিফ মরশুমে বৃষ্টির ঘাটতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা সর্বাধিক ক্ষতিপূরণ পেয়েছে বলে কৃষি দফতর সূত্রে জানা গেছে। গত রবি মরশুমে শস্য হানির কারণে রাজ্যের ৯ লক্ষ ৪৪ হাজার কৃষককে মোট ৪২৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল। সব মিলিয়ে দুই মরশুম মিলিয়ে বাংলা শস্য বীমা যোজনা প্রকল্পের আওতায় ১৫ লক্ষ ২৪ হাজার কৃষককে ৭৭০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। নবান্ন তরফে জানানো হয়েছে বৃষ্টির ঘাটতিজনিত উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে বাংলা শস্য বীমা যোজনা চালু করেন। যেই বিমায় চাষীদের কোনো টাকা প্রিমিয়াম হিসেবে দিতে হয় না। শুধুমাত্র আখ ও আলু চাষীদের ক্ষেত্রে তাদের প্রিমিয়ামের একাংশের খরচ বহন করতে হয়।

আবার অশান্ত রিষড়া চলল বোমাবাজি, ভেঙ্গে দিল রেলগেট তিন ঘন্টা ট্রেন বন্ধ দুর্ভোগ নিত্যযাত্রীদের

বনস্পতি দে, রিষড়া, ৪ এপ্রিল ঃ হাওড়ার পর রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল হুগলির রিষড়া। সোমবার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে বিশাল পুলিশ বাহিনী। সোমবার সারাদিন নতুন করে কোনও বড় ধরনের অশান্তি না হলেও রাতের দিকে ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রিষড়া। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রিষড়া স্টেশনের কাছে চার নম্বর রেল গেট এলাকায় অশান্তি ছড়ায়। বোমাবাজি করা হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন রাত সাড়ে ন'টা থেকে ফের রিষড়াতে শুরু হয় গন্ডগোল। এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আবারও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রের দাবি, এই ঘটনার পর আতঙ্কে স্টেশনে লোকাল ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। ট্রেন যাত্রীরা ভয়ে দরজা জানালা বন্ধ করে ভিতরে বসে থাকেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এই ঘটনার প্রভাব পড়ে হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনে। এই লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। রিষড়া, কোন্নগর সহ বেশ কিছু স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকে বলে জানা গিয়েছে। এমনকি কোন্নগর স্টেশনে দূরপাল্লার ট্রেনও দাঁড়িয়ে থাকে। রবিবার রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হুগলির রিষড়া। বিজেপির সর্বভারতী সহ সভাপতি তথা খড়গপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষের রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত। রবিবার সেখানে দিলীপের নেতৃত্বে মিছিল চলাকালীন ছড়ায় উত্তেজনা। মিছিলের দিকে উড়ে আসতে থাকে ইঁট, পাথর। উত্তেজনা ছড়াতেই নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রক্ষীরা দিলীপকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। দিলীপ জানিয়েছিলেন মিছিলে শুধু ইটবৃষ্টি হয়নি, রামনবমীর যাত্রাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয় বোমাও। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রামনবমীর মিছিলের সময় পর্যাপ্ত পুলিশি ব্যবস্থা ছিল না। সেই কারণে উত্তেজনা তৈরি হলেও সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি। ঘটনার পর কমব্যাট ফোর্স মোতায়েন করা হয়। বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ ইটের ঘায়ে আহত হয়েছেন। তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এদিন পূর্ব মেদিনীপুরের সরকারি সভা থেকে রামনবমীর মিছিল নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পাঁচদিন ধরে কেন রামনবমীর মিছিল' সেই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মমতা। এমনকী ভাঙচুর করলে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

গ্রুপ ডি বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীদের ঐতিহাসিক মিছিল বাগনানে

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ৪ এপ্রিল ঃ চাকরির পরীক্ষায় পাশ করেও আজ পর্যন্ত মেলেনি চাকরি, অবিলম্বে চাকরির দাবিতে পথে নামলেন রাজ্য সরকারের গ্রুপ ডি বঞ্চিত চাকরি প্রার্থীরা। মঙ্গলবার সকালে

ঐতিহাসিক মিছিল শুরু হয় বাগনান থেকে এবং মিছিলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় বাগনানে। বাগনান আমতা রোডের একাধিক জায়গায় পুলিশ মিছিলকারীদের আটকায়। এমনকি বাঙালপুর থেকে বেশ কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়। এদিন মঙ্গলবার সকালে ১০ টার পরে বাগনানের খাদিনান মোড় থেকে মিছিলকারীদের এই লংমার্চ শুরু করেন ডি গ্রুপে চাকরি প্রার্থীরা। মিছিলটি পুলিশি বাধার মুখে পড়লে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। পুলিশি বাধাকে উপেক্ষা করে লং মার্চ এগোতে থাকে বাঙালপুরে ফের পুলিশ আটকালে পুলিশের সঙ্গে ফের ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। ধস্তাধস্তির ফলে বেশ কয়েকজন চাকরি প্রার্থী আহত হয়। পুলিশ জোর করে ওই মিছিলের অংশগ্রহণকারীদের ঠেলে সরিয়ে দেয় রাস্তা থেকে। এর ফলে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় বাঙালপুরে। পুলিশের বাধা টোপকে মিছিলকারীরা এগিয়ে যেতে থাকে। বাঙালপুর থেকে বেশ একজনকে পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে যায়। প্রসঙ্গত এই মিছিল গতকাল মেদিনীপুরের উপর দিয়ে আসে এবং মেছেদায় তাদেরকে পুলিশ আটকায়। কথা ছিল আজ বাগনান থেকে ফেরে এই মিছিল শুরু হবে। তেমনটাই বাগনান থেকেই মিছিল শুরুর পরে পুলিশের বাধা পায়। মিছিলকারীদের ১০ জনকে পুলিশ নিকটবর্তী বাগনান থানায় নিয়ে গেলেও পরে ছেড়ে দেয়।

রিষড়ায় রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সাব স্টেশনে ভয়াবহ আগুন

দুরন্ত বার্তা, রিষড়া, ৪ এপ্রিল ঃ রিষড়ায় রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সাব স্টেশনে ভয়াবহ আগুন। দিল্লি রোড লাগোয়া রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সাবস্টেশনে আগুন। ঘটনাস্থলে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। ব্যাহত বিদ্যুৎ পরিষেবা। রিষড়ায় অশান্তির আবহেই শ্রীরামপুরের বাঙ্গিহাটি এলাকায় রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সাব স্টেশনে আগুন লাগল। তার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওই এলাকায়। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার দুপুরে বাঙ্গিহাটি এলাকায় ২ নম্বর জাতীয় সড়ক অর্থাৎ দিল্লি রোডের কাছে ওই সাব স্টেশনে আগুন লাগে। বিষয়টি প্রাথমিক ভাবে নজরে আসে স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাঁরা ওই সাব স্টেশন থেকে কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখেন। এর পর তাঁরা খবর দেন দমকলকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। দমকলের ইঞ্জিনগুলি তিন দিক থেকে সাব স্টেশনটিকে ঘিরে ফেলে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। ওই সাব স্টেশনটি থেকে বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। অগ্নিকাণ্ডের জেরে সেই পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ২ নম্বর জাতীয় সড়ক বা দিল্লি রোডের উপর রয়েছে এই সাবস্টেশন। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সাবস্টেশন রয়েছে। যে ট্রান্সফর্মারে আগুন লেগেছে, তার কাছে বহু জ্বালানি মজুত রয়েছে। ফলে, দমকল বিভাগের কাছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে দমকর্মীকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু, এখনও পর্যন্ত তা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন দিক থেকে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ছে। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে আশপাশের এলাকা। পাশাপাশি, ওই এলাকায় প্রচুর জ্বালানি মজুত থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে। কী কারণে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখছে দমকল বিভাগ।

বন্ধ জুট মিল, বেকার ৪ হাজার শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, বারাকপুর ও হাওড়া, ৪ এপ্রিল ঃ উত্তর ২৪ পরগণার জগদ্দলে ফের বন্ধ হয়ে গেল জুটমিল। বেকার হলেন প্রায় ৪ হাজার শ্রমিক। কোনও রকমের উত্তেজনা এড়াতে আগে থেকেই বসল পুলিশ পিকেটিং। জানা গিয়েছে, সোমবার রাত থেকেই অশান্তি চলছিল ওই জুটমিলে। শ্রমিক অসন্তোষের জন্য রাত্রিকালীন শিফট প্রথমে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর মঙ্গলবার সকাল থেকে পুরো মিলই বন্ধ করে দেন কর্তৃপক্ষ। এদিন, মিলের গেটে অর্নির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্সান নোটিস ঝোলানো হয়। এই বিক্ষোভের জেরে প্রায় চার হাজার শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছে। প্রসঙ্গত, গতকাল কোনও নোটিশ ছাড়াই বন্ধ হয়েছিল হাওড়ার দাসনগর ভারত জুট মিল। অন্যান্য দিনের মতো সকালবেলা মিলে কাজ এসে শ্রমিকরা হতভম্ব। জুট মিলের গেট খোলা থাকলেও ভেতরে বন্ধ সব মেশিন ছিল। কাজই হচ্ছিল না। ম্যানেজারের অফিসে তালা। উধাও ম্যানেজমেন্টের লোকজন। এর জেরে প্রায় সাড়ে ৬০০ শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েন। এরপরই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন শ্রমিকরা।

সুমিত সাউ গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ এপ্রিল ঃ বিহারের মুঙ্গের থেকে হাওড়ায় রামনবমীর মিছিলে বন্দুকধারী যুবককে গ্রেফতার করেছেন হাওড়া পুলিশের গোয়েন্দারা। তাঁকে বাংলায় ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। গেরুয়া শিবিরের দাবি, তৃণমূলেরই লোক ধৃত সুমিত সাউ। বিজেপি নেতা তথা কাউন্সিলর সজল ঘোষ বলেন, ''আমাদের আগে দেখতে হবে ধৃত সুমিত সাউ তৃণমূলেরই নিয়োগ করা লোক কি না। যাঁকে মুঙ্গের থেকে গ্রেফতার করে আনতে পারে হাওড়া পুলিশ, তাঁকে কী করে রিভলভার নিয়ে মিছিলে ঢুকতে দেয়! লালা, আব্দুল লতিফ, এনামুলকে ধরতে পারে না যে পুলিশ, তারাই চট করে গিয়ে কী সুন্দর নিয়ে চলে এল!''

বাণিজ্যিক যোগাযোগ বাড়াতে উত্তর- পূর্বের রাজ্যগুলিতে পণ্য পাঠানো হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশের বাণিজ্যিক যোগাযোগ বাড়াতে বাংলাদেশের পর এবার মায়ানমারের বন্দর ব্যবহার করে উত্তর- পূর্বের রাজ্যগুলিতে পণ্য পাঠানো হবে। চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকেই এই প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে কলকাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান পিএল হরনাদ জানিয়েছেন। প্রথম পর্যায়ে কলকাতা তিন হাজার টন সিমেন্ট নতুন পথে উত্তর-পূর্ব ভারতে পাঠানো হচ্ছে। বন্দর সূত্রে জানা গেছে, কালাদান মাল্টিমোডাল ট্রানজিট ট্রান্সপোর্ট প্রকল্পের এর আওতায় মিয়ানমারের সিটওয়ে বন্দর ব্যবহার করে মিজোরাম সহ উত্তর পূর্বের রাজ্যে সরাসরি পণ্য পাঠানো হবে। বন্দর থেকে কালাদান নদী দিয়ে পালেটোয়া পর্যন্ত ১৫৮ কিলোমিটার নদীপথে আসার পরে দক্ষিণ মিজোরামের লোমসু দিয়ে সড়কপথে পণ্যপরিবহণ করা হবে। এর ফলে শিলিগুড়ি চিকেন নেক করিডরের ওপর থেকে চাপ কমবে। উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অংশের বাণিজ্যিক যোগাযোগ আরও দৃঢ় হবে। অন্যদিকে কলকাতা বন্দর থেকে দিনের বেলায় পণ্য বের করার সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ। চেয়ারম্যান বলেন, কলকাতা বন্দরে বর্তমানে যে সব কার্গো বা কন্টেনার আসে বাইরে কোথাও যাওয়ার ক্ষেত্রে সেগুলো সমস্যায় পরে। কলকাতা বন্দর ২৪ ঘন্টাই খোলা থাকে। কিন্তু রাস্তা খোলা থাকে মাত্র সাত আট ঘন্টা। এটা একটা সমস্যা। এছাড়া বড় বড় কন্টেনার যাতায়াত করতেও সমস্যায় পড়ে। ফলে গ্রাহকদের কাছে কন্টেনার পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়ে যায়। সেই কারণে বলাগ। চরে তিনশো একর জমির উপরে এক্সটেন্ডেড গেট ফেসিলিটি ডেভেলপ করা হবে। এর মাধ্যমে কলকাতা বন্দরে যে কন্টেনার আসবে হুগলি নদীতে জলপথে বার্জের মাধ্যমে সেটিকে বলাগড়ে নিয়ে আসা হবে। এখান থেকে পণ্য খালি করে ছয় নম্বর রাজ্য সড়ক ধরে পৌঁছে যাবে বিভিন্ন জায়গায়। এর জন্য রাস্তা এবং ব্রিজ বানানো হবে। এই মিনি বন্দর চালু হলে সংলগ্ন এলাকার উন্নয়ন হবে। ভোল বদলে যাবে বলাগড়ের। পাশাপাশি গ্রাহকদের সুবিধা হবে। সুবিধে হবে কলকাতা বন্দরেরও। একইসঙ্গে আর্থিক ভাবে লাভবান হবে পশ্চিমবঙ্গ। বন্দর চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, প্রকল্পটির প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য দেওয়া আছে। আগামী এক বছরের মধ্যে কাজ শুরু হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এর জন্য ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের সঙ্গেও কথা বলা হবে।

নিয়োগকান্ডে অভিযুক্ত শিক্ষাকর্তাদে'র ব্যক্তিগত সম্পত্তির ইডি তদন্তের দাবি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ এসএসসি-র নিয়োগকান্ডে অভিযুক্ত শিক্ষাকর্তাদে'র ব্যক্তিগত সম্পত্তির ইডি তদন্তের দাবি উঠল। মঙ্গলবার কলমলেখিকা ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক দেবযানী ভট্টাচার্য্য সামাজিক মাধ্যমে এই দাবি তুলেছেন। দেবযানী লিখেছেন, ইডি-র একটি চার্জশিটে নাম শিক্ষাসচিব আইএএস মণীশ জৈন, পার্থ চ্যাটার্জীর ব্যক্তিগত সচিব ডব্লুবিসিএস এক্সিকিউটিভ সুকান্ত আচার্য এবং শিক্ষা দফতরের অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তৃণমূলের নেতা ও চুনোপুঁটিদের বাপান্ত করতে মানুষ যখন ব্যস্ত, রাঘববোয়ালরা তখন নবান্ন, বিকাশ ভবন এবং অন্যান্য নানা সরকারি দপ্তরে বসে তহবিল তছরূপ ও নানাধরনের স্ক্যামের ছক তৈরি করেছে, সেগুলির প্ল্যানিং ব্লুপ্রিন্ট বানিয়েছে, প্রয়োজনীয় অফিসিয়াল ফাইল চালাচালি করেছে এবং বিভিন্ন দায়িত্ব বিভিন্ন নেতা ও চুনোপুঁটিদের মধ্যে ভাগাভাগি করে দিয়ে সেই ব্লুপ্রিন্টের রূপায়ণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অফিসার ও এইসব তৃণমূলীরা যা করে নিয়েছে তাতে তাদের আগামী কয়েক প্রজন্মকে নিশ্চিন্ত করতে পারে। প্রতি রাঘববোয়ালের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ইডি তদন্ত আবশ্যক। প্রাক্তন আয়কর আধিকারিক সুমন দেবরায় প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, শিক্ষাসচিবের নাম আছে মানে অর্থনৈতিক কিছু অনৈতিক সুবিধা উনি নিয়েছেন এবং তার প্রাথমিক প্রমান আছে। এ ব্যাপারে দেবযানীর বক্তব্য, দেখুন, ওনাকে ছাড়া তো এতকিছু ঘটা সম্ভব ছিল না। ফাইল চালাচালি তো করতেই হয়েছে। ফাইল সইও করতে হয়েছে। এত দামী সই উনি বিনে পয়সায় করেছেন এটা মনে করার তো কারণ নেই। তাছাড়া হিসাব অনুযায়ী স্ক্যাম চলেছে ১০ বছর ধরে। মণীশ জৈন ছাড়া অসম্ভব ছিল। সুমনবাবু লিখেছেন, নির্দিষ্ট কোন কিছুর খোঁজ না পেলে সাধারনত অভিযোগ করে না। মানে করার কথা নয়। ব্যক্তিগত সুবিধা এরকম কিছু থাকতে হবে, আর্থিক সুবিধা। আরও মন্তব্য করেছেন নেটানাগরিকদের কেউ কেউ।

হাসনাবাদের মোহনপুর গ্রামে অসুস্থ শতাধিক, গ্রামে বসলো মেডিক্যাল ক্যাম্প

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ, ৪ এপ্রিল ঃ মঙ্গলবার সকাল থেকে দফায় দফায় হাসনাবাদের মোহনপুর গ্রামের শিশু, মহিলা সহ বেশ কয়েকজনকে জ্বর, বমি, পেটে ব্যাথা সহ বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ে ভর্তি করা হয় টাকী গ্রামীণ হাসপাতালে। জানা যায়, অসুস্থদের কয়েকজনকে ভর্তি করা হলেও গ্রামের অনেক মানুষ একই উপসর্গ নিয়ে অসুস্থ। পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করতে তৎপর হয় টাকী গ্রামীণ হাসপাতাল ও ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর। মঙ্গলবার সকালেই গ্রামের মানুষের চিকিৎসার জন্য এলাকায় মেডিকেল টিম পাঠানো হয় ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের তরফে, অসুস্থ রোগীর সহায়তায় গ্রামে পাঠানো হয় অ্যাম্বুলেন্স। গ্রামে মেডিক্যাল ক্যাম্প বসতেই সেখানে ভিড় জমান এলাকার মানুষ, প্রায় একই উপসর্গ নিয়ে হাজির হন তারা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোমবার সন্ধ্যায় মোহনপুর গ্রামে একটি অনুষ্ঠানে কয়েকশো মানুষ জড়ো হয়। সেখানে তারা খাওয়া দাওয়া করেন। মঙ্গলবার সকাল থেকেই জ্বর, বমি, পায়খানা সহ একাধিক উপসর্গ দেখা দেয় গ্রামের মানুষের। স্থানীয়দের একাংশের ধারনা ওই অনুষ্ঠানের খাবার থেকে কোনো কারনে এই অসুস্থতা হয়ে থাকতে পারে তবে স্থানীয় কিছু মানুষ জানান গ্রামের অনেকেই সোমবার সন্ধ্যার সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থেকেও তাদেরও এই একই ধরনের উপসর্গ দেখা দিয়েছে। মঙ্গলবার বিকাল পর্যন্ত অসুস্থদের মধ্যে ১১ জন টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। । বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান জানান, অনুষ্ঠানে খাওয়াদাওয়া থেকে অসুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। চিকিৎসকদের মত অনুযায়ী, খাদ্যে বিষক্রিয়াজনিত কারণেই এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে জানান তিনি । গ্রামের মানুষের চিকিৎসার জন্য এলাকায় মেডিকেল টিম পাঠানো হয়েছে, এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।

দিনে ও রাতে বাড়বে তাপমাত্রা, পরিবেশ থাকবে মূলত শুষ্কই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এবার ধীরে ধীরে বাড়বে তাপমাত্রার পারদ। আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে, উত্তরবঙ্গের কিছু জেলায় আগামী ২ দিন বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। সেখানেও দিনের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়বে, তবে পরিমাণে কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, কলকাতা-সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে আগামী কিছুদিন পরিবেশ থাকবে মূলত শুষ্ক। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। দিনের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়বে। প্রথম ৭২ ঘন্টায় ২ -৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে তাপমাত্রা। তারপর উষ্ণতার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না বলেই পূর্বাভাস। উত্তরবঙ্গে আগামী ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি- এই ৩ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।

শিবপুর-কান্ডে ঘটনার পাঁচ দিনের মাথায় মঙ্গলবার এলো ফরেনসিক তদন্তকারীদের দল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ এপ্রিল ঃ শিবপুর-কান্ডে ঘটনার পাঁচ দিনের মাথায় মঙ্গলবার এলো ফরেনসিক তদন্তকারীদের দল। ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেন তাঁরা। হাওড়া শিবপুর জি টি রোডে গত রামনবমীর দিন ধর্মীয় শোভাযাত্রা ঘিরে অশান্তির ঘটনায় মঙ্গলবার সকালে ঘটনাস্থলে নমুনা সংগ্রহ করতে আসেন ফরেনসিক দলের প্রতিনিধিরা। এই ঘটনার পাঁচ দিনের মাথায় আসেন তাঁরা। এখনও পর্যন্ত এলাকায় পুলিশ এবং পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে হাওড়া সিটি পুলিশের তরফ থেকে। এখনও পর্যন্ত এলাকায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশ এবং পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে হাওড়া সিটি পুলিশের তরফ থেকে। যাতে নতুন করে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। প্রসঙ্গত, এই ঘটনায় আহত হন বেশ কয়েকজন। অভিযোগ, মিছিলকে লক্ষ্য করে বোমাবাজি হয় এবং বেশ কয়েকটি গাড়ি, ভাঙচুর করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে হাওড়া সিটি পুলিশের তরফ থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। শুরু হয় দফায় দফায় উত্তেজনা। অবশেষে এই ঘটনার পাঁচ দিনের মাথায় মঙ্গলবার সকালে ঘটনাস্থলে এসে নমুনা সংগ্রহ করেন ফরেনসিক দলের প্রতিনিধিরা।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Dy. CE(E)/(S&D)/KMC invites tender online item wise rate in two bid system for the following work :
NIT No.: KMC/DG(S_D)/BDPS/MM/27/22-23 (1st Call)
Name of the Work : **Manufacturing, supply & fitting, fixing of platform structure over discharge line of KSB pumps with allied works at MMPS under BDPS**; Estimated Cost : **Rate to be quoted**; Earnest Money : **Rs. 5,000.00**; Period of Completion : **20 Days**; Last Date and time of submission of Bid : **24.04.2023 at 12 noon**; The bid forms and other details are available on and from **12.04.2023 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The Executive Engineer/ARSM SQ.BPS/WS invites tender online in two bid system for the following work :
NIT No.: KMC/WS/ARSM/JORA/01/2023-24
Name of the Work : **Overhauling & servicing of electrically operated actuators of delivery valve of pump no. 1, 3 & 4 at Jorabagan WTP cum BPS**; Estimated Amount : **Rs. 2,91,991.00**; Earnest Money : **Rs. 5,900.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last Date and time of submission of Bid : **15.04.2023 up to 2 p.m.**; The bid forms and other details are available on and from **06.04.2023 from 2 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in.**

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-Tender for the following work :
NIT No.: KMC/WS/W80-18/T-62/2022-23
Name of the Work : **Improvement of F.W. Supply by laying a 150 mm dia M.S. pipe line from P-47 Hide Road to 17 Transport Depot Road in Ward no. 80**; Estimated Amount : **Rs. 2,67,165.00**; Earnest Money : **Rs. 5,400.00**; Period of Completion : **21 Days**; Last Date of receipt/opening of Tender (Online) : **17.04.2023 at 11 a.m./19.04.2023 at 11 a.m.**; The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in.**

The Director General (Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :
(1) NIT No.: KMC/ROADS/NORTH/280/2022-2023 (1st Call)
Name of the Work : **Repair trenches disturbed by the KMC W/S Deptt & CESC Ltd. at 24/1A, 35/A etc Girish Ch. Bose Road, 17 Linton Street, 13H/1, 28/A etc Ismail Street, 156 A.J.C. Bose Road, 9C Dr. Suresh Sarkar Road & different premises of Beniapukur Road etc under Br-VI**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,96,838.14**; Earnest Money : **Rs. 5,950.00**; Period of Completion : **30 Days**;
(2) NIT No.: KMC/ROADS/NORTH/281/2022-2023 (1st Call)
Name of the Work : **Repairing/replacing or raising/lowering manhole cover & frame at 175A, 16A of A.J.C. Bose Road, 3, 37 C.R. Avenue, 11 Esplanade Row (East), Maidan Market Gate at J.L. Nehru Road etc under BR-VI**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,97,542.98**; Earnest Money : **Rs. 6,000.00**; Period of Completion : **45 Days**;
(3) NIT No.: KMC/ROADS/NORTH/282/2022-2023 (1st Call)
Name of the Work : **Restoration of trenches disturbed by KMC ENGG, W/S Deptt at 164 A.J.C. Bose Road, Suhrawardy Avenue opp. Lady Brabourne College, 16A Rani Rashmoni Road and Jio Digital Cable laying at 6A to 13B S.N.B Road etc within BR-VI**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,68,634.22**; Earnest Money : **Rs. 9,400.00**; Period of Completion : **45 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **20.04.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 1 to 3);
(4) NIT No.: KMC/ROADS/SOUTH/2022-2023/362 (1st Call)
Name of the Work : **Refixing of pit covers at N.S.C. Bose Road, Raja S.C. Mullick Road and D.P.S. Road under BR-X**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,99,311.96** (excluding Contingency Amount); Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **150 Days**;
(5) NIT No.: KMC/ROADS/SOUTH/2022-2023/391 (1st Call)
Name of the Work : **Repairing of Kalikapur Road (West of TP Canal) from Avisar Shopping Complex to Kalikapur R.F.P. School in Ward no. 106, BR-XII**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,98,955.71** (excluding Contingency Amount); Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **60 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **24.04.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 4 & 5); The bid forms and other details are available on and from **08.04.2023 at 12 noon** in the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1 to 5).

The DG (S&D)/KMC invites tender online item wise rate in two bid system for the following works :
(1) NIT No.: KMC/DG(S_D)/BDPS/LS/11/22-23 (1st Call)
Name of the Work : **Repairing, servicing and replacement of worn out components of pump unit no. B at LS-9 under BDPS**; Estimated Cost : **Rate to be quoted**; Earnest Money : **Rs. 9,600.00**; Period of Completion : **25 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **24.04.2023 at 12 noon**; The bid forms and other details are available on and from **12.04.2023 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.**
(2) NIT No.: KMC/DG(S_D)/BDPS/BE/2/23-24 (1st Call)
Name of the Work : **Replacement of damaged short circuiting ring by Mfg. and supply new one for 200kw, 6kv motor unit no C and D at BDPS**; Estimated Cost : **Rate to be quoted**; Earnest Money : **Rs. 3,800.00**; Period of Completion : **10 Days**;
(3) NIT No.: KMC/DG(S_D)/BDPS/BE/1/23-24 (1st Call)
Name of the Work : **Repairing of damaged cable and heat varnishing, testing commissioning of stator and rotor winding with replacement of mechanical seal of 200kw 415volt motor of ABS make submersible pump unit no. 2 at Deeper Sump Pumping Station no. 2 under BDPS**; Estimated Cost : **Rate to be quoted**; Earnest Money : **Rs. 9,700.00**; Period of Completion : **15 Days**; Last Date and Time of submission of Bid : **28.04.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 2 & 3); The bid forms and other details are available on and from **05.04.2023 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 2 & 3).

The Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC invites e-Tender for the following work :
NIT No.: WS/GRWW/PH-II/38/2022-23/06
Name of the Work : **Installation of pipe line for Poly Alluminium Chloride (PAC) dosing arrangement with allied works at WTP-II, GRWW**; Estimated Amount : **Rs. 2,68,342.00**; Earnest Money : **Rs. 5,370.00**; Period of Completion : **15 Days**; Last Date and time of receipt/opening of Tender (Online) : **10.05.2023 at 2 p.m./12.05.2023 at 2 p.m.**; The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The Director General (Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work :
Name of the Work **(1st Call)** : **Engagement of reputed consultancy/professional for preparation of soil investigation report, traffic survey report & pavement design report at Gopal Nagar Khelar Math to Gopal Nagar Banstala in Ward no. 142, BR-XVI**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rate to be quoted by the agency**; Earnest Money : **2% of total value of the Quoted Rate**; Period of Completion : **30 Days**; Length of the road : **Chainage 0.0 km to 1.004 km**; Last Date and time of submission of all bids : **26.04.2023 at 12 noon**; The bid forms and other details are available on and from **10.04.2023 at 12 noon**; Tender will be published & bidders will be able to participate in the e-tender available in the website **https://etender.wb.nic.in.**

08/22-23

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১২৪ সংখ্যা, বুধবার, ২১ চৈত্র, ১৪২৯

সাংবাদিকের মৃত্যু

রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গের এক কাফেতে বিস্ফোরণ হয়েছিল। সেই বিস্ফোরণে মারা গেলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সমর্থক সেনা ব্লগার ভ্যাডলেন তাতারস্কি। এই ঘটনায় ২৪ জন গুরুত আহত আহত হয়েছেন। সাংবাদিকদের ওপরে হামলা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। সারা বিশ্বে কোথাও সাংবাদিকেরা নিরাপদে নেই বলে ঘোষণা করতে শুরু করেছে ওয়ার্ল্ড সাংবাদিক সংস্থা। তারা বলতে শুরু করেছে সব ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া গিয়েছে সাংবাদিকদের ওপরে যেন একটা গোপন আক্রোশ দেখা দিতে শুরু করেছে। আমেরিকার ব্লাক লাভার্স আন্দোলন শুরু করে জর্জ ফ্লয়েডের হত্যাকাণ্ডকে সারা বিশ্বের ব্যাপক প্রচার করা জন্য দায়ী করেছিলেন ট্রাম্প সাংবাদিকদেরকে। তিনি

সম্পাদকীয় বলেছিলেন সংবাদিকেরা যেভাবে আমেরিকার বিপন্ন করে তুলেছে তাতে আমেরিকার সম্মান ক্ষুন্ন হচ্ছে। এদিকে সাংবাদিকেরা বলতে শুরু করেছিল ট্রাম্পের উচিত হচ্ছে ঠিক পথ ধরে চলা এবং আইন মেনে চলা। তিনি যদি যা ইচ্ছা তাই করতে শুরু করেন তাহলে কিন্তু সাংবাদিকেরা তাঁকে ছেড়ে কথা বলবে না। আমেরিকার সাংবাদিক মহল সেখানকার প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তের ওপরে নির্ভর করে না। তার জনগণের শুভেচ্ছার ওপরে আস্থা রেখে চলে। আমেরিকার আফগান নীতির বিরোধিতা করতে শুরু করেছিল বেশ কিছু সাংবাদিক। তারা বলতে শুরু করেছিল আমেরিকার সেনারা আফগান থেকে ফিরে এসেছে সে ব্যাপারে তারা কোনও কথা বলছে না। সিদ্ধান্তটা ঠিক গ্রহণ করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। কিন্তু আফগানটা যাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আসা হল তাতে সেখানকার স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র দুই বিপন্ন হতে শুরু করেছে। এর জন্য আমেরিকার বিদেশ নীতিকে কোনও রকমভাবে ভালো মনে করে গ্রহণ করা যেতে পারে না। তবে আমেরিকার সেনা প্রধান বলেছেন, আমেরিকার সেনারা আমেরিকাকে রক্ষা করা কাজে ব্রতী হবে। এরপর থেকে তারা অন্য কোনও দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মাথা গলাবে না। সাংবাদিকদের সঙ্গে মতের সঙ্গে মিল নাও থাকতে পারে। কিন্তু সেই অমত সাংবাদিককে একেবারে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্তকে কোনও রকম ভাবে ভালো ভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে না। বাংলাদেশের বহু স্বাধীন ব্লগারকে হত্যা করা হয়েছে ঢাকার রাস্তায়। সেই সব নিয়ে সেখাকার সরকার এক সময়ে নিরব ভূমিকা পালন করেছিল। আজকে বাংলাদেশের সরকার এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। কিন্তু এক সময়ে বাংলাদেশের বিরোধীরা সাংবাদিকদের ধরে ধরে হত্যা করার হুমকি দেওয়া দিয়েছিল। চিন এবং রাশিয়াতে সাংবাদিকদের কোনও স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেওয়া হয় না। সেখানে সরকারি সাংবাদিকেরা খবরব সংগ্রহ করে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়। তারা সরকারের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করতে থাকে। তবুও তাদেরকে কিন্তু সাংবাদিক বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে যেসব নিরপেক্ষ সাংবাদিকেরা রয়েছেন তাঁদের বিপদ সবচেয়ে বেশি। তাঁরা বিপদে যে কোনও সময়ে পড়ে যেতে পারে। সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে কাউকে এগিয়ে আসতে দেখা যায় না। রুশ সাংবাদিকের হত্যার পিছনে কাদের হাত রয়েছে তা খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে। এদিকে জানতে পারা গিয়েছে যে সাংবাদিক তাতারস্কি সব সময়ে পুতিনকে সমর্থন করে এসেছেন। এবং ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। রাশিয়া এখন ইউক্রেনের ওপরে দোষ চাপিয়ে দিয়েছে। এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা মিখাইলো পোডোল্যাক বলেছেন, এটি রাশিয়ার অভ্যন্তরীন দ্বন্ধ। রাশিয়ার মধ্যে এখন বিরাট দ্বন্দ্ব দেখা দিতে শুরু করেছে। পুতিনের যুদ্ধনীতির বিরোধীরা প্রকাশ্যে জনসভা করতে শুরু করেছে। ইউক্রেন রাশিয়ার অভ্যন্তরীন বিষয়ে মাথা গলাতে ইচ্ছুক নয়।

ইউক্রেন এবং চিন সীমান্ত সমস্যা

ইউক্রেন রাশিয়ার মধ্যে যে যুদ্ধ চলছে তাতে বিশ্ব শান্তির পক্ষে একেবারে অন্তরায় বলা যেতে পারে। করোনা সংক্রমণ কালে ভারত তথা বিশ্বের আর্থিক অবস্থা ভালো নেই। তার মধ্যে আবার ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যুদ্ধ থামার কোনও লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। রাশিয়ার প্রেসিডেন্টকে এটা নিয়ে ভাবতে হবে। ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিকেও এটা ভাবার প্রয়োজন রয়েছে। তাদের যুদ্ধ নীতি চালু রাখার ফলে গোটা বিশ্ব আজকে খাদ্য এবং জ্বালানি তেলে আক্রান্ত। তেল, জ্বালানি এবং খাদ্য না থাকলে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব। আধুনিক বিশ্ব গড়ে তোলা একেবারে যাবেই না। সোলার দিয়ে জ্বালানির কিছুটা সুরাহা হলেও এখনও পেট্রো পণ্যের প্রয়োজন রয়েছে। সেই দিকটার কথা আমাদের দেখতে হবে। দেশের পট্রো পণ্যের অভাব যাতে না হয় তার দিকে নজর রাখতে হবে। এদিকে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী রাশিয়ার খুবই প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাশিয়া ভারতকে অসময়ে তেল দিয়ে সাহায্য করতে শুরু করে দিয়েছে। এটা একটি বন্ধু রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত। বন্ধু রাষ্ট্র সব সময়ে একে অপরকে সাহায্য করবে এটা হল প্রধান নীতি। রাশিয়া সব সময়ে ভারতের পাশে থেকেছে। বিপদের সময়ে ভারত ত্যাগ করে রাশিয়া চুপ করে বসে থাকে নি। এদিকে চিন যেভাবে ভারতের দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছ তাতে মনে করা হচ্ছে চিন দিয়ে ভারত যে কোনও সময়ে আক্রান্ত হতে পারে। চিন যদি ভারতকে আক্রান্ত করতে শুরু করে এবং সীমান্ত সমস্যাকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করে তাহলে কিন্তু ভারত রাশিয়া চুপ করে বসে থাকবে না। এদিকে ভারত ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের পরিবেশে ভারসাম্য নীতি বজায় রেখে চলেছে। আমেরিকা এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশই বলতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাতে ভারত রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে পারে। ভারত যদি ইউক্রেন এবং রাশিয়া যুদ্ধের মধ্যস্থতা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহলে এই যুদ্ধ একেবারে থামানো সম্ভব বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে আমেরিকা এবং ব্রিটেন। এদিকে ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক কিন্তু ইউক্রেন যুদ্ধের ব্যাপারে একেবারে আগ্রহী নন। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন এই যুদ্ধে ব্রিটেন কেন অংশ গ্রহণ করবে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

তোমার ভাষা যদি কুৎসাকলঙ্কজড়িতই হয়ে থাকে, অপরের সুখ্যাতি করতে না পারে, তবে যেন কারো প্রতি কোনো মতামত প্রকাশ না করে। আর মনেমনে তুমি নিজ স্বভাবকে ঘৃনা করতে চেষ্টা করো এবং ভবিষ্যতে কুৎসানরক ত্যাগ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, লেখাপড়া সম্পদ সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বললেন, নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু পুরুষ শিক্ষা চালু করলে হবে না, নারী শিক্ষাও চালু করতে হবে। সমাজে নারীরা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নারীদের শিক্ষিত করে তুলে হবে। যদি শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সম্পদশালী করতে সক্ষম হয় তাহলে গোটা দেশটা সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে বেশি সময় নেবে না। বাংলার প্রতিটি ঘর ঘরে প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। সেই সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থা খুব শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল বলেই এটা সম্ভব হতে পেরেছে।

হস্তলিপি শিল্পী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রকুমার শীল

এশিয়াটিক সোসাইটিতে 'লিপি-শিল্পী রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা' নিয়ে মূল্যবান গবেষণামূলক নিবন্ধ পাঠ করলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর বিশ্বনাথ রায়। তাঁর বক্তৃতা থেকেই তথ্য সম্বলিত এই প্রবন্ধটি আলোচিত। আজকে রবীন্দ্রনাথ কতখানি সবার কাছে প্রাসঙ্গিক তার বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এটি প্রকাশিত)

রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপি মানেই হল একটি ছবির জগতে প্রবেশ করা। শিল্পী রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা ধরা পড়ে গিয়েছে তাঁর হস্তলেখা শিল্পের মধ্যে দিয়ে। হাতের লেখার মধ্যে দিয়ে কবি নিজের শিল্প চেতনাকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর হতের লেখার মধ্যে দিয়ে শিল্প ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। অবাক হয়ে যেতে হয় যে একজন কবি কতখানি শান্ত এবং ধ্যানমগ্ন হয়ে সাহিত্য সংসারে বসবাস করছিলেন। তিনি বহু দুঃখের মধ্যে থেকেই মনকে একটু চঞ্চল হতে দেননি। তিনি সব সময়ে নিজেকে একটি ধ্যান জগতে বা আত্মমগ্ন জগতে ধরে রেখে দিয়েছিলেন। সেই কারণে বাহ্যিক কোনও আঘাত বা বেদনা তাঁকে প্রত্যাঘাত করতে পারেনি। আর করতে পারেনি বলেই আজকে বাংলা সাহিত্যে তাঁর মতো প্রতিভাবান সাহিত্যিক এবং কবিকে পেয়ে সমৃদ্ধ লাভ করতে পেরেছে। কবি রবীন্দ্রনাথের মনের গহনে প্রবেশ করতে গেলে তাঁর শিল্প হস্তলিপির দিকে অতি অবশ্য দিকপাত করতে হবে। না হলে তাঁর শিল্পরসকে উপলব্ধি করা একেবারে অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথ যেসব লেখা লিখে গিয়েছেন তার মধ্যে শিল্পবোধ অতি অবশ্যই থেকে গিয়েছে। সেই কারণে তাঁর লেখা মানুষের কাছে চিরকালের হৃদয়গ্রাহী। মানুষ সময়েই কবির একই কবিতা, গান এবং উপন্যাস পড়ে থাকে। কিন্তু বারবার তা নতুন রূপে মানুষের কাছে ধরা দিতে প্রস্তুত। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কীর্তির বা সৃষ্টির শিল্প মানসিকতা। হস্তলিপিতে বা ভাষাতে শিল্পবোধ না থাকলে তাকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলা একেবারে অসম্ভব। চিত্রশিল্পী হিসাবে রবীন্দ্রনাথের জীবন শুরু হয়েছিল হস্তশিল্পের কাটাকুটির মধ্যে দিয়ে। তিনি তাঁর লেখার সংশোধন কালে কাটাকুটির মধ্যে দিয়ে শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন। হস্তলেখার সংশোধন করার মধ্যে দিয়ে একটি শিল্প মানসিকতা ধরা পড়ে। আসলে রবীন্দ্রনাথ চিরকালই শিল্পরসিক ছিলেন। তিনি প্রায় সব বিষয়েই শিল্পবোধের পরিচয় দিয়ে থাকতেন। শিল্পী রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক পরিচয় ঘটতে থাকে তাঁর লেখার খাতায় পাতায়। সেখান থেকেই শুরু হয়েছিল আগামি দিনে শিল্পী রবীন্দ্রনাথ হওয়ার বাসনা। " রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপির বিচার বিশ্লেষণ করে তাঁর মনে গহনে প্রবেশ -সূত্রে কবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নির্ধারণ করা, ইংরেজিতে যাকে বলে গ্রাফোলজি (ঝখদ্মড্ডত্ত্ব); রবীন্দ্র হস্তাক্ষরের সে-দিকটা নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করেছেন বিশেষজ্ঞজন। জটিল সেই ব্যাপার পরিহার করে আমরা দেখতে ও দেখাতে চাই কবির হস্তলিপি, সোজা কথায় তাঁর হাতের লেখার নান্দনিক মূল্যবান কীভাবে আমাদের আধুনিক জীবনেও সৌন্দর্য-চর্চার ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে প্রতিনিয়ত তাঁর অন্যান্য অমূল্য সৃষ্টিসম্ভারের মতোই" (লিপি-শিল্পী রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা, বিশ্বনাথ রায়, বুলেটিন, এপ্রিল-২০২৩, এশিয়াটিক সোসাইটি) । রবীন্দ্রনাথের হস্তশিল্পের মধ্যে দিয়ে আনন্দ উপভোগ করা যায়। কবি রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের পুজারি ছিলেন বলে গ্রহণ করা যেতেই পারে। সেই কারণে তাঁর হস্তলিপির মধ্যে সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর হস্তলেখার মধ্যে দিয়ে বিশুদ্ধ আর্টের প্রকাশ ঘটে গিয়েছে। কবি সময়ে চেষ্টা করতেন তাঁর কাছ থেকে সবাই যেন নতুন কিছু শিখতে পারে, জানতে পারে এবং স্বাদ গ্রহণ করতে পারে। সেই কারণে তিনি তাঁর লেখার মধ্যে ডুডলিংস (ঙ্গদ্রদ্রত্তুত্ত স্তুন) অর্থাৎ লেখার সময় বর্জিত পাঠ, শব্দ, পঙক্তির হিজিবিজি কাটাকুটিকে এক একটা চিত্রে রূপ দিয়েছেন। এখানেও কবিগুরু নিজেকে শিল্পী হিসাবে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন। দূর থেকে তাঁর বহু লেখার কাটাকুটি দেখলে মনে করে কোনও চিত্রশিল্পী নিপুন হাতে শিল্প রচনা করতে মগ্ন ছিলেন। প্রতিটি কাটাকুটি এক একটি শিল্পরসে সমৃদ্ধ। এই কাটাকুটি চিত্রশিল্পকে স্বীকৃতি দিতে কবি নিজেই তার পাশে স্বাক্ষর করে দিতেন যাতে

করে হস্তচিত্র শিল্পী কে তাঁকে চেনানোর। আসলে রবীন্দ্র মহাসমুদ্রের মতো বিশাল। তার শেষ সীমা খালি চোখে কেন বাইনাকুলার দিয়েও শেষ দেখা একেবারে সম্ভব নয়। মহাকাশের মতো রবীন্দ্র সাহিত্য সীমাহীন। সেই সীমাহীন জগাতে একবার কেউ প্রবেশ করলে তাঁর জীবনটা একেবারে পবিত্রতায় সমৃদ্ধ হয়ে যেতে বাধ্য। রবীন্দ্র সাহিত্য শুধু নিয়ে চর্চা করলে শুধু মাত্র জ্ঞান অর্জন করা নয়, পাশাপাশি মনকে শুদ্ধতার পরিণত করে দিতে থাকে। মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা সব গ্লানিগুলি ক্রমশ দূরিভূত হয়ে শুদ্ধতায় পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রকৃত রবীন্দ্র প্রেমিক ব্যাক্তিরা কিন্তু মহামানবের সত্ত্বা বহন করতে সক্ষম হয়। ধ্যানমগ্নতাই হচ্ছে রবীন্দ্র সাহিত্যের মূল কার্যকরণ। আত্মোপলব্ধি করা সম্ভব রবীন্দ্র সাহিত্য চর্চার মধ্যে দিয়ে।

শৈশব এবং বাল্য কালে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা ভালো ছিল না। তাঁর 'জীবনস্মৃতি' থেকেই জানতে পারা গিয়েছে। কৈশোরের সূচনাপর্বে যে নীল খাতা, লেটস ডায়ারি, প্রভৃতিতে বাল্য বা কৈশোরের লেখালেখি ছিল তা আজকে বিলুপ্তির পথে। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাতেই বলা যেতে পারে,-' নীল খাতাটি ক্রমেই বাঁকা-বাঁকা লাইনে এবং সরু-মোটা অক্ষরে কীটের বাসার মতো'। 'বড়ো বড়ো কাঁটা অক্ষরের' অসমান লাইন সেসব লেখা কবির বয়সের তুলনা সুন্দর হওয়ার কথাও নয়। কৈশোর থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে হাতের লেখা কেমন ছিল তা জানতে গেলে আমাদের নজর দিতে হবে প্রাচীনতম রবীন্দ্র -পাণ্ডুলিপি 'মালতী পুঁথি'র দিকে। এই খাতায় রবীন্দ্রনাথ ১৩ থেকে ২১ বছর পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজি এবং সংস্কৃত লেখার নমুনা রয়েছে। এই পাণ্ডুলিপি নিরক্ষণ করলে বুঝতে পারা যাবে যে সেখানে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখার বিবর্তন পরিস্কার ভাবে প্রকাশিত। তিনি যেমন ডুডলিংস তৈরি করেছেন আবার ছবি আঁকার প্রাথমিক প্রচেষ্টা এমনকী নিজের স্বাক্ষরের মশকো করার উদোগ প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খুবই শোখিন ছিলেন। তিনি নানান রংয়ের পেন পেন্সিল ব্যবহার করতেন। নানা রংয়ের পেন পেনসিল ব্যবহার করার একটি মাত্র কারণ হল তাঁর হস্তশিল্পগুলিকে একটি চিত্রে রূপান্তরিত করা। হস্তলিপিও যে চিত্র হয়ে উঠতে পারে এবং তা ক্রমশ জনজীবনে খ্যাতি লাভ করতে পারে সেটা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সব সময়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করার দিকে মনোনিবেশ করতেন। তাঁর প্রতিটি লেখার মধ্যে দিয়ে আমরা নতুত্বের স্বাদ গ্রহণ করে থাকি। সেই কারণে তাঁর হস্তলিপিগুলি চিত্রশিল্পে পরিণত হতে পেরেছে। 'মালতী পুঁথি'র লেখাগুলি পাঠযোগ্য হয়ে উঠলেও তা কিন্তু সুন্দর হয়ে উঠেনি। কিন্তু ২৫ বছর থেকে ৩০ বছর বয়সকালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা ক্রমশ পরিণত হতে শুরু করে। তখন তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন হস্তশিল্পকে চিত্রশিল্পে পরিণত করা যেতে পারে। এবং তা করতে পারলে সকলের কাছে তা গ্রহণীয় হতে থাকবে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের বিশেষত্ব হল গ্রহণীয় তা কোনও সময়ে বর্জনীয় নয়। রবীন্দ্র বিরোধীরা কিন্তু পরাস্ত হয়েছিল। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য শিল্পের অভিনবত্ব। রবীন্দ্র সাহিত্যকে শিল্প-সাহিত্য আখ্যা দিলে কি সত্যিই ভুল বলা হবে? মনে হয় সেটা বোধ ভুল বলা হবে না। রবীন্দ্র মহাসাগরের জল কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তার নিশানা পাওয়া খুবই কঠিন। পরাধীন দেশের নাগরিক রবীন্দ্রনাথকে এক পাশে বা কোনঠাসা করতে পারেনি ইউরোপ। তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে নিতে বাধ্য হয়েছে স্বাধীন বিদেশি রাষ্ট্রের জনগণ। পরাধীন দেশের কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক নাগরিকে পরিণত হতে পেরেছিলেন।

কবি জীবনের মধ্যপর্বে কবি হস্তাক্ষর আরও বেশি সুন্দর হতে শুরু করে। দেখা গিয়েছে খেয়া, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলী, গীতালি, গীতমাল্য প্রভৃতি কবিতাগুলি লেখার সময়ে কবি নিজের লিপিকুশলতায় যথেষ্ট সচেতন। সেই সময় থেকে কবি হাতের লেখার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বীরভূমের শিশু সাহিত্যিক শিবরতন মিত্র ১৯০৮ সালে ছোটদের জন্য পরিকল্পিত তাঁর হস্ত-লিপি লিখন প্রণালী (১৩১৫) গ্রন্থের জন্য কবির কাছে 'টানা লেখার আদর্শ' হিসাবে একটি দৃষ্টান্ত মূলক রবীন্দ্র লিপি প্রার্থনা করলে তিনি শিশু কাব্যের 'ছুটির দিনে' কবিতার প্রথম স্তবকটি সুন্দর করে লিখে দেন। ভূমিকায় শিবরতন মিত্র লিখেছিলেন-' বর্তমান সহিত্যসম্রাট কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের প্রার্থনা মত হস্তলিপির জন্য সমগ্র পৃষ্ঠাব্যাপী একটি স্বরচিত কবিতা স্বহস্তে লিখিয়া দিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। আশা করি, শিশুগণ তাঁহার সুগঠিত অক্ষর ছন্দের অনুবর্ত্তী হইয়া অক্ষরের গঠন রচনা করিবে, কবিবরের এই অনুগ্রহের জন্য আমাদের সহিত বর্তমান এবং ভবিষ্যদ্বংশীয় শিশুগণ চিরঋণে আবদ্ধ থাকিবে।" বিরক্ত হয়ে এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর স্বাক্ষর এক টাকায় বিক্রির করার নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের হস্তলিপি শিক্ষিত বাঙালিদের কাছে আদর্শ হস্তলিপি হিসাবে বিবেচিত হল। 'সবুজপত্র'-এর সম্পাদক বীরবল অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরী লিখলেন-' তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) হস্তাক্ষর অতুলনীয়। শাস্ত্রে বলে সেই হস্তাক্ষরই সুন্দর, যার প্রতি অক্ষর সম, সমশীর্ষ, সরল ও বিরল।" ১৯২৭ সালে 'লেখন' কাব্যগ্রন্থে কবি স্বয়ং ফ্যাক্সিমেলি মুদ্রণ ব্যবহার করেছিলেন। এই ফ্যাক্সিমেলি ব্যবহার করার সময়ে প্রশান্ত মহলানবিশ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। লেখন কাব্যগ্রন্থটি কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল বুডাপেস্টে ২৬ কার্তিক ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে। আজকে রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষর শুধু ড্রয়িং রুমে নয়, রাস্তঘাটের হোর্ডিংও তা প্রকাশ পাচ্ছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা নজরুলের সম্পাদিত 'ধূমকেতু' পত্রিকাতে হস্তলিপিতে প্রকাশ পেয়েছে। কলকাতার মেট্রো রেলে, বিশ্বভারতীর বহু স্থানে, কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে, রেলের বিজ্ঞাপনে এমনকী বর্তমানে কালের জামা কাপড়েও রবীন্দ্রনাথের সুন্দর হস্তলিপি ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলার দৈনন্দিন জীবনেও এখন রবীন্দ্রনাথ বিরাজ করেছেন। সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে লিখে ছিলেন-' যুগ অতিক্রম করে সাহিত্যের একটা চিরকালীন বিচারও তো আছে। সেই বিচারে রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লেখক। এই শতাব্দীতে সারা পৃথিবীতেই বা তাঁর তুল্য আর কে আছে? কেউ কেউ একটা-দুটো ম্যাজিক বেশি ভালো জানেন, কিন্তু এই মানুষটি যে ম্যাজিকের ভাণ্ডারি।' রবীন্দ্রনাথের বহু মাত্রিক প্রতিভার অন্যতম ম্যাজিক হল তাঁর অনন্যতুল্য হস্তাক্ষরের শিল্প-সুষমা।

সাংসদ পদ কাড়তেই শাস্তি সর্বোচ্চ স্থান লাভ করলো

সাংসদ পদ খারিজ করতেই মানাহানির ফৌজদারি মামলায় সুরাতের আদালত রাহুল গান্ধিকে দুই বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল বলে অভিযোগ করতে শুরু করেছেন কংগ্রেস নেতারা। রাহুল গান্ধি বলেছেন, তাঁকে সাংসদ হিসাবে লোকসভায় রাখলে আদানি কাণ্ড প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। সেই কারণে তাঁকে এখন থেকেই সাংসদ পদ কেড়ে নেওয়া হল। সংসদে তাঁর বাক্যকে রুদ্ধ করে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করা হল। তাঁকে কোনও কথা বলতে দেওয়ার সময় দেওয়া হয়নি সংসদে। তিনি বিদেশির মাটিতে ভারতীয় গণতন্ত্র নিয়ে কি ধরনের বক্তব্য রেখেছিলেন তার ব্যাখ্যা দিতে প্র স্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁকে বলতে দেওয়ার জন্য সময় নির্দিষ্ট করা হয়নি। তিনি লোকসভার স্পিকারের কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু স্পিকার সময়ে দেবে বলেও তা রাখতে পারেননি। এদিকে সুরাতের দায়রা আদালত তাঁকে জামিন দিয়েছে। কিন্তু মোদি পদবী ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যে রাহুলকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল তার ওপরে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়নি। তার ফলে রাহুল সাংসদ পদ ফিরে পাচ্ছেন না। আগামি ১৩ এপ্রিল ফের শুনানি হবে। কংগ্রেস নেতারা এ ব্যাপারে বিচলিত নন। বরং কংগ্রেস নেতারা মনে করছেন রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজ হয়ে যাওয়ার ফলে তিনি বিরোধী দল নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করতে শুরু করেছেন। বিজেপি বিরোধী জোট শক্তিশালী হতে শুরু করেছে। বিরোধী জোট শক্তিশলী হতে থাকলে তা তাঁদের দলের পক্ষে বিপদ সেটা বুঝতে পেরেছেন বিজেপি দলের নেতারা। তারা এখন বলতে শুরু করেছে ওবিসি সম্প্রদায়কে অপমানিত করেছেন রাহুল। ওবিসি সম্প্রদায়কে সমানে রেখে লড়াইকে শক্ত মবজুবত করতে পারছে না বিজেপি দল সেটা অনুভব করতে পেরেছে। সাংসদ পদ খরিজ হয়ে যাওয়ার ফলে রাহুল গান্ধি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে শুরু করেছেন। দিল্লিতে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। সাংসদ পদের খারিজ নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা পেতে রাহুলের সঙ্গে সুরাতে গিয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেস শাসিত তিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রবীণ নেতারা। গুজরাত এবং মহারাষ্ট্র এলাকা থেকে কংগ্রেস সমর্থক এবং নেতারা সুরাতে গিয়ে উপস্থিত হতে থাকেন। এদিকে রাহুল গান্ধি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন খারিজপ্রাপ্ত সাংসদ হিসাবে তিনি তাঁর লোকসভা কেন্দ্র ওয়েনাড়ে গিয়ে উপস্থিত হবেন। ২০১৯ সালে কর্নাটকের কোলারে গিয়ে রাহুল বলেছিলেন,' সব চোরদের পদবি মোদী কেন?' রাহুল গান্ধি এইভাবে মোদী পদবিকে উল্লেখ করে পরোক্ষভাবে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করবেন তা কেউই ভাবতে পারেনি। এদিকে রাহুলের কথা ক্ষিপ্ত হয়েছেন প্রাক্তন আইপিএলের চেয়ারম্যান ললিত মোদি। তিনি এখনও বিলাতে রয়েছেন। সেখান থেকেই তিনি বলতে শুরু করেছেন রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করবেন। ললিত মোদি যদি মামলা করেন তাহলে কি সেটা টিঁকবে তা নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করেছেন কংগ্রেস নেতারা। এদিকে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার চুপ করে প্রায় বসেই রয়েছেন। তিনি একবার দিল্লিতে গিয়ে বিজেপি বিরোধী জোট তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তারপরে আর তাঁকে আর বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করতে ময়দানে দেখতে পাওয়া যায়নি। আরজেডির নেতা লালু প্রসাদের পুত্র তেজষী যাদব বিজেপি বিরোধী মঞ্চে উপস্থিত হওয়ার কথা বলেছিলেন। শারদ পাওয়ার থেকে শুরু করে শিব সেনা নেতা উদ্ধব থাকরেও বিজেপি বিরোধী মঞ্চে যোগ দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেস এতদিন ধরে কংগ্রেসের ব্যাপারে এল্যার্জি প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। এবারে তারাও কংগ্রেসের বিজেপি বিরোধী আন্দোলনের অংশ গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন সব চোরগুলি এক জোট হচ্ছে। রাহুল গান্ধি সুরাতের ম্যাজিস্ট্রেটের রায়ের খরিজ করে দেওয়ার আর্জি জানিয়ে মামলা করেছেন। তার সঙ্গে আদালত যে দোষী সাব্যস্ত করেছেন তাতে অন্তবর্তী স্থগিতাদেশ চেয়েছেন। রাহুল গান্ধি তাঁর মামলয় গুজরাতের সুরাতের আদালতে এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কারণ তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন কর্নাটকে।

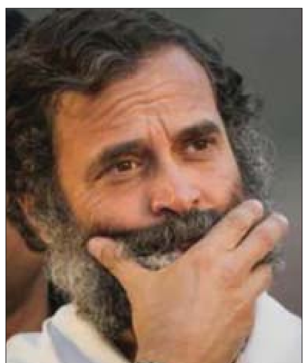

'ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলি থেকে ঋণ নিয়েছি,বুঝতে পারিনি এভাবে ফেঁসে যাবো'

(চতুর্থ পর্ব)আমার ৮৪ বছর বয়সী মা (মিসেস শান্তি অধিকারী, প্রয়াত অনিল অধিকারীর স্ত্রী, যিনি একা থাকেন) কে খাওয়ানো দেখভাল করা এবং ওনার চিকিৎসার জন্য এবং আমার দুই বোনের (কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তীর স্ত্রী সবিতা চক্রবর্তীর পরিবারের)পাশে দাড়ানো ও দেখাশোনা করা এবং প্রয়াত রাজুদের স্ত্রী বন্দনা দের, পরিবারের জন্য কভিড১৯ (২০২০ -২২) এর লক ডাউন সময়কালে. এফ. আই কোম্পানির কিস্তি আর সুদ মেটাতে, আমাকে লোকনাথ ট্রাস্টের (মালিক মিঃ তপন সাহার) কাছ থেকে ঋণ নিতে হয়েছিল। এর পরে ক্রমাগত ভাবেই আমি নিগম সুধা মাইক্রোফাইন্যান্স ট্রাস্টের মালিক চন্দন সাহা, ইউনিটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, প্রগতি, বেরবেরী দেশারি, জীবন উত্তান মাইক্রোফাইন্যান্স লিমিটেড অপারেটিং, এইরমভাবে প্রায় ২২ জনের কাছ থেকেও আমাকে ঋণ নিতে হয় নিজের নামে বা গোষ্ঠীর অন্য মহিলাদের নামে। (আমি কিন্তু জানতামই না যে এই এম.এফ. আইএন.বি.এফ.সি কোম্পানি গুলো এবং সুদখোর অর্থ ঋণদাতারা আর.বি.আইএর অনুমতি ছাড়াই, আইন অনুসারে অবৈধ অর্থ ঋণদাতাসংস্থা, যারা সোদেপুর, ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা১১০, বা খরদহ, আগারপারা এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে কাজ করছে। আমি বর্তমানে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা ঋণের ফাঁদে আটকেপড়া একজন বিবাহিত মহিলা। এ ছাড়াও আমার স্বামী ঋত্বিক ভট্টাচার্য, বি.কম (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ডিগ্রিধারি, ৫০ বছর বয়সী (তিনি ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বাইপোলার মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন স্কিজয়েড বাইপোলার মুড ডিসঅর্ডার ছিল ওনার এবং এসএসকেএম হাসপাতালের সাইকিয়াট্রি ইনস্টিটিউটে ওনার চিকিৎসা করাও হয়েছিল অ্যান্টিসাইকোটিকস ওষুধ লিথিয়াম, রিস্পেরিডোন, ভালপ্রোয়েট, এসএসআরআই ওষুধ দিয়ে,এখন তার জ্যেষ্ঠভাই এমডি ডাক্তার দ্বারা ওনার ওষুধ চলে।) তিনিও এই এন. এফ. বি . সি কোম্পানির দেওয়া ঋণের ফাঁদে পড়েছিলেন এবং অন্যদের থেকে ক্ষুদ্রঋণ নিয়েছিলেন (ননফাইনান্সিয়াল ব্যাঙ্কিং কোম্পানি সংস্থা থেকে যখন ২০২০-২০২১ সালে তার ছোট ব্যবসা একটি স্টার্ট আপ ব্যবসায়িক ইউনিট (আমাদের বাড়ির প্রাঙ্গনেই সে তার একটি ছোটকারখানা করেছিল তার পুনর্বাসন প্রোগ্রাম হিসাবে-একবার ২০১১ সালে) কোভিড -১৯ এর জন্য প্যান (২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২২ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত) বা আংশিক লকডাউন সময়কালে উনি ওনার ব্যবসার লোকসানের মধ্যে পড়েন (কারণ লকডাউনেও ওনাকে, তার কারখানার ৪ জন শ্রমিকদের বসিয়ে বসিয়ে মাসিকবেতন এবং পুজোর বোনাস দিতহয়েছিল আর একজনের ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুলের মেশিনে কাজের সময় ক্ষতি হবার জন্য তাকে অনেক টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল, ঋণ করেই), যদিও তিনি কোভিডের লক ডাউনের জন্য স্থানীয় বাজারে তার ছোট কারখানায় তৈরি পণ্যগুলো বিক্রি করতে পারেননি এবং এই এন বি.এফ.সি কোম্পানিগুলিতে তার ঋণের পরিমাণ এখন ১০ লক্ষ টাকাযয়পৌঁছেছে (যেহেতু তিনি ২০২০ সাল থেকে কোম্পানি থেকে নেওয়া ঋণের ই এম আই দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং এখন তাকে ২০শে মার্চ ২০২৩ এই ঋণের নিষ্পত্তির জন্য আইনআদালতের দ্বারা তলব করা হয়েছে কোম্পানি)। আমরা দুজনেই এখন এম.এফ.আই এবং এন.বি.এফ.সি ঋণের জন্য বড় আর্থিক সমস্যায় রয়েছি কারণ তাদের ঋণ পুনরুদ্ধার এজেন্টরা এবং পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রের কর্মীরা প্রায় প্রতিদিনই আমাদের বাড়ির দরজায় কড়ানাড়ছে এবং আমরা ২০২২ সালের অক্টোবর মাস থেকে দিনরাত উভয় সময় অতিরিক্ত কাজ করে প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছি। যেটা আমি এখন মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি যে আমরা আমাদের জীবনে আমরা দুজনেই একটি সবচেয়ে বড় ভুল করেছি, বন্ধন ব্যাঙ্ক এবং আশীর্বাদ মাইক্রোফাইন্যান্স লিমিটেডের ফিল্ড এজেন্টদের কথা বিশ্বাস করে যে ক্ষুদ্রঋণগুলি দরিদ্র মহিলাদের এবং তাদের পরিবারের ক্ষমতায়নে সহায়তা করছে। বরং আজকে আমি জানি যে এই ক্ষুদ্রঋণগুলো দরিদ্র পরিবারের জন্য একটি বড় ধরনের অভিশাপ। আমাকে আমাদের রান্নাঘরের বাসন বিক্রি করতে হয়েছিল, ঋত্বিকও তার ব্যবসার জন্য কেনা সমস্ত মেশিন বিক্রী করেছে এবং কখনও কখনও আমাকে কয়েক দিনের জন্য আমাদের খাবার অস্বীকার করতে হয়েছিল, যদি না আমার বড় ভাসুর, একজন এমডি ডাক্তারের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতি মাসে ২৩,০০০ টাকা মাসিক আর্থিক সহায়তা না পাওয়া যেত আমাদের সংসারের জন্য। উনি পেশায় প্যাথলজির ডাক্তার ছিলেন (বর্তমানে একজন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনপ্রাপক)। উনি তার ব্যাঙ্কের পাওয়ার সুদের অংশ প্রতি মাসেই পাঠিয়ে দেন আমাদের খাওয়ানোর জন্য , আমাদের জীবন টিকিয়ে রাখার জন্য, যাতে আমরা এই ঋণগুলি পরিশোধ করতে পারি। (বলতে এখন বাধা নেই আমি সকলের অজ্ঞাতে, (ক্রমশ)

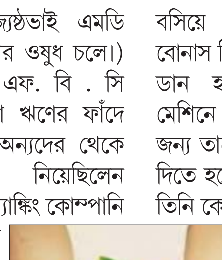

(লেখক- অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা। ও ডাক্তার প্রফেসর প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য এমডি (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) এফ আই সি প্যাথলজি, ডাব্লু.বি.এম.ইএস (অবসরপ্রাপ্ত) প্রাক্তন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং প্রধান, প্যাথলজি বিভাগ, কলকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলকাতা।)

প্রধান শিক্ষককে ধমক বিধায়কের

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ৪ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ছাতিনাকান্দি গুরুপদ উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ২১ জন। তবে ২১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে মঙ্গলবার বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন মাত্র ৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। মঙ্গলবার এই ছাতিনা কান্দি বিদ্যালয়ে ছিল দুয়ারে সরকার কর্মসূচি, কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার দুয়ারে সরকার কর্মসূচি পরিদর্শন করতে এসে স্কুলে দেখেন মাত্র ৪ জন শিক্ষক উপস্থিত আছেন। বিধায়ক অপূর্ব সরকারের নজরে এই বিষয়টি আসতেই ছাতিনাকান্দি গুরুপদ উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক গোপীগোপাল সাহাকে কার্যত ধমক দিলেন কান্দি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অপূর্ব সরকার। তিনি জানতে চাইলেন কেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা উপস্থিত নেই। দুয়ারে সরকারের শিবিরে চলার জন্য বিদ্যালয় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে তবে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে মঙ্গলবার। তবে ওই বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন না মঙ্গলবার। এ প্রসঙ্গে বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক গোপীগোপাল সাহা জানান, দুয়ারে সরকার থাকায় সমস্ত পড়াশোনা বন্ধ। তাই কিছু শিক্ষক আসেনি। যদিও অনেক শিক্ষক এসেছিলেন কোনো কাজ না থাকায় চলে গেছেন। বিধায়ক সাংবাদিকদের জানান স্কুলের মাষ্টার মশাই, ওনাদের সম্মান জানাই। কিন্তু ঝান্ডা লাগিয়ে আন্দোলন করবেন আর স্কুলে আসবেন না, এই ব্যবস্থা চলতে দেওয়া হবে না। এ প্রসঙ্গে বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনের নেতা জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, স্কুলে শিক্ষক না এলে অন্যায় কিন্তু স্কুল বন্ধ করে দুয়ারে সরকার করবে আর শিক্ষকেরা দুয়ারে সরকার দেখতে আসবে! পঞ্চায়েত আছে, ক্লাব আছে, সেখান গিয়ে দুয়ারে সরকার করুক। যাতে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার ক্ষতি না হয়।

বিজেপির প্রতিবাদ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৪ এপ্রিল ঃ রামনবমীর শোভাযাত্রায় হামলার প্রতিবাদে ইসলামপুরে বিজেপির বিক্ষোভ মিছিল ও রাস্তা অবরোধ। পুলিশ রাস্তা অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশের সাথে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিজেপির কার্যকর্তারা। ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জানা গিয়েছে গত ৩০ মার্চ রামনবমীর শোভাযাত্রা ঘিরে রাজ্যে বেশ কিছু জায়গায় শোভাযাত্রায় হামলার প্রতিবাদে বিজেপির পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এদিন বিকালে ইসলামপুর শহরের বিজেপি দলীয় কার্যালয়ে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি ইসলামপুর শহর পরিক্রমা করার ইসলামপুর বাস টার্মিনাস সংলগ্ন এলাকায় রাজ্য সড়ক অবরোধ হয়।

রাজু ঝাঁ হত্যাকান্ডের তদন্তে শক্তিগড়ে ফের ফরেন্সিক দল

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৪ এপ্রিল ঃ রাজু ঝাঁ খুনের ঘটনায় ফের তদন্তে এলো চার সদস্যের ফরেন্সিক দল। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ চিত্রাক্ষর সরকার নেতৃত্বে মঙ্গলবার দুপুর ১২ টা ১৫ মিনিটে ফরেন্সিক দলটি ঢোকে শক্তিগড় থানায়। সেখানে জেলা পুলিশের গঠিত সিট-এর আধিকারিকদের সাথে প্রথমে একপ্রস্থ বৈঠক সেরে শক্তিগড়ের আমড়া মোড়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান তারা। সেখানে টিমের সদস্যরা গাড়ির ভাঙা কাঁচ ও অকুস্থল থেকে মাটি সংগ্রহ করেন। এরপর পুনঃরায় তারা ফিরে যান শক্তিগড় থানায়। সেখানে রাখা আততায়ীদের ব্যবহার করা নীল রঙের ব্যালনো গাড়িটি এবং মৃত রাজু ঝা এর ব্যবহৃত গাড়িটিতে পরীক্ষা-নিরিক্ষা শুরু করেন। এই গাড়িগুলির বিভিন্ন দিকের ছবি তোলার সাথে সাথে গাড়ির মধ্যে থাকা ফিঙ্গারপ্রিন্ট ও বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এই নমুনার পরীক্ষার পরেই রাজু ঝাঁ হত্যা কান্ডে বড়সড় সাফল্য মিলবে বলে আশ্বাস জেলাপুলিশের। এই সময় সংবাদমাধ্যমকে শক্তিগড় থানার বাইরেই আটকে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, এর আগেও রবিবার ঘটনাস্থলে তদন্তে আসে ফরেন্সিক বিভাগের দুই সদস্য। তারাও ঘটনাস্থল থেকে গুলির খোল সহ বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। এই খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই সিট গঠন করেছে রাজ্য সরকার। সেদিনের ঘটনায় যারা যারা রাজুর ঝাঁর সাথে গাড়িতে উপস্থিত ছিলেন তাদেরকে বারবার জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারী অফিসাররা। আজও ডেকে পাঠানো হয়েছিল রাজু ঝাঁয়ের হোটেলের কর্মচারী অঙ্গেশ মিশ্রকে। যদিও সম্মান মাধ্যমে সামনে মুখ খুলতে চাননি হোটেলের কর্মচারী অঙ্গেশ মিশ্র। বারবার তিনি একটা কথাই বলেন, আমাদের মানসিক পরিস্থিতি ঠিক নেই। পরবর্তীকালে ক্যামেরার সামনে তিনি বলেন রাজু ঝাঁয়ের বাবার নামে একটু ভুল ছিল তাই আমাদের ডেকে পাঠানো হয়েছে। শক্তিগড়ে এই শুট আউটের ঘটনায় পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত তদন্তকারীদের। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এসে আবারও অভিযুক্তদের গাড়ি এবং রাজু ঝাঁর গাড়িতে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করা হয়। ইতিমধ্যেই রাজু ঝাঁয়ের এই শুট আউটের ঘটনায় উঠে এসছে বিভিন্ন রকম তথ্য। তাই বারবার তদন্তকারীরা পরীক্ষা করে দেখছেন। এই খুনের ঘটনায় ইতিমধ্যেই সিট গঠন করেছে রাজ্য সরকার। সেদিনের ঘটনায় যারা যারা রাজুর ঝায়ের সাথে গাড়িতে উপস্থিত ছিলেন তাদেরকে বারবার জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারী অফিসাররা।

বোনের শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে বাইকের ধাক্কায় দাদার মৃত্যু

তনুজ জৈন, মালদা, ৪ মার্চ ঃ বোনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। মৃত্যু দাদার। যদিও পরিবারের দাবি দুর্ঘটনা নয়, এটা খুন। সমগ্র ঘটনায় ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবারের লোকেরা। বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের। মর্মান্তিক বাইক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাত ৯টা নাগাদ মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভালুকা গামী রাজ্য সড়কে মহেন্দ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম আশুতোষ দাস ওরফে রাজু (৪৯),বাড়ি মহেন্দ্রপুর গ্রামে। বাইক চালকের নাম সামিম আক্তার ওরফে রিক্কি(১৮),বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সিমলা গ্রামে। ওই ব্যক্তির অকাল মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের লোকেরা। রাতেই হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বাইক চালক ও ঘাতক বাইকটিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। মৃতের পরিবারের সরাসরি অভিযোগ, মহেন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা আনজার আলি পরিকল্পিত ভাবে ভাড়াটে এক যুবককে নিজের বাইক দিয়ে রাজুকে বাইক দুর্ঘটনায় খুন করেছে। অভিযুক্ত যুবক সহ এই ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন মৃতের পরিবারের লোকেরা। অপরদিকে বাইক মালিক আনজার আলি জানান, তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন। রাজুর সঙ্গে তার কোনো শত্রুতা ছিল না। কারো উস্কানিতে এই ধরনের অভিযোগ করছেন তার বিরুদ্ধে। এদিন রাতে তার ছেলে লিটন আলী বাইক নিয়ে গ্রামে চায়ের দোকানে চা খেতে যায়। ইতিমধ্যে সিমলা গ্রামের এক বন্ধু তার ছেলের কাছ থেকে বাইকের চাবিটি জোর করে কেড়ে নিয়ে যায়। চাবি নেওয়ার ৫ মিনিট পরেই এই দুর্ঘটনার খবর শুনতে পান। এটা একটি দুর্ঘটনা। কোনো পরিকল্পিত খুন নয়। রাজুর পরিবার সূত্রে জানা যায়, দুই সপ্তাহ আগে রাজুর এক বোন মারা গেছেন। এদিন রাতে রাজু বোনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান থেকে রাস্তার একপাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। রিক্কি আলি নামে ওই যুবক বেপরোয়া গতিতে বাইক নিয়ে এসে রাজু দাসকে সজোরে ধাক্কা মারে। রাজু ১০ হাত দূরে ছিটকে পড়েন। স্থানীয়রা ছুটে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় রাজুকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যান। অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে ডাক্তারবাবুরা মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তর করে দেন। মালদা নিয়ে যাওয়ার পথেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বলে খবর। আরও জানা যায়, মৃত রাজু দাসের চার মেয়ে ও এক ছেলে। ছেলে ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মহেন্দ্রপুর গ্রামের বেশ কয়েকজন যুবক গ্রামের মধ্যেও বেপরোয়া গতিতে বাইক নিয়ে দাপাদাপি করে ঘুরে বেড়ায়। তাদেরকে বারবার বারণ করা সত্ত্বেও কোনো কর্নপাত করছে না। তাদের এই বেপরোয়া গতির কারনেই এক ব্যক্তির প্রাণ গেছে বলে দাবি। ওই অভিযুক্ত বাইক চালকের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন এলাকাবাসীও। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও কোনো লিখিত অভিযোগ করা হয়নি। অভিযোগ হলেই বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন।

দলত্যাগী তৃণমূল কর্মীদের সামাজিক বয়কটের ডাক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ এপ্রিল ঃ দলত্যাগী তৃণমূল কর্মীদের সামাজিক বয়কটের ডাক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সীর। মালদার কালিয়াচকের যদুপুরে প্রকাশ্য জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় দলত্যাগীদের সামাজিক বয়কটের ডাক দেন তৃণমূল বিধায়ক। তিনি বলেন, দশ বছর দলের সমস্ত কিছু ভোগ করল। আর দলের বিপদের সময় দল ছেড়ে পালিয়ে গেল। সত্যিকারের তৃণমূল থাকলে কেউ দলত্যাগ করত না। সত্যিকারের তৃণমূল থাকতো তাহলে পদের লোভে কংগ্রেসে নাম লেখাতো না। এদেরকে সমাজে বয়কট করতে হবে। যে পথে হাঁটবে ধিক্কার দিতে হবে। যে পথে চলবে মুখে থুতু ফেলবেন। এই আবেদন আপনাদের কাছে থাকছে। এদিন বক্তব্য রাখার সময় প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র কৌস্তভ বাগচিকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন মালতিপুরের তৃণমূল বিধায়ক। তিনি বলেন, কৌস্তভ বাগচী প্রথমবার তোমাকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এরপর এসে চোর চোর বললে বাটন চলবে তোমাদের ওপরে। মালদার মানুষ তোমাদের ছেড়ে কথা বলবে না। তুমি জেনে রাখো। কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক মুত্তাকিন আলম বলেন, জেলায় বিভিন্ন জায়গায় যোগদান কর্মসূচি চলছে। যারা যোগদান করছে তাদের বিভিন্ন ভাবে ভয় দেখানো হচ্ছে। তৃণমুলের জেলা সভাপতি বলছে বাটন দেওয়া হবে। আমরা অনেক দেখেছি বাংলায়। কেষ্ট মন্ডল অনেক বড় বড় কথা বলেছিলেন। আছ সেই কেষ্টবাবু এখন জেলে আছে। আর যিনি এখন এই কথাগুলো বলছেন আসল কথা হল তাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। আমরা দেখি মালদা জেলাজুড়ে প্রতিদিন পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে এই জন্য তারা পাগল হয়ে গেছে, ভুলভাল বকছে। এটাই হচ্ছে তাদের সংস্কৃতি। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তারা ভুলভাল কথা বলছেন। এটা নিয়ে আমাদের কোন ভয়ের কারণ নেই। আমরা বলছি মানুষ কিন্তু তাদের জবাব দেবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এরা একটা ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাইছে। কিন্তু বাংলার মানুষ, মালদার মানুষ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে এই তৃণমূলকে আমাদের উৎখাত করতেই হবে।

ইন্টারভিউ সম্পন্ন

বাঁকুড়া, ৪ এপ্রিল ঃ হাজারো বিতর্কের মাঝেও নিজেদের অবস্থানে অনড় বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পূর্ব নির্ধারিত সূচি মেনে মঙ্গলবার পদার্থ বিদ্যা বিভাগের 'অতিথি অধ্যাপক' নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হল। এদিন সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরন্দরপুরের মূল ক্যাম্পাসে আসেন কর্মপ্রার্থীরা। প্রসঙ্গত, গত ২৪ মার্চ বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে নিয়োগ সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। বিজ্ঞপ্তিতে পদার্থ বিদ্যার অতিথি অধ্যাপক নিয়োগের জন্য ন্যুনতম যোগ্যতা মাষ্টার ডিগ্রী, পি.এইচ.ডি অথবা নেট উত্তীর্ণ থাকা আবশ্যিক ঘোষণার পাশাপাশি প্রতি ক্লাস পিছু ৩০০ টাকা দেওয়ার কথাও জানানো হয়। বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টারের স্বাক্ষরিত সেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় বিতর্ক। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির তরফেও এবিষয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়। ইউজিসির গাইড লাইন মানা হচ্ছে না অভিযোগ তুলে বেতন বৈষম্য নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি 'সিভিক অধ্যাপক' নিয়োগের চেষ্টা হচ্ছে বলেও কেউ কেউ দাবি করেন। আর এবিষয়ে বিতর্কের শুরুর দিন থেকে 'স্পিকটি নট' বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এদিনও তার অন্যথা হল না। এর মধ্যেই নির্দিষ্ট সূচি মেনে শুরু হল নিয়োগ প্রক্রিয়া। 'চাকরির আকালে'র দিনে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে হাজির হলেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মাষ্টার ডিগ্রি, পিএইচডি অথবা নেট উত্তীর্ণরাও। তবে ঠিক কতো জন চাকরী প্রার্থী এদিন 'ইন্টারভিউ'তে অংশ নিয়েছেন জানা যায়নি। এবিষয়ে সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে নারাজ উপস্থিত চাকরী প্রার্থীরাও। আর এতো সবের মাঝেই এদিন বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে 'সিভিক অধ্যাপক' নিয়োগের বিরোধিতা করে বিক্ষোভ দেখাল এবিভিপি। অবিলম্বে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অচলাবস্থা দূর', 'সিভিক অধ্যাপক দিয়ে শিক্ষা দান মানছি না' ও রাজ্যের 'শিক্ষামন্ত্রীকে ধিক্কার' জানিয়ে লেখা পোষ্টার, ফেস্টুন নিয়ে বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারীরা।

ক্ষতিপূরণ চেয়ে কোলিয়ারীতে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৪ এপ্রিল ঃ ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভে বড়জোড়া ট্রান্সদামোদর খোলামুখ কয়লা খনির উৎপাদন ও কয়লা সরবরাহের কাজ সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। মঙ্গলবার ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা কোলিয়ারি গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখান। খনি লাগোয়া কৃষি জমিতে চাষের কাজ করার জন্য যেসব কৃষকরা শ্যালো পাম্প লাগিয়ে ছিলেন সেইসব পাম্প কোলিয়ারির মাটি জল কাদা ইত্যাদি আবর্জনা পড়ে মাটির তলায় চলে গেছে বলে দাবি ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের। ক্ষতিগ্রস্ত শ্যালোগুলির জন্য ২৫ হাজার টাকার দাবী জানান তারা। ইতিমধ্যে ২২ জন চাষিকে শ্যালোর জন্য ১০ হাজার করে টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ। কিন্তু যারা শাসক বিরোধী চাষি তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে গত ২৫ মার্চ সিপিএম ঘনিষ্ঠ চাষিরা কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়ে ডেপুটেশন দিয়েছিলেন। তারা দাবি করেছিলেন ৩১ মার্চের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই খোলামুখ খনির দায়িত্বে রয়েছে রাজ্য সরকারের দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড। সেদিন ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেওয়া হলেও প্রতিশ্রুতি মতো ৩১ মার্চের মধ্যে তা না পেয়ে মঙ্গলবার সিপিএম বড়জোড়া এরিয়া কমিটির সম্পাদক সুজয় চৌধুরীর নেতৃত্বে তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে কোলিয়ারির কাজ বন্ধ করে দিলেন। সুজয় চৌধুরী বলেন, এইসব চাষিরা বিরোধী রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করেন বলেই তাদের ন্যাহ্য ক্ষতিপূরণটুকুও পাবেন না। অথচ আমাদের কাছে খবর আছে যে ২২ জনকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছেন যার কোনো ক্ষতিই হয়নি। আমরা দাবি করেছি ওই ২২ জনের তালিকা প্রকাশ করতে হবে এবং যারা এখনও ক্ষতিপূরণ পাননি অবিলম্বে তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তা নাহলে আমরা কোলিয়ারির কাজ বন্ধ করে দেব। এর জন্য যদি কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে তাহলে কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ ও জেলা প্রশাসন দায়ী থাকবেন। কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষকে শ্যালো পাম্পের ক্ষতিপূরণ চেয়ে আবেদন করেন এলাকার কৃষকরা। কৃষকদের অভিযোগ কর্তৃপক্ষ কিছু ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়েছেন কিন্তু তাদের অধিকাংশই ক্ষতিগ্রস্ত হননি। কৃষক নেতা সন্তোষ খাঁ, সাগর শিট বলেন, শুধু শ্যালো পাম্পের ক্ষতিই হয়নি, পুরো তিন ফসলি জমিই মাটি ও আবর্জনা পড়ে অকৃষিতে পরিনত হয়েছে। তাদের অভিযোগ, কর্তৃপক্ষ বড়জোড়ার বিধায়কের দেওয়া তালিকা অনুযায়ী কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। তারা দাবি করেন, যে সব জমির ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ না দিলে আমরা কোলিয়ারির কোনও কাজ করতে দেব না। এ প্রসঙ্গে বিধায়ক অলক মুখার্জি বলেন, আমার বিধানসভা কেন্দ্রের প্রত্যেকটি নাগরিকই আমার আপনজন। শাসক বিরোধী বলে কোনো অভিধান আমার কাছে নেই। প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত চাষি যাতে ক্ষতিপূরণ পায় তার জন্য কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। অলক মুখার্জি বলেন কেউ বঞ্চিত হবে না। এটা নিয়ে সিপিএম নাটক করছে। ৩৪ বছর ধরে যে বন্ধ্যা রাজনীতি করে এসেছে এখন আর তা চলবে না। কোনও ভাবেই কোলিয়ারির কাজ বন্ধ করা যাবে না। এবিষয়ে খনি কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

চাকরি দেওয়ার দাবীতে জেলাশাসককে ডেপুটেশন

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৪ এপ্রিল ঃ হাতির হানায় মৃতের পরিবারের ১ জনকে চাকরির প্রতিশ্রুতি থাকলেও এখনও চাকরি মেলেনি বহু পরিবারে। তাদের চাকরি দেওয়ার দাবিতে মঙ্গলবার জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল জেলার হাতি সমস্যা সমাধানের জন্য গড়ে ওঠা সংগঠন সংগ্রামী গণমঞ্চ। সংগঠনের সভাপতি পূর্ণেন্দু সরকার বলেন গত ২ দশকে জেলায় বুনো হাতির উপদ্রব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ে মাঠের ফসল যা নষ্ট হয়েছে তার কোনো হিসেব নেই। বাড়ি ঘর ভেঙেছে কয়েক হাজার। ১৫০ জনের অধিক মানুষের জীবন চলে গেছে। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জেলার গরিব মানুষের প্রাণহানির সংখ্যা দেখে অত্যন্ত সহানুভূতিশীল হয়ে ঘোষণা করেন মৃতের পরিবারের ১ জনকে বন দফতরে স্থায়ী চাকরি দেওয়া হবে। সেইমত এখনও পর্যন্ত ৫৮ জনকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। বাকিদের এখনও কোনও ব্যবস্থা হয় নি। সংগঠনের জেলা সম্পাদক শুভ্রাংশু মুখার্জি জানান, হাতির হানায় মৃত পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করা হলেও কি কারনে চাকরি দেওয়া বন্ধ রয়েছে তা আমরা বুঝতে পারছি না। বহু পরিবারের একমাত্র ব্যক্তির প্রাণ কেড়ে নিয়েছে বুনো দাঁতাল বাহিনী। সেইসব পরিবারের সংসার কিভাবে চলছে তার খোঁজ বন দফতর বা জেলা প্রশাসন কেউ খবর রাখেনি। এদিন জেলা শাসক কে রাধিকা আইয়ার নিজে ডেপুটেশন নিয়ে স্মারকলিপিটি গ্রহণ করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

লামডিং ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজগুলি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: [illegible] ২০২২-২৩, তারিখ ৩১-০৩-২০২৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: ক্রনং-১। টেন্ডার নং: ইএল/এলএম/২২-২৩/৩৫; কাজের নাম: অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে লামডিং রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন উন্নয়নের সাথে যুক্ত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য: [illegible] টাকা; বায়না মূল্য: [illegible] টাকা। ক্রনং-২। টেন্ডার নং: ইএল/এলএম/২২-২৩/৩৬; [illegible] ক্রনং-৩। টেন্ডার নং: ইএল/এলএম/২২-২৩/৩৭; [illegible] ক্রনং-৪। টেন্ডার নং: ইএল/এলএম/২২-২৩/৩৮; [illegible] উপরের সমস্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২৪-০৪-২০২৩ তারিখে ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৪-০৪-২০২৩ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

লামডিং মণ্ডলে সহযোগী টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার নং. এসএনটি-৩৬-এলএমজি-২০২২-২৩ তারিখ ৩১-০৩-২০২৩। নিম্নে স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের হেতু ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নাম: [illegible] লামডিং অফিসের অধীনে [illegible] এবং নিউ [illegible] স্টেশনে অমৃত ভারত স্টেশন যোজনার সঙ্গে সম্পর্কিত সহযোগী টেলিকম কাজ। টেন্ডার রাশি: [illegible] টাকা। বায়না রাশি: [illegible] টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়: ২৪-০৪-২০২৩ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে- ২৪-০৪-২০২৩ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

ডিএসটিই, লামডিং

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

Bidhannagar Municipal Corporation

NIT No 02/PWD/BMC (4th Call), Date - 04.04.2023

e-Tender has been invited for Construction of concrete road, Box Drain and kerb stone at different location in ward no. 21, 22, 23, 24, 33, 35, 36, 38, 41 under BMC (Pathasathi Samathan Scheme).

For details, please follow, Tender Id 2023_MAD_502938_1 and 14 in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board. i) Last date of Bid submission - 15/04/2023 up to 3.00 p.m.

Executive Engineer

Bidhannagar Municipal Corporation

Notice Inviting E-Quotation

E-NIQ-05/2022-23 vide memo no. 669/BNK/BCW Dt. 30-03-2023 By Project Officer-cum-District Welfare Officer, BCW & TD, Bankura. Details may be seen at office notice board of the undersigned.

Sd/-

Project Officer-cum-District Welfare Officer

BCW & TD, Bankura.

Abridged NIQ

The Executive Engineer-II, Joynagar Irrigation Division, I&W Dte. has invited 1 (one) No. quotation against **NIQ No. - O1/EE-II/JOY of 2023-24** for Supply of 1 (one) No. Non-AC Diesel Motor Cab for his official use Purpose, from the eligible outside bonafide contractors. Last date of receiving application - **11.04.2023 upto 17:00 hrs.** Other details may be available from the office of the undersigned during office hours on any working days & website : **www.wbiwd.gov.in**

Sd/-Executive Engineer-II

Joynagar Irrigation Division

I&W Dte. South 24 Parganas

Abridges NIQs

O/o the Exe. Engineer Jhargram Electrical Division, PWDte.

WBPWD/EE/JED/NIQ1/2023-24

Bid submission Last Dates: **07/04/2023 up to 2pm**

For details,follow **www.pwdwb.in** or visit the office.

Office of the Kantbari Gram Panchayat

Vill: Agrada Purusottampur, PO: Agarda, Dist: Bankura (WB)

Block: Onda, PS: Onda

Kantabari Gram Panchayat has invited ONE(01) No of **NIeT on 04/04/2023 Vide NIeT No: 01/2023-24 RELIEF/KGP, Vide Memo no 191/Relief/KGP Dated 04/04/2023** Scheduled to be open on **17/04/2023** and last date of Submission is on **12/04/2023 (up to 6.30 P.M).** For more details please visit on:- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan

Kantabari Gram Panchayat

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং. এজিসি-ইএলজি-টি-২২আর২-২০২২-২৩ তারিখ ঃ ২৯.০৩.২০২৩

ই-টেন্ডারিং নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনি. ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (সাধারণ) উত্তর মধ্য রেলওয়ে, আগ্রা আহ্বান করছেন ''ওপেন টেন্ডার'' অনলাইন মাধ্যমে (ই-টেন্ডারিং) উল্লেখিত কাজের জন্য।

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	এজিসি-ইএলজি-টি-২২আর২-২০২২-২৩
১	কাজের নাম সঙ্গে স্থান ও সম্পাদন করার মেয়াদ	আগ্রা ফোর্ট-টুন্ডলা ও রাজা কি মান্ডি-যমুনা ব্রিজ-বিদ্যুতের কাজ বন্দোবস্ত এফওবি সঙ্গে র‍্যাম্প এবং প্ল্যাটফর্ম অংশে আরএল / এমএল থেকে হাই লেবেল পর্যন্ত ই ক্যাটাগরি স্টেশনে। সম্পাদনের মেয়াদ ঃ ০৮ মাস।
২	আনুমানিক মূল্য কাজের	₹ ৩১৬৭৫৪৮.৪৭

বিস্তারিত তথ্যাবলী এবং দরপত্র জমা করতে দয়াকরে দেখুন ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in। টেন্ডার কেবলমাত্র জমা করা যাবে www.ireps.gov.in ওয়েব পোর্টাল মাধ্যমে ২৬.০৪.২০২৩ বেলা ১৬.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। 487/23(K)

North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

NIET No: WB/HZP/BAG-I/NIET-20/2022-23 dated: 04.04.2023

Following e-tender notice regarding Various Civil Work at Schools under Bagnan-I Dev Block area, has been published as per NIET referred above. Details are available in **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer

Bagnan-I Panchayat Samity

Bagnan, Howrah

CHATUMADAR GRAM PANCHAYAT OFFICE

VILL .& P.O. – CHATUMADA, P.S. - HURA, DIST. - PURULIA

CHATUMADAR GRAM PANCHAYAT

NOTICE FOR INVITING TENDER

1. E-Tenders are invited by the undersigned from eligible Contractors having 50% Credential of similar type of works for 04 nos. Of schemes **(15th FC) (WB/CGP/NITe-01/2023-24)** to be constructed at different places under Chatumadar Panchayat. For details the contractors may visit to the office of the Chatumadar Gram Panchayat.

1	Date of uploading of NIT Tender Documents (online) (Publishing date)	04.04.2023at 10.30 am
2	Document download start date (online)	04.04.2023 from 10.30 am
3	Document download closing date (online)	13.04.2023 up to 05-00 pm
4	Both Technical and financial bid submission starting date (online)	04.04.2023 from 10.30 am
5	Both Technical and Financial bid submission closing date (online)	13.04.2023 up to 05-00 pm
6	Date of opening of Technical Proposals (online)	17.04.2023 from 11-00 am
7	Date of uploading of list of Technically qualified bidders (online)	After the Technical Evaluation by the Tender Committee.

S/D- Pradhan

Chatumadar Gram Panchayat

Office of The Krishnapur Gram Panchayat

Vill-Krishnapur, PO-Krishnapur, Kaliachak-III Dev. Block, Malda

NIT No:- 05/KGP/2023 Dated:- 04-04-2023

(Memo No-300/KGP/2023 Dated:- 04-04-2023)

1. Date & Time of Application: **04.04.2023 to 10.04.2023 upto 3:30 pm.** Date & Time for issuing tender paper: **11.04.2023 upto 2:00 pm.** Date & Time for droping tender paper (in the office chember of Prodhan, Krishnapur GP): **12.04.2023 upto 2:30 pm.** Date of opening (in the office chember of Prodhan, Krishnapur GP): **12.04.2023 upto 3:30 pm.**

Sd/- Prodhan

Krishnapur Gram Panchayat

Office of The Krishnapur Gram Panchayat

Vill-Krishnapur, PO-Krishnapur, Kaliachak-III Dev. Block, Malda

NIT No:- 06/KGP/2023 Dated:- 04-04-2023

(Memo No-301/KGP/2023 Dated:- 04-04-2023)

1. Date & Time of Application: **04.04.2023 to 10.04.2023 upto 3:30 pm.** Date & Time for issuing tender paper: **11.04.2023 upto 2:00 pm.** Date & Time for droping tender paper (in the office chember of Prodhan, Krishnapur GP): **12.04.2023 upto 2:30 pm.** Date of opening (in the office chember of Prodhan, Krishnapur GP): **12.04.2023 upto 3:30 pm.**

Sd/- Prodhan

Krishnapur Gram Panchayat

TARAKESWAR MUNICIPALITY

e-Tender Notice

The Chairman, Tarakeswar Municipality invites of e-tender of the following tender ID of Development works under Tarakeswar Municipality:

Sl. No	Tender for	e-Bid submission start date	e-Bid submission end date	Technical Bid Opening date
1	2023_MAD_503231_1	05.04.23	25.04.23	27.04.23
Maintenance work of street light of Tarakeswar Municipality				
1	2023_MAD_503254_1	05.04.23	17.04.23	19.04.23
High mast & Street Light of Tarakeswar Municipality (Green City Mission)				
1	2023_MAD_503272_1	05.04.23	25.04.23	27.04.23
2	2023_MAD_503272_2	05.04.23	25.04.23	27.04.23

Details information will be available from the website- **http://wbetenders.gov.in**

Sd/-Chairman

Tarakeswar Municipality

আর সি এ লিমিটেড

১০, মিডলটন রো, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭১

CIN: U10200WB1899PLC000255 COR: 05.02683

ই-মেলঃ rcaltd@rediffmail.com

(সার্কুলার নম্বর ডিএনবিএস (পিডি) সিসি নং ৬৩/ ০২.০২/ ২০০৫-০৬, তারিখ ২৪-০১- ২০০৬ অনুযায়ী, সাথে পড়তে হবে সার্কুলার নং. ডিএনবিএস (পিডি) সিসি নং ১৮৯/ ০৩.০২.০০১/ ২০১০-১১ তারিখ ০১-০৭-২০১০ এবং সার্কুলার নং ডিএনবিআর (পিডি) সিসি নং ০৬৫/ ০৩.১০.০০১/ ২০১৫-১৬ তারিখ ০৯-০৭-২০১৫)

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে আরসিএ লিমিটেড (কোম্পানি) কোম্পানি আইন ১৮৮২ অধীনে নিগমিত (CIN: U10200WB1899PLC000255) এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে (Regn. No. 05.02683) নন-বি-আমানত গ্রহণের জন্যনিবন্ধিত ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানি (এনবিএফসি), যার নিবন্ধিত অফিস ১০, মিডলটন রো, কলকাতা ৭০০০৭১, ভারতে অবস্থিত, যেখানে শ্রী সুরভীত ডাবিরওয়ালা এবং শ্রীমতি ইয়ামিনী ডাবিরওয়ালা, বিদায়ী শেয়ারহোল্ডাররা (''আউটগোয়িং শেয়ারহোল্ডার'') ৪,৮৭,৭৭৪ টি ইক্যুইটি শেয়ার (মোট ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের ৩৮.৭১ শতাংশ এবং ১,৩১,৮৪২ ইক্যুইটি শেয়ার (মোট ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের ১০.৪৬ শতাংশ হচ্ছে) যথাক্রমে, আইজিই (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড (IGE) এর পক্ষে তাদের সমগ্র শেয়ারেহোল্ডিং ডিভিস্ট করতে আগ্রহী , যা কোম্পানির একটি বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডার এবং সেই শেয়ারগুলি অর্জন করতে চায়। বিদায়ী শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে এই ধরনের শেয়ার কেনার পর, IGE কার্যকরভাবে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের ৭৪.৪৩ শতাংশ মালিক হবে।

যেহেতু, শ্রী দীপক কুমার আজমেরা (ডিআইএনঃ ০৬৭৭১৩১৩) ('প্রস্তাবিত পরিচালক') পদত্যাগকারী পরিচালক শ্রী শম্ভু কুমার জৈন (ডিআইএনঃ ০২৩৯০৩৭১) ('বিদায়ী পরিচালক') এর জায়গায় কোম্পানির একজন পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হবেন) প্রস্তাবিত পরিচালক হিসাবে এনবিএফসি সহ বিভিন্ন কোম্পানিতে প্রায় ১৫ বছরের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং অর্থ ও বিনিয়োগের ব্যবসায় গভীর আগ্রহ রয়েছে। সম্প্রসারণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে, কোম্পানিটি NBFC সেক্টরে তার উপস্থিতি বাড়াতে চায়।

কোম্পানি ইতিমধ্যেই ২১ মার্চ, ২০২৩ তারিখের চিঠি নং KOL.DoS.RSG.No./ 2822/08.02.400/2022-23-এর মাধ্যমে RBI, কলকাতা থেকে শেয়ারহোল্ডিং এবং পরিচালনায় পরিবর্তনের জন্য পূর্ব অনুমোদন পেয়েছে। কোম্পানিটি একটি নন-ডিপোজিট গ্রহণকারী এনবিএফসি এবং জনসাধারণের কাছ থেকে কোনো আমানত গ্রহণ করতে চায় না। এই বিষয়ে কোন স্পষ্টীকরণ বা অনুসন্ধান কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ (তিরিশ) দিনের মধ্যে সুদের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে, যদি থাকে। এই পাবিলক নোটিশ কোম্পানি, বিদায়ী শেয়ারেহোল্ডার, আইজিই, বিদায়ী পরিচালক যৌথভাবে জারি করা হচ্ছে এবং প্রস্তাবিত পরিচালক।

কোম্পানির পক্ষ থেকে

এবং

বিদায়ী শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষ থেকে

এবং

IGE-র পক্ষে

এবং

বিদায়ী পরিচালক ও প্রস্তাবিত পরিচালকদের পক্ষে

স্থানঃ কলকাতা

তারিখ ঃ ০৫/ ০৪/ ২০২৩

ফরচুন ক্যাপিটাল হোল্ডিং প্রাইভেট লিমিটেড

রেজি. অফঃ ১৬, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০০১

CIN: U65990WB2009PTC136131 COR: N.05.06861

ই-মেলঃ fortunecapital2009@gmail.com

(সার্কুলার নম্বর ডিএনবিএস (পিডি) সিসি নং ৬৩/ ০২.০২/ ২০০৫-০৬, তারিখ ২৪-০১-২০০৬ অনুযায়ী, সাথে পড়তে হবে সার্কুলার নং ডিএনবিএস (পিডি) সিসি নং ১৮৯/ ০৩.০২.০০১/ ২০১০-১১ তারিখ ০১-০৭-২০১০ এবং সার্কুলার নং ডিএনবিআর (পিডি) সিসি নং ০৬৫/ ০৩.১০.০০১/ ২০১৫-১৬ তারিখ ০৯-০৭-২০১৫)

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ফরচুন ক্যাপিটাল হোল্ডিং প্রাইভেট লিমিটড (কোম্পানি), কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানি যার CIN: U65990WB2009PTC136131 রয়েছে এবং RBI-এর সাথে শংসাপত্র নম্বর N.05.06861 নন- অ্যাড- পজিটিভং হিসাবে নেওয়া হয়েছে কোম্পানি (এনবিএফসি), যার মাধ্যমে কোম্পানির সমস্ত বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডাররা তাদের সমগ্র শেয়ারহোল্ডিং এলপ্রো ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ('প্রস্তাবিত শেয়ারহোল্ডার') এর পক্ষে ভাগ করতে চায় যারা এই শেয়ারগুলি অর্জন করতে চায়। বর্হিগামী শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে এই ধরনের শেয়ার কেনার পর, প্রস্তাবিত শেয়ারহোল্ডার কোম্পানির ইকুইটি শেয়ার মূলধনের ১০০ শতাংশ মালিক হবেন।

যেহেতু, শ্রী শুভাশিস মুখার্জী (ডিআইএন ঃ ০৫৩৩৫৭০৬) ('বিদায়ী পরিচালক'), কোম্পানির পরিচালক পদ থেকে পদত্যাগ করতে চান এবং শ্রী সুনীল কানওয়ার চাঁদ খান্ডেলওয়াল (ডিআইএন ঃ ০২৫৪৯০৯০), শ্রী রাজেন্দ্র কুমার নাহাটা (ডিআইএন ঃ ০০৫৬৮৬৬৮) এবং শ্রী দীপক কুমার সিশরণ সিং (ডিআইএন ঃ ০৭৫১২৭৬৯) ('প্রস্তাবিত পরিচালক') কোম্পানির নতুন পরিচালক হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে। পরিচালক পদে এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে শুধুমাত্র কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন হবে।

এছাড়াও, কোম্পানি ইতিমধ্যেই ২৩ মার্চ, ২০২৩ তারিখের KOL.DoS.RSG.No.S. / ২৮৪৩ ০৮.০২.৪০০/ ২০২২-২৩, ২৩ মার্চ, ২০২৩ তারিখের চিঠির মাধ্যমে আরবিআই, কলকাতা থেকে ব্যবস্থাপনা এবং শেয়ারহোল্ডিং পরিবর্তনের জন্য পূর্ব অনুমোদন পেয়েছে। কোম্পানিটি একটি নন-ডিপোজিট গ্রহণকারী এনবিএফসি এবং জনসাধারণের কাছ থেকে কোনো আমানত গ্রহণ করতে চায় না। এই বিষয়ে কোন স্পষ্টীকরণ বা অনুসন্ধান কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ (তিরিশ) দিনের মধ্যে সুদের প্রকৃতি এবং আপত্তিকর কারণ উল্লেখ করে, যদি থাকে। এই গণবিজ্ঞপ্তি কোম্পানি, বিদায়ী শেয়ারহোল্ডার, প্রস্তাবিত শেয়ারহোল্ডার, বিদায়ী পরিচালক এবং প্রস্তাবিত পরিচালকদের দ্বারা যৌথভাবে জারি করা হচ্ছে।

কোম্পানির পক্ষ থেকে

এবং

বিদায়ী শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষ থেকে

এবং

প্রস্তাবিত শেয়ারহোল্ডারের পক্ষে

এবং

বিদায়ী পরিচালক ও প্রস্তাবিত পরিচালকদের পক্ষে

স্থানঃ কলকাতা

তারিখঃ ০৫/০৪/২০২৩

সিডিউল ১

ফর্ম এ

জনস্বার্থে সূচনা

(রেগুলেশন ১৪ ইনসলভেন্সি এবং ব্যাঙ্ক খেলাপি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (স্বেচ্ছায় তরলীকরণ প্রক্রিয়া) রেগুলেশান, ২০১৭)

ধাতারিয়া ইনভেস্টমেন্ট প্রা.লি.-এর স্টেকহোল্ডারদের মনোযোগ আকর্ষিত করা যায়

১.	কর্পোরেট পার্সনের নাম	ধাতারিয়া ইনভেস্টমেন্ট প্রা.লি.
২.	কর্পোরেট পার্সনের নিগমভুক্তির তারিখ	২৯.১১.১৯৯৪
৩.	কর্পোরেট পার্সন যে সংস্থার অধীনে নিগমভুক্ত হয়েছেন	রেজিস্টার অফ কোম্পানি, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার	U67120WB1994PTC066204
৫.	রেজিস্টার অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি থাকে) তার ঠিকানা	২৭ আমারতলা স্ট্রিট, কলকাতা, প.ব. ৭০০০০১
৬.	কর্পোরেট পার্সনের তরলীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার তারিখ	০৩.০৪.২০২৩
৭.	তরলীকারকের নাম, ঠিকানা, ইমেল ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার এবং রেজিস্ট্রেশান নাম্বার	নাম ঃ শ্রী দীপক কুমার জৈন রেজিস্ট্রেশান নাম্বার ঃ IBBI/IPA-001/IP-P02284/2020-2021/13507 ঠিকানা ঃ পূর্নিমা, ডি-৩৫৬/৫, টেগোর নগর, রাইপুর, ছত্তিশগড়-৪৯২০০১ ইমেল ঃ deepak1760@yahoo.com মোবাইল ঃ +91 9826250720
৮.	দাবী জমার শেষ তারিখ	০৩.০৫.২০২৩

আরও বিজ্ঞাপিত করা যায় যে **ধাতারিয়া ইনভেস্টমেন্ট প্রা.লি.** স্বেচ্ছায় তরলীকরণ শুরু করেছে ০৩.০৪.২০২৩ থেকে।

ধাতারিয়া ইনভেস্টমেন্ট প্রা.লি.-এর স্টেকহোল্ডারদের জানানো হচ্ছে নিজেদের দাবীর নথিপত্র দাখিল করতে ০৩.০৫.২০২৩ এর পূর্বে, ৭ নং. সারণীতে উল্লেখিত তরলীকারকের ঠিকানায়।

আর্থিক ঋণদাতারা অবশ্যই জমা করবেন নিজেদের দাবীর নথিপত্র ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে।

বাকি স্টেক হোল্ডাররা জমা করতে পারেন নিজেদের দাবীর নথিপত্র স্বহস্তে, পোস্টের মাধ্যমে বা ইলেকট্রনিক উপায়ে। ভুয়ো বা ভ্রান্তিমূলক নথি জমা করলে জরিমানা হতে পারে।

স্বা /-

দীপক কুমার জৈন

সমাধান আধিকারিক

তারিখ ঃ ০৪.০৪.২০২৩

স্থান ঃ কলকাতা

IBBI REGN. NO. : IBBI/IPA-001/IP-P02284/2020-2021/13507

সিবিআই অন্যতম শ্রেষ্ঠ তদন্তকারী সংস্থা স্বীকৃতি মোদির

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আমজনতার সিবিআইয়ের ওপরে ভরসা করে

দুরন্ত বার্তা, বিশেষ প্রতিবেদক ঃ এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সিবিআইকে জনতার প্রধান ভরসাস্থল বলে নিশানা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানান দিন দুয়েক আগে তাঁর ভাবমূর্তি খারাপ করতে সুপারি দেওয়া হয়েছিল। এবারে তিনি পরিস্কার করে বলতে শুরু করে দিলেন যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আমজনতার সিবিআইয়ের ওপরে ভরসা করে বলেই ওই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভাবমূর্তি নষ্ট করে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। মোদি জামানায় বিরোধী দলের নেতাদের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সিবিআই এবং ইডিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে আদালতে চোদ্দটি মামলা করা হয়েছে। সিবিআইয়ের হীরক জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সিবিআই অফিসারদের সামনে পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন, কোথাও ইতস্তত করার দরকার নেই। থামার দরকার নেই। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির কোনও খামতি নেই। প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে যাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে তারা প্রবল ক্ষমতাবান। বছরের পর বছর ধরে তারা ক্ষমতায় আসীন ছিলেন। অনেক রাজ্যে এখন তারা ক্ষমতার অংশীদার। এরা একটা ইকোসিস্টেম বা দুর্নীতির বস্তুতন্ত্র তৈরি করে ফেলেছে। এই ইকোসিস্টেম তাদের বেআইনী কাজ ঢাকতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ভাবমূর্তিকে খারাপ করা লক্ষ্যে সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। তদন্তকারী সংস্থাকে এখন নিশানা করা হচ্ছে। সিবিআই মঞ্চে উপস্থিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী ইউপিএ সরকারের আমলে কীভাবে দুর্নীতি হতো তার উল্লেখ করেছেন। ইউপিএ জমানায় একের পর এক দুর্নীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। এদিকে বিরোধী দলের নেতারা অভিযোগ করতে শুরু করেছেন যে সরকারি সংস্থার মঞ্চে নিজের রাজনৈতিক স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এই রকম বক্তব্য রাখা যায় না। প্রধানমন্ত্রী বলতে শুরু করেছেন স্বাধীনতার পর দুর্নীতিকে দমন করার পরিবর্তে জিইয়ে রাখা হয়েছিল। মোদি দেশের সমস্ত সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। কংগ্রেস নেতারা অভিযোগ করতে শুরু করেছে যে অন্য দল থেকে বিজেপিতে যোগ দিলে তার সব অভিযোগ ধামা চাপা পড়ে যায়। তাদের সিবিআই ইডি শুরু করে দিয়ে গিয়েছিল তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কিছুই বলেননি। আদানি কাণ্ডে সিবিআই তা দূরের কথা জেপিসি তদন্তে রাজি হচ্ছেন না মোদি সরকার। প্রধানমন্ত্রী এদিন তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে ছাড়েননি। তিনি উল্লেখ করেছেন, ভাই-ভাইপোবাদ এবং পরিবারবাদ নিজের থাবাকে শক্ত করছে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। দুর্নীতির ফলে তরুণদের স্বপ্ন নষ্ট হচ্ছে। তারা সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে না। মোদির জামানায় গণতন্ত্র বিপদের মুখে পড়ে গিয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠতে শুরু করে দিয়েছে তার উত্তর দিতে গিয়ে প্রধামন্ত্রী মোদি বলেছেন, দুর্নীতি গণতন্ত্র এবং ন্যায়ের রাস্তার সবচেয়ে বড় বাধা। ন্যায়কে এবং গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের দ্বারা ৬৪টি এলএইচবি রেককে এইচওজি অনুবর্তী হিসেবে নির্মাণ

মালিগাঁও, ০৪ এপ্রিলঃ ভারতীয় রেলওয়ের সমস্ত লিংক হফমেন বুশ (এলএইচবি) কোচের ট্রেনগুলিতে হেড অন জেনারেশন (এইচওজি) প্রযুক্তি গ্রহণ করার সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য অনুযায়ী উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই নতুন প্রযুক্তি রানিং এসি ট্রেনের শক্তি মূল্য হ্রাস করার পাশাপাশি আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পরিস্কার পরিবেশ প্রদানেও সাহায্য করবে। বর্তমানের এলএইচবি (লিংক হফমেন বুশ) কোচগুলিকে দুটি পাওয়ার কারের সাথে অন এন্ড অন জেনারেশন (ইওজি) সিস্টেমে চালানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্যে দুদিকে দুটি ডিজি সেট স্থাপন করা আছে। এলএইচবি কোচে বিদ্যমান দুটি জেনারেটরের স্থান নিবে নতুন এইচওজি প্রযুক্তি। এই নতুন সিস্টেমে প্যান্টোগ্রাফের মাধ্যমে ওভারহেড পাওয়ার লাইন থেকে ট্রেনের ইঞ্জিনে পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া হয়, যা ট্রেনের লাইটিং, এয়ার কন্ডিশনিং, ফ্যান ও বিদ্যুৎ সরবরাহের মাধ্যমে চলা অন্যান্য উপকরণের জন্য ট্রেনের কামরাগুলিতে বিতরণ করে। যেহেতু সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অংশকে রেলওয়ে বৈত্যুতিকীকরণের জন্য অনুমোদন জানানো হয়েছে, তাই এন. এফ. রেলওয়ের পুরোনো এলএইচবি কোচের ট্রেনগুলিকে অনুবর্তী হিসেবে তৈরি করতে বিভিন্ন ডিপোতে পবিবর্তন করা হচ্ছে। পূর্ববর্তী বছরে (যথা ২০২১-২২) ২৭টি ট্রেনের ৫৭টি রেকের তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ৩১টি ট্রেনের ৬৪টি রেক এইচওজি অনুবর্তী হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। শক্তি উৎপন্ন উপকরণের সংখ্যা হ্রাস, লো মেঃটানেন্স ও ট্রেনের ওজন কম হওয়ায় নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে যে পাওয়ার জেনারেটর কার ব্যবহার করা হচ্ছে তা ঘণ্টা প্রতি প্রায় ১০০ লিটার ডিজেল খরচ করে, তাই চলাচলের সময় ব্যাপক শব্দ, ধোঁয়া নির্গমনের পাশাপাশি পরিচালনার ব্যয়ও যথেষ্ট। এই নতুন এইচওজি প্রযুক্তিতে পরিবর্তনের ফলে ফুয়েল বিল ব্যাপকভাবে সাশ্রয় হবে, যার ফলে ফুয়েল আমদানি করার জন্য মূল্যবান বিদেশী মুদ্রারও সাশ্রয় হবে। বর্তমানে ডিজেলের মাধ্যমে প্রতি ইউনিট পাওয়ারের ব্যয় হয় প্রায় ২২ টাকা এবং এইচওজি প্রযুক্তির ফলে এই হবে প্রতি ইউনিট ৬ টাকা। এছাড়াও প্রত্যেকটি ডিজেল জেনারেটর প্রতি বছর প্রায় ১৭২৪.৬ টন সিও ২ এবং ৭.৪৮ টন গন্স উৎপন্নের দ্বারা বায়ু দূষণ করার পাশাপাশি ১০০ ডিবি শব্দ উৎপন্নও করে। নতুন এইচওজি প্রযুক্তির ফলে শব্দহীনতার পাশাপাশি শূন্য সিও ২ এবং গন্স নির্গমন হবে। এই ধরনের দুটি জেনারেটর কারের স্থানে জরুরী কাজে ব্যবহারের জন্য একটি স্ট্যান্ডবাই সাইলেন্ট জেনারেটর কার থাকবে। অন্য দুটি জেনারেটর কারের স্থানে এলএসএলআরডি (এলএইচবি সেকেন্ড লাগেজ, গার্ড ও দিব্যাঙ্গ) কোচ থাকবে।

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

২০৩০ সাল নাগাদ মানুষ অবিনশ্বর জীবন অর্জন করবে ঃ কার্জউইল ভবিষ্যদ্বাণী

শরীরের নশ্বরতা থেকেও কি মুক্তি পেতে পারে মানুষ?

'জন্মিলে মরিতে হবে', এই সত্য'টা সকলেই প্রায় বিশ্বাস করে থাকেন। এর থেকে মুক্তি পেতে মানুষ আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করেছে। সেই আদিকাল থেকে মানুষ এই বিশ্বাস নিয়েই বেঁচে রয়েছে। তাই উপনিষদ থেকে গীতা, পুরাণ থেকে দর্শন অমরত্বের সন্ধান করতে দেখতে পাই। পরশুরাম, হনুমানের মতো পৌরাণিক চরিত্র অমরত্বের বর পেয়েছেন। আবার অশ্বত্থামার কাছে সেই অমরত্বই হয়ে উঠেছে অভিশাপ! যদিও অমৃত তথা অমরত্বের ধারণা সবক্ষেত্রে সমান নয়। এখন প্রশ্ন হল, শরীরের নশ্বরতা থেকেও কি মুক্তি পেতে পারে মানুষ? সোজা ভাষায় মানুষ আর মরবে না। সবচেয়ে কঠিন ব্যধি থেকেও সেরে উঠবে। তার বুড়ো হওয়া আচমকা থমকে যাবে, ২০৩০ সালের মধ্যে নাকি যুগান্তকারী সেই সক্ষমতায় পৌঁছাতে চলেছে মানব সভ্যতা! এমনটাই দাবি করেছেন গুগলের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়র তথা বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তিবিজ্ঞানী রে কার্জউইল। রে কার্জইউলের ভবিষ্যদ্বাণী উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ ৭৫ বছর বয়সি এই মানুষটি প্রথিতযশা বিজ্ঞানী। ১৯৯৯ সালে প্রযুক্তি বিজ্ঞানে বিরাট অবদানের জন্য পেয়েছেন ন্যাশনাল মেডেল অফ টেকনোলজি সম্মান। তাছাড়া তাঁর প্রযুক্তি সংক্রান্ত একাধিক ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন, ১৯৯০ সালে কার্জউইল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, বিশ্বের সেরা দাবা খেলোয়াড়ও ২০০০ সালের মধ্যে কম্পিউটারের কাছে পরাজিত হবে। ১৯৯৭ সালে তা সত্য হয়। গ্যারি কাসপারভকে পরাজিত করে ডিপ ব্লু নামের কম্পিউটার। নিজেকে ভবিষ্যত্বক্তাও বলেন থাকেন এই বিজ্ঞানী। ১৯৯৯ সালে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ২০২৩ সাল নাগাদ ১০০০ ডলারের একটি ল্যাপটপের স্টোরেজ ক্ষমতা মানুষের মস্তিষ্কের সমান হবে। প্রযুক্তিবিদদের বক্তব্য, বাস্তবেই মানব মস্তিষ্কের সঙ্গে বর্তমানে পাল্লা দিচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স। ২০০৫ সালে 'দ্য সিঙ্গুলারিটি ইজ নিয়ার' নামে একটি বই লিখেছিলেন রে কার্জউইল। এই বই সম্পর্কিত কিছু ক্লিপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সম্প্রতি। যা নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছে। সেখানেই তিনি দাবি করেছেন, ২০৩০ সাল নাগাদ মানুষ অবিনশ্বর জীবন অর্জন করবে, অর্থাৎ সে অমর হয়ে যাবে। কঠিন ব্যধিও মারতে পারবে না মানুষকে। ওই গ্রন্থে জেনেটিক্স, ন্যানোটেকনোলজি, রোবটিক্সসহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা করেছেন কার্জউইল। গুগলের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার জানিয়েছেন, মুশকিল আসান করবে ন্যানো প্রযুক্তি এবং রোবটিক্স। তিনি বিশ্বাস করেন, এই দুই প্রযুক্তির সাহায্যে ন্যানোবটের জন্ম হবে। এই ছোট বটগুলো মানবদেহের ক্ষতিগ্রস্ত কোষকে মেরামত করতে সক্ষম হবে। এর ফলেই বয়স বাড়লেও মারণ ব্যধি থেকে মুক্তি পাবে মানুষ। তবে তা সত্যি কি মিথ্যেতা এখনই বলা যাচ্ছে না।

'দানব' ব্ল্যাক হোলের সন্ধান পেয়ে বিস্মিত গবেষক বিজ্ঞানীরা

নতুন এক ব্ল্যাক হোল। মহাকাশের অনন্ত বিস্ময়। ব্ল্যাক হোল তথা কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে নিত্যনতুন আবিস্কার করেই চলেছেন বিজ্ঞানীরা। এই মহাজাগতিক বস্তুদের নিয়ে কৌতূহলের শেষ নেই। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন এমন এক অতিকায় ব্ল্যাক হোল, যেটির ধারেকাছে আসে না আমাদের সূর্যও। কত ভারী সেই ব্ল্যাক হোল? বিজ্ঞানীদের দাবি, সূর্যের চেয়ে ৩৩০০০০০০০০০ গুণ বেশি ভর রয়েছে ওই ব্ল্যাক হোলে! অর্থাৎ প্রায় তিন হাজার কোটি সূর্য এঁটে যাবে ওই ব্ল্যাক হোলের অন্দরে। ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল ওই কৃষ্ণগহ্বর খুঁজে পেয়েছে। তাদের দাবি, এটাই সর্বকালের অন্যতম বৃহৎ ব্ল্যাক হোল। রয়্যাল অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সোসাইটির মাসিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এই সংক্রান্ত গবেষণাপত্র। আমাদের সৌরজগতের চেয়ে বহু দূরে অবস্থিত PBC J২৩৩৩.৯-২৩৪৩ নামের এক ছায়াপথের কেন্দ্রে রয়েছে ওই ব্ল্যাক

হোল। আর সেই ব্ল্যাক হোল এবার আসছে পৃথিবীর দিকেই। তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন, এমন ব্ল্যাক হোল কিন্তু ব্যতিক্রম নয়। যে কোনও অতিকায় ছায়াপথের কেন্দ্রেই এই ধরনের বিরাট ব্ল্যাক হোল থাকাটাই স্বাভাবিক। অন্যতম গবেষক ড. জেমস নাইটিঙ্গেল জানিয়েছেন, নিঃ সন্দেহে এই আবিস্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেন না এই ধরনের ব্ল্যাক হোলের সন্ধান বুঝিয়ে দেয়, ব্যাপারটা কেবল তাত্ত্বিক ভাবেই নয়, সত্যিই অবস্থিত। এই ধরনের ব্ল্যাক হোলগুলি ব্রহ্মাণ্ডের অল্প বয়সেই সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হয়।উল্লেখ্য, ব্ল্যাক হোলের গঠন ও চরিত্রকে আরও নিখুঁত ভাবে জানতে সারা পৃথিবীতেই কাজ করে চলেছেন বিজ্ঞানীরা। কিছুদিন আগেই বিজ্ঞানীরা দাবি করেছিলেন মহাকাশে বিপুল সুনামি তৈরি করে ফেলতে পারে ব্ল্যাক হোল। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা NASA জানিয়েছিল, যখন কোনও বিপুল ভরের ব্ল্যাক হোল নিজের কেন্দ্রে ঘূর্ণায়মাণ নিউক্লিয়াস গঠন করে তখন প্রচুর পরিমাণে গ্যাস তার কেন্দ্র থেকে সরে যায় মেরুর দিকে। শেষ পর্যন্ত সেখানে বিপুল গ্যাসীয় ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। সেই ঢেউ ব্ল্যাক হোলের সীমান্তের অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি তাপমাত্রার (যা সূর্যের থেকেও ১০ গুণ উত্তপ্ত হতে পারে) সংস্পর্শে এলে তা বিপুল ভাবে ছিটকে উঠে ছড়িয়ে পড়তে পারে ১০ আলোকবর্ষ পর্যন্ত। সেই প্রবল অভিঘাতকে কল্পনা করাও কঠিন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য বেকার হতে পারেন ৩০ কোটি মানুষ

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দাপটে বিশ্বের ৩০ কোটির বেশি মানুষ চাকরি হারাতে পারেন বলে সতর্ক করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ অর্থ লগ্নিকারী ব্যাংক গোল্ডম্যান সাচ। মঙ্গলবার (২৮ মার্চ) ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গোল্ডম্যান সাচ জানিয়েছে, বিশ্বে যেসব পণ্য ও সেবা উৎপাদিত হয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে সেটির বার্ষিক মূল্য আরও প্রায় ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এ ছাড়া মানুষ যেসব পণ্য তৈরি করে হুবহু সেই একই পণ্য তৈরি করতে পারে উৎপাদনক্ষম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এটি বিশ্বের জন্য বড় অগ্রগতি। প্রতিষ্ঠানটি আরও বলছে, এআইয়ের প্রভাব বিভিন্ন খাতে ভিন্ন হবে। যেমন প্রশাসনিক কাজের ৪৬ শতাংশ, আইন পেশায় ৪৪ শতাংশ স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার মধ্যে চলে আসতে পারে। কিন্তু নির্মাণ খাতে ৬ শতাংশ এবং রক্ষণাবেক্ষণ খাতে মাত্র ৪ শতাংশ কাজ এআইয়ের দখলে যেতে পারে। প্রতিবেদন জানায়, যুক্তরাজ্য সরকার আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্সের ওপর বিনিয়োগের ব্যাপারে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে আগ্রহী। দেশটির সরকারের মতে, এআই পুরো অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অগ্রগতি আনবে। তথ্যমন্ত্রী মিশেলে ডোনেলান বলেন, আমরা যুক্তরাজ্যে যেভাবে কাজ করি সেখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স পরিপূরক। এআই কাজের ক্ষতি করছে না বরং আমাদের কাজকে সহজ করছে। অক্সফোর্ড মার্টিন স্কুলের ফিউচার অব ওয়ার্ক পরিচালক কার্ল বেনেডিক্ট বলেন, এটি জানার কোনো উপায় নেই উৎপাদনশীল আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্সের কবলে কতগুলো চাকরি যাবে। তিনি জানান, চ্যাটজিপিটি কী করেছে? মোটামুটি লেখার মান আছে এমন আরও বেশি মানুষকে প্রবন্ধ এবং আর্টিকেল লেখার সুযোগ দিচ্ছে। এর ফলে সাংবাদিকরা আরও প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়বে, যেটির কারণে বেতন কমে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ জিপিএস প্রযুক্তির কারণে লন্ডনের সব রাস্তা চেনার বিষয়টির মূল্য কমে গিয়েছে। এর ফলে যারা আগে উবার চালাতো তাদের বড় একটি অংশের বেতন কমে গেছে। আগামী কয়েক বছরে আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্সও উদ্ভাবনী কাজগুলোর ওপর একই প্রভাব ফেলবে।

ইউক্রেনের পরমাণু কেন্দ্রের নিরাপত্তা ইস্যুতে রাশিয়া যাচ্ছেন আইএইএ প্রধান

কিয়েভ/মস্কো, ৪ এপ্রিল ঃ আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থার প্রধান রাফায়েল গ্রোসি ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত মস্কোর দখলে থাকা জাপোরিঝিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনার জন্য বুধবার রাশিয়ার কালিনিনগ্রাদ এলাকায় যাবেন। কর্মকর্তারা এ কথা জানিয়েছেন। গত সপ্তাহে ইউক্রেন সফরকালে গ্রোসি বলেছিলেন, তিনি এই কেন্দ্রের নিরাপত্তামূলক একটি আপস পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছেন এবং এর চারপাশে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধির বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন।আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থার মুখপাত্র সোমবার বলেছেন, 'সামরিক সংঘাতের সময় ইউক্রেনের জাপোরিঝিয়া পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষে তার চলমান পরামর্শের অংশ হিসেবে গ্রোসি বুধবার কালিনিনগ্রাদ পরিদর্শন করবেন।'ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় জাপোরিঝিয়া এলাকায় অবস্থিত কেন্দ্রটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে বড় ধরনের শঙ্কা রয়েছে। গত বছর রাশিয়ার সৈন্যরা ইউক্রেনে আগ্রাসন চালানোর পর থেকে এটি রুশ দখলে রয়েছে এবং এর আশপাশ থেকেই সেখানে একের পর এক গোলাবর্ষণ করা হয়। ভিয়েনায় রাষ্ট্রসঙ্ঘে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত মিখাইল উলিয়ানভ রাশিয়ার বার্তা সংস্থাকে বলেন, গ্রোসি বুধবার 'রাশিয়ার আন্তঃবিভাগীয় প্রতিনিধি দলের' সাথে দেখা করবেন।এদিকে কিয়েভ ও মস্কো পরমাণু কেন্দ্রে গোলাবর্ষণের জন্য এক অপরকে দোষারোপ করার মধ্যদিয়ে সেখানে বিপর্যয়ের আশঙ্কা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। গ্রোসি গত সপ্তাহে কেন্দ্রটি পরিদর্শন করার পর বলেছিলেন, তার দল আগে কেন্দ্রের চারপাশে একটি সুরক্ষিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তবে 'এখন এ ধারণা প্রকাশ পাচ্ছে।'

আদালতে হাজির হতে নিউইয়র্কে পৌঁছলেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৪ এপ্রিল ঃ পর্ন তারকাকে ঘুষ দেওয়ার মামলায় আজ মঙ্গলবার নিউইয়র্কের ম্যানহাটান আদালতে আত্মসমর্পণ করবেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আদালতে হাজিরা দেওয়ার জন্য ফ্লোরিডা ছেড়ে ইতিমধ্যেই নিউইয়র্কে পৌঁছেছেন রিপাবলিকান নেতা। রাতে ট্রাম্প টাওয়ারেই কাটিয়েছেন। দুপুরে হাজিরা (ভারতীয় সময় রাত পৌনে বারোটা নাগাদ) দেবেন ম্যানহাটান আদালতে। গত বৃহস্পতিবারই নীল ছবির নায়িকা ও বিখ্যাত স্ট্রিপার স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে যৌন সম্পর্ক নিয়ে মুখ বন্ধ রাখার জন্য অনৈতিকভাবে ঘুষ দেওয়ার অপরাধে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অভিযুক্ত করেছিল ম্যানহাটানের অ্যাটর্নি কার্যালয়। মার্কিন ইতিহাসে এই প্রথম কোনও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত হলেন। যদিও ট্রাম্পের দাবি, রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। যে কোনও বিচারের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত রয়েছেন তিনি। আজ ম্যানহাটন আদালতে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের দুই হাতের দশ আঙুলের ছাপ নেওয়ার পাশাপাশি তাঁর মুখ মণ্ডলের ছবি তোলা হবে। গ্রেফতারের কোনও সম্ভাবনাই নেই। আদালতে হাজিরা দেওয়ার পরে সাংবাদিক সম্মেলন করতে পারেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট। ম্যানহাটনের জুরির অভিযোগপত্রে নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ আনা হয়েছে কিনা, তা জানা যায়নি। মামলা লড়তে নতুন আইনজীবী নিয়োগ করেছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে অধিক পরিচিত নাম হান্স ক্রিশ্চিয়ান

৪ এপ্রিল ঃ হান্স ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসনহান্স ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসন ডেনীয় লেখক এবং কবি। তবে শিশুসাহিত্যিক হিসাবে অধিক পরিচিত। রূপকথা লেখার জন্য তাকে 'রূপকথার জাদুকর' নামে অভিহিত করা হয়। হান্স ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসন ১৮০৫ সালের ২ এপ্রিল ডেনমার্কের ওডেন্সে জন্মগ্রহণ করেন। এন্ডারসনের রূপকথা, যার সংখ্যা ৩৩৮১ এর কম নয়, যা ১২৫ টিরও বেশি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এই রূপকথাসমূহ পশ্চিমের যৌথ চেতনায় সাংস্কৃতিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, শিশুরা সহজেই সেগুলো পাচ্ছে। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত রূপকথাসমূহ হল- দ্য এমপেরর্স নিউ ক্লদস,দ্য লিটল মারমেইড,দ্য নাইটিংগেল, দ্য স্নো কুইন, দ্য আগলি ডাকলিং, থাম্বেলিনা। তার গল্পসমূহ ব্যালে, নাটক, এবং অ্যানিমেটেড এবং লাইভ অ্যাকশন চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত হয়েছে কোপেনহেগেনের সবচেয়ে বিস্তৃত এবং সবচেয়ে ব্যস্ত বুলেভার্ডের একটি হল 'এইচ সি এন্ডারসন্স বুলেভার্ড'।১৮৭৫ সালের ৪ আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়।

দেশজুড়ে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত মহাবীর জয়ন্তী

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল ঃ দেশ জুড়ে মঙ্গলবার নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে. মহাবীর জয়ন্তী পালিত হয়েছে। জৈন মন্দিরগুলিকে এই উপলক্ষে বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে। ভগবান মহাবীর, রাজধর্ম ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে আজীবন অহিংসা ও শান্তির বাণী প্রচার করে গেছেন। উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড় মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি এক বার্তায় জানান, ভগবান মহাবীরের পবিত্র বানী সকলকে সৎ পথে জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করে। তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে এদিন রীতিনীতি মেনে মহাবীর জয়ন্তী উদযাপন করা হয়। চেন্নাইতে মহাবীর জযন্তী উপলক্ষে জৈন সম্প্রদায়ের মানুষজন বিশেষ শোভাযাত্রা বের করেন। উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে এদিন দেশজুড়ে পালিত হয় মহাবীর জয়ন্তী।

নেদারল্যান্ডে মালগাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে লাইনচ্যুত যাত্রীবাহী ট্রেন, মৃত ১

আমস্টারডাম, ৪ এপ্রিল ঃ যাত্রীবাহী ট্রেনের সঙ্গে মালগাড়ির সংঘর্ষের জেরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল নেদারল্যান্ডসে। মালগাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষে লাইনচ্যুত হয়ে যায় যাত্রীবাহী ট্রেনটি, এরপর যাত্রীবাহী ট্রেনে আগুনও ধরে যায়। যাত্রীবাহী ট্রেনে মোট ৫০ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের ও কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, মঙ্গলবার ভোররাতে দ্য হেগ শহরের কাছে একটি মালবাহী ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষের পর একটি যাত্রীবাহী ট্রেন আংশিকভাবে লাইনচ্যুত হওয়ায়.একজন মারা গিয়েছেন ও প্রায.৩০ জন যাত্রী আহত হয়েছে। হেগের নিকটবর্তী ভোরশোটেন শহরে ভোররাত ৩.২৫ মিনিট নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

ভুটানের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রীর, দোভাল ও ওয়াংচুকের বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল ঃ ভুটানের রাজা জিগমে খেসার নামগিয়েল ওয়াংচুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে বৈঠক করেছেন ভুটানের রাজা। পাশাপাশি ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন ভুটানের রাজা। উল্লেখ্য, তিনদিনের সফরে গতকালই ভারতে এসেছেন ভুটান নরেশ। তাঁর সঙ্গে এসেছেন, সেদেশের বিদেশ ও বৈদেশিক বাণিজ্য দফতরের মন্ত্রী ড. তান্দি দোরজি এবং শীর্ষ আধিকারিকরা। প্রতিবেশী দু'টি দেশের মধ্যে নিয়মিত উচ্চ পর্যায়ের আদানপ্রদানের দীর্ঘ পরম্পরা মেনেই এই সফর। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গেও মিলিত হবেন ভুটান নরেশ।

চিরেকা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৬.৭০ কোটি টাকার স্ক্র্যাপ বিক্রি করেছে

চিত্তরঞ্জন, ৪ এপ্রিল ঃ চিরেকা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৬.৭০ কোটি টাকার স্ক্র্যাপ বিক্রি করেছে। আর্থিক বছরে স্ক্র্যাপ বিক্রি থেকে ৭০ কোটি টাকা আয় করেছে। চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন ফ্যাক্টরি (চিরেকা) ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে ২৫ কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে স্ক্র্যাপ বিক্রয় থেকে ২৬.৭০ কোটি টাকা অর্জন করেছে, যা স্ক্র্যাপ বিক্রির সর্বোচ্চ পরিসংখ্যান। চিরেকা একটি সুপরিকল্পিত নিবিড় প্রচারণার মাধ্যমে গত তিন আর্থিক বছরে স্ক্র্যাপ বিক্রি করে ৭০ কোটি টাকা আয় করেছে। চিরেকার স্ক্র্যাপ বিক্রির সাফল্য ভারতীয় রেলওয়েকে আর্থিক শক্তি জোগায়, এটি চিরেকা প্রাঙ্গণ পরিষ্কার এবং আরও অতিরিক্ত স্থান বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। শ্রী সতীশ কুমার কাশ্যপ, জেনারেল ম্যানেজার চিরেকা এই কৃতিত্বের জন্য সমগ্র চিরেকা দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

আরপিএফ-র প্রচেষ্টা

গোরখপুর, ০৪ এপ্রিল ঃ রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে রেলের সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং অবৈধ পণ্য জব্দ সহ যাত্রীদের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালায়। একই আদেশে, ০২ এপ্রিল, ২০২৩, সাইবার সেল ফতেহগড় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স, ফারুখাবাদ ফারুখাবাদে অবস্থিত পাবলিক সার্ভিস সেন্টার থেকে অবৈধ ই টিকিট ব্যবসার সাথে জড়িত একজন দোকান অপারেটরকে ২৫৪ টি সহ গ্রেফতার করে। ব্যক্তিগত ইউজার আইডিতে ই টিকিট তৈরি করতে হবে।

এইচসিএলজিগসো-র রেজিস্ট্রেশন খোলা হয়েছে

৪ এপ্রিলঃ এইচসিএল , একটি US ১২.৩ বিলিয়ন বৈশ্বিক সমষ্টি, আজ ঘোষণা করেছে যে এইচসিএলজিগসো - ভারতের প্রধান ক্রিটিকাল রিসনিং প্ল্যাটফর্ম তার চতুর্থ সংস্করণের জন্য রেজিস্ট্রেশনস খুলেছে। এই প্যান ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের লক্ষ্য হল বহু স্তরীয় মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিজয়ীদের চিহ্নিত করে এবং পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে ভারতের শীর্ষ ইয়ং প্রব্লেম সলভার্সদের একটি সম্প্রদায় গড়ে তোলা। কন্সেপচুয়ালথিংকিং এবং বাস্তব বিশ্বের সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, এটি ৬ থেকে ৯ গ্রেডের স্কুলশিক্ষার্থীদের গবেষণা, ক্রিটিকাল থিংকিং এবং কমিউনিকেশনস সহ ২১ শতকের মূল দক্ষতাগুলির উপর মূল্যায়ন করে এবং রিয়েলওয়ার্ল্ড চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করতে তা প্রয়োগ করতে সহায়তা করে। আগ্রহী শিক্ষার্থী বা স্কুল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য ৩১শে জুলাই ২০২৩ এর মধ্যে www.hcljigsaw.com& রেজিস্টার করতে পারে। এইচসিএল এর ইনোভেশন ল্যাবগুলিতে শেখার সুযোগ সহবিজয়ীদের মোট ১২ লক্ষের বেশি পুরস্কার দেওয়া হবে এবং প্রতিটি ফাইনালিস্টকে ১৫,০০০ টাকা মূল্যের পুরস্কার দেওয়া হবে।

থিম ভিত্তিক ট্যুরিস্ট ট্রেন

গোরখপুর, ৪ এপ্রিল ঃ সমগ্র ভারতীয় রেলে থিম ভিত্তিক ট্যুরিস্ট ট্রেন চালানো হচ্ছে। ভারত গৌরব ট্রেন হল ভারতীয় রেলওয়ের ট্যুরিস্ট সার্কিট ট্রেন যা ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ঐতিহাসিকতা এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ শহরগুলিতে ভ্রমণ করে। এখনও পর্যন্ত ২২টি রাজ্য এবং ০৪টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে কভার করে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে ২৬টি ভারত গৌরব ট্রেন চালানো হয়েছে। ভারত গৌরব ট্রেনের মাধ্যমে স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যটন আরও বাড়বে। আমাদের পর্যটন স্থান এবং ভারতের গর্ব, IRCTC জনপ্রিয় করতে আনন্দপুর সাহিব (শ্রী কেসগড় সাহেব গুরুদ্বার এবং বিরসাতইখালসা, শ্রী কিরাতপুর সাহিব গুরুদুয়ারা), সিরহিন্দ (শ্রী ফতেহগড় সাহেব), বাথিন্ডা (শ্রী দমদমা সাহেব), অমৃতসর (শ্রী অকাল তখত এবং ভারত গৌরব ট্যুরিস্ট ট্রেন 'গুরুকৃপা যাত্রা'র জন্য স্বর্ণ মন্দির), নান্দেদ (তখত সখখন্ড শ্রী হুজুর সাহেব), বিদর (গুরুদ্বার শ্রী গুরুনানক ঝিরা সাহেব) এবং পাটনা (গুরুকৃপা শ্রী হরমন্দির জি সাহেব) ০৫ এপ্রিল ১০ রাত এবং ১১ দিনের জন্য, ২০২৩ তারিখে লখনউ জং থেকে নয়াদিল্লির মধ্যে চলবে . লখনউ জংএ এই ট্রেনের সূচনা।

২০২২-২৩ সালে ৩৬.৩৩ কোটি টাকা আয় করেছে

৪ এপ্রিল ঃ মেট্রো রেলওয়ে সাম্প্রতিক সময়ে তার অভাড়া রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদক্ষেপ নিয়েছে। এই উদ্যোগগুলি মেট্রো রেলওয়ের ননফেয়ার রাজস্ব আয়কে অনেকাংশে বাড়াতে সাহায্য করেছে। এই প্রসঙ্গে, এটি উল্লেখ করার মতো যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে মেট্রো রেলওয়ে শুধুমাত্র ৪০টি স্টেশন সহ অভাড়া রাজস্ব আয় সমস্ত জোনাল রেলওয়ের মধ্যে ৫ তম স্থানে রয়েছে। ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে, মেট্রো রেলওয়ের অভাড়া রাজস্ব আয় হয়েছে ৩৬.৩৩ কোটি টাকা যা আয়ের তুলনায় প্রায় ৮৬.৮০ শতাংশ বেশি। ২০২১-২২ সালে ১৯.৪৫ কোটি। মেট্রো রেলওয়ে শুধুমাত্র মার্চ ২০২৩ মাসে ৬.৮৭ কোটি টাকা আয় করেছে, যা একটি ক্যালেন্ডার মাসে মেট্রোর ইতিহাসে এখন পর্যন্ত রেকর্ড করা সর্বোচ্চ ননফেয়ার রেভিনিউ আয়। এস্কেলেটরের পাশের দেয়ালে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন, খোলা জায়গায় হোর্ডিং, স্বাস্থ্য পরীক্ষা কিয়স্ক, ডিজিটাল ঘড়ি, বিভিন্ন স্টেশনে ডিজিটাল ভাড়া চার্ট ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে ভাড়া ছাড়া রাজস্ব বাড়ানোর জন্য বহুমুখী কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল। এছাড়াও, মেট্রো রেল মেট্রো রেকের ভিতরে এবং বাইরে বিজ্ঞাপন, সমস্ত মেট্রো স্টেশনে ডিজিটাল স্ট্যান্ডি, মেট্রো রেকের ভিতরে ডিজিটাল ডিসপ্লে স্থাপন, কার্ড ব্যালেন্স চেকিং টার্মিনাল (সিবিসিটি) ব্র্যান্ডিং, স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিনের মাধ্যমে অভাড়া রাজস্ব অর্জন করেছে।

ঝাড়খণ্ডের উদ্ধার অস্ত্র, মৃত ৫ মাওবাদী

রাঁচি, ৪ এপ্রিল ঃ ঝাড়খণ্ডের চতরাপালামু সীমানায় সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে ৫ জন কুখ্যাত মাওবাদী। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে দু'টি একে৪৭ রাইফেল ও ইনসাস রাইফেল। নিহত মাওবাদীদের মধ্যে দু'জনের মাথার দাম ছিল ২৫ লক্ষ টাকা। বাকি তিনজনের মধ্যে দু'জনের মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকা। ঝাড়খণ্ড পুলিশ জানিয়েছে, নিহত মাওবাদীদের মধ্যে গৌতম পাসওয়ান ও চার্লির মাথার দাম ছিল ২৫ লক্ষ টাকা। এছাড়াও নন্দু, অমর গানঝু ও সঞ্জীব ভুঁইয়ার মাথার দাম ছিল ৫ লক্ষ টাকা। সোমবার পালামুচতরা সীমানার লাভলং থানা এলাকায় মাওবাদী বিরোধী অভিযান শুরু করেছিল সুরক্ষা বাহিনী। এই অভিযানে ছিল সিআরপিএফএর ১৯০ ব্যাটেলিয়ন, কোবরা ব্যাটালিযন, ঝাড়খণ্ড পুলিশের পাশাপাশি পালামু ও চতরা জেলা বাহিনী।

Name Change

I BADRUL ZAMA ALICE MD. BADRUZZAMAN S/O LATE ABDUL RAHIM R/O 7/H/2 AHIRIPUKUR 2ND LANE, BALLYGUNGE, KOL KATA- 7000 19 SHALL HENCE-FORTH BE KNOWN AS BAD RUZ ZAMAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOL KATA ON 31/03/2023.

Name Change

I, SK AJAJ AHAMAD (old name) S/o SEKH GIYASUDDIN resident of Vill + PO- Sekhebdari, PS-Daspur, West Medinipur, Pin-721145 India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SK AJAJ AHAMED,vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/04/2023. SK AJAJ AHAMAD and SK AJAJ AHAMED both are same and one identical person.

Name Change

I, JACINTA ROZARIA (old name) S/o RAFAIL ROZARIA resident of11/1 SHARIP LANE PARK ST., KOLKATA-700016 WEST BEN-GAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) PRAKASH ROZARIO, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/04/2023. JACINTA ROZARIA and PRA KASH ROZARIO both are same and one identical person.

Name Change

I, ARUNA MUKHERJEE (old name) D/o AJIT BHATTACHARYYA W/o JOYDEEP MUKHERJEE resident of B-3/260A, Kalyani Matri Shriti, PO- Kalyani, PS-Kalyani, Dist-Nadia, Pin-741235 WEST BEN-GAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ARUNA BHATTACHARYYA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 03/04/2023. ARUNA MUKHERJEE and ARUNA BHATTACHARYYA all are same and one identical person.

Name Change

I ,Sampa Saha Chowdhury D/O-Mantu Ghosh resident of Nichu bazar, Katwa, P.O.+P.S.-Katwa, Dist-Purba Bardhaman, W.B.-713130, shall henceforth be known as 'SampaSaha Choudhury' vide an affidavit before the notary public at PurbaBardhaman on 09/03/2023

বাংলায় জাতি ধর্মের কোনো ভেদাভেদ নেই, আমরা এক ছিলাম এবং এক থাকবো-মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ এপ্রিল ঃ হাওড়ার রিষড়া কাণ্ডে বিজেপিকে তুলোধোনা করলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী তথা মালদার তৃণমূল দলের পঞ্চায়েত পর্যবেক্ষক সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। মঙ্গলবার মালদা সফরে এসে মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বলেন, বাংলায় জাতি ধর্মের কোনো ভেদাভেদ নেই। আমরা এক ছিলাম এবং এক থাকবো। কিন্তু বিজেপি তাদের একটি ধর্মীয় মিছিলের নামে অস্ত্র নিয়ে প্রদর্শন করেছে। সন্ত্রাস কায়েম করার চেষ্টা চালাচ্ছে। বিজেপি সস্তায় রাজনীতি করার জন্য রামনবমীর নামে অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চালিয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। প্রশাসন পুরো ঘটনার তদন্ত করছে। আমরা চাই বিজেপি যে সন্ত্রাস তৈরির বাতাবরণ তৈরি করেছে, তা প্রতিহত করবে এই বাংলার মানুষ। তবে শান্ত রিষড়াকে অশান্ত করার মূলে রয়েছে বিজেপি। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এদিন মালদা শহরের নতুন সার্কিট হাউসে তৃণমূল দলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে এক প্রস্তর বৈঠক করেন পঞ্চায়েতের মালদার পর্যবেক্ষণ তথা রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। তিনি বলেন, দলের মধ্যে সামান্য কিছু মনোমালিন্য থাকতেই পারে। সেটা আভ্যন্তরীণ বিষয়। তা মিটিয়ে ফেলা কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু কোথাও কোনো গোষ্ঠীকোন্দল নেই। এই গোষ্ঠীকোন্দলের কথা বারবার বিরোধীরা অপপ্রচার করে উস্কিয়ে দিচ্ছে। তবে এতে কোনো লাভ হবে না। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের ফল খুব ভালো হবে। এদিন তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি ছাড়াও জেলার অন্যান্য বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক, মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন মালদা জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য সহ দলের পদস্থ নেতৃত্বদের সঙ্গে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। বৈঠক শেষে মন্ত্রী বলেন, মালদার আম আর মালদার মানুষ দুটোই মিষ্টি। মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় জেলা মালদা এবারেও পঞ্চায়েত নির্বাচনে চমকপ্রদ ফল করবে। তবে এদিন জেলার তৃণমূল দলের নেতৃত্বদের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ বৈঠক করা হয়েছে। সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিরোধীশূন্য করতে হবে। কোথাও কোনো ত্রুটি - বিচ্যুতি রয়েছে কিনা সেইসব বিষয়গুলি নিয়ে এদিন এক প্রস্তর আলোচনা হয়েছে। এদিকে মন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠকের পর তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, এদিন জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য থেকে শুরু করে মালদার মন্ত্রী এবং অন্যান্য দলীয় বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক করেছেন সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক তথা গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। আমাদের এখন লক্ষ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিরোধীশূন্য বোর্ড গঠন করা। জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে তৃণমূল জয় লাভ করবে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন আলোচনা হয়েছে।

রাজগঞ্জে জাতীয় সড়কে লরি-কনটেনার সংঘর্ষ, জখম ৩

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের ফাটাপুকুরে জাতীয় সড়কে লরি-কনটেনার সংঘর্ষে গুরুতর জখম ৩। মঙ্গলবার ভোর ৩ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন রাজগঞ্জ থানার পুলিশ ও দমকল কর্মীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ফাটাপুকুরের চাওয়াই নদী সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশে একটি পণ্যবাহী লরি দাঁড়িয়েছিল। পাশের ধাবাতে রাতের খাবার খেতে গিয়েছিলেন চালক। কিছুক্ষণ পর হঠাৎই পেছন থেকে আসা একটি কনটেনার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেই পণ্যবাহী লরিটিকে ধাক্কা মেরে নয়ানজুলিতে ফেলে দেয়। এতে কনটেনারের সামনের অংশ দুমড়ে যায়। বিষয়টি লক্ষ্য করে আশপাশের লোকজন সেখানে আসেন। পরে কনটেনারের কেবিন ভেঙে চালককে বের করে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। চালক, সহকারী চালক সহ ৩ জন আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দু'টিকে নয়ানজুলি থেকে তোলার চেষ্টা চলছে।

আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায় সাতটি এলিফ্যান্ট করিডর হচ্ছে- জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৪ এপ্রিল ঃ আলিপুর দুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায় সাতটি এলিফ্যান্ট করিডর হচ্ছে মঙ্গলবার মাদারিহাটের জলদপাড়া এন আই সি তে এসে একথা জানান বনমন্ত্রী জ্যোতি প্রিয় মল্লিক। এদিন এন আই সি তে বনদফতরের আধিকারিক ও জেলাপরিষদের সভাধিপতি ও কর্মাধক্ষ্যদের নিয়ে বৈঠক করেন বনমন্ত্রী। এদিন বৈঠক শেষে বনমন্ত্রী জানান, বেশ কিছু নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে আলিপুরদুয়ারে চারটি ও জলপাইগুড়ি জেলায় তিনটি মোট সাতটি এলিফ্যান্ট করিডর করা হচ্ছে। এছাড়া পর্যটন বিকাষে বেশ কিছু নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পর্যটন দফতরের সাথে নিয়ে পর্যটন বিকাষে নতুন পর্যটন প্যাকেজ করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। এদিন বনমন্ত্রী জানান যে সমস্ত পর্যটক জঙ্গল সাফারি করবে তাদের বীমার আওতায় আনার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। এছাড়া এদিন বনমন্ত্রী জানান বনকর্মীদের জন্য নতুন অস্ত্র কেনা হচ্ছে এজন্য ইচ্ছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে।

মিনিমাম ওয়েজেস এডভাইসারি বোর্ডের প্রথম বৈঠক শিলিগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল ঃ শ্রমিক, মালিক ও সরকারের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলাই মূল লক্ষ্য হবে এই মিনিমাম ওয়েজেস এডভাইসারি

বোর্ডের, জানালেন চেয়ারম্যান গৌতম দেব। মিনিমাম ওয়েজেস বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ পাওয়ার পর প্রথম বৈঠক সারলেন গৌতম দেব। এদিন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের উপস্থিতিতে স্টেট গেস্ট হাউসে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্ব ও শ্রম আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের শুরুতে নতুন চেয়ারম্যান গৌতম দেবকে ফুলের তোরা দিয়ে স্বাগত জানান শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক সহ উপস্থিত অন্যান্য সদস্যরা। ঘন্টা দুয়েক বৈঠক চলার পর বৈঠক শেষে চেয়ারম্যান গৌতম দেব জানান, এই বোর্ডের মূল লক্ষ্য হবে শ্রমিক মালিক ও সরকারের মধ্য ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা। তাতে কাজের গতি অনেকটাই বাড়বে বলে তিনি আশাবাদী। তিনি জানান সেই কারণে মাঝেমধ্যেই এই ধরনের বৈঠক করে বৈঠকের মধ্য দিয়ে সকলের সুবিধা অসুবিধার কথা শোনা হবে।

সিকিমে ভয়াবহ তুষারধসে নিহত ৬ পর্যটক, অন্তত ১৫০ জনের চাপা পড়ার আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, গ্যাংটক, ৪ এপ্রিল ঃ ভয়াবহ তুষারধস সিকিমের ছাঙ্গুতে। সিকিমের ছাঙ্গু রোডে ১৭ মাইলে তুষার ঝড়ে বিপাকে অন্তত ১৫০ পর্যটক। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ তুষারধস নামে। বরফে তলিয়ে অন্তত ৬ জনের মৃত্যুর সম্ভাবনা রয়েছে বলে সূত্রের খবর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সিকিম পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল। তৎপরতায় উদ্ধার কাজ শুরু হয়েছে। তবে খারাপ আবহাওয়া উদ্ধারকার্য বাধা পাচ্ছে। সোমবার রাত থেকে দফায়-দফায় তুষারপাত চলছে পূর্ব সিকিমের নাথুলা, বাবা মন্দির, ছাঙ্গু এলাকায়। ফলে ১৫ মাইলের পর আর পর্যটকদের যেতে দেওয়া হচ্ছিল না। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, তুষারপাতের খবর পেয়ে এদিন সকালে পর্যটক দল ছাঙ্গুর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। তাতেই বিপদ বাঁধে। সূত্রের খবর, সেই সময় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছিলেন বেশ কিছু পর্যটক। কাছেই সার দিয়ে দাঁড় করে রাখা ছিল পর্যটকদের গাড়ি। সেই সময় পাহাড়ের উপর থেকে তুষারধস নেমে আসে। তাতেই চাপা পড়ে যান পর্যটকরা। স্থানীয় সূত্রে খবর, কিছু অতি উৎসাহী পর্যটক ১৫ মাইলে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে ১৭ মাইল পর্যন্ত পৌঁছে যান। উদ্দেশ্য ছিল, ছবি তোলা। সেখানে বরফের পুরুস্তর ছিল। তাতে পা দিতেই তলিয়ে যান তাঁরা। জানা গেছে, ১৭ মাইলের কাছে নামতে প্রবল তুষারঝড়ের মুখে পড়েন তাঁরা। বেশ কয়েকজন বরফে তলিয়ে যায় বলে খবর। তাঁদের মধ্যে শিশুও আছে বলে জানা গিয়েছে। অসমর্থিত সূত্রে ৬ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। তাঁদের মধ্যে অনেকেই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা বলে খবর। গাড়ি চালকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, সেখানে অক্সিজেনের সমস্যা হচ্ছে। ফলে বিপদ আরও বেড়েছে। ওই এলাকায় তুষারধস নেমেছে কি না তা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। প্রসঙ্গত, এর আগে, মার্চ মাসেও প্রবল তুষারপাত হয় সিকিমের ছাঙ্গু লেক এলাকায়। সেই সময় সেখানে ঘুরতে গিয়ে আটকে পড়েন বহু পর্যটক। পর্যটকদের উদ্ধার করতে হাত লাগায় সেনাবাহিনী। সেনার সাহায্যেই বহু পর্যটককে উদ্ধার করা হয়। তারপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই ফের ছাঙ্গু যাওয়ার পারমিট দেওয়া শুরু হয়। কিন্তু এদিনের ঘটনা নিয়ে আগাম কোনও পূর্বাভাস ছিল না বলেই সিকিম প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। সিকিমের নাথুলায় ভয়াবহ তুষার ধসের ঘটনায় সেখানে আটকে থাকা পর্যটকদের উপরে রাজ্য সরকার নজর রাখছে। এই রাজ্যের কতজন পর্যটক সেখানে আটকে রয়েছেন তা জানতে প্রাথমিকভাবে সিকিম সরকারের সঙ্গে রাজ্যের কথা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গেছে। রাজ্যের তরফে তাদের উদ্ধারে সব রকমের সহযোগিতা করার আবেদন জানানো হয়েছে।

বাইসনের হামলায় জখম ৩

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৪ এপ্রিল ঃ ঘোকসাডাঙ্গা ছোট শিমুলকুড়ি এলাকায় বাইসনের হামলায় গুরুতর জখম তিনজন। আহতরা ঘোকসাডাঙ্গা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সূত্রের খবর মঙ্গলবার সকালে ঘোকসাডাঙ্গা ছোট শিমুল বাড়ি এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দারা একটি বাইসন দেখতে পায়। বাইসনের হামলায় ইতিমধ্যে তিনজন আহত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও এখনো পর্যন্ত পৌঁছায়নি বন দপ্তরের কর্মীরা। ভুট্টা ক্ষেতের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে বাইসন। মাঝেমধ্যে বেরিয়ে এসে হামলা চালাচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর। ভুট্টা ক্ষেতের মধ্যে কয়টি বাইসন রয়েছে সেটিও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা। এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। বর্তমানে আহত তিনজনের ঘোকসাডাঙ্গা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে।

পারিবারিক বিবাদের জেরে মেমারিতে স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ৪ এপ্রিল ঃ সোমবার রাতে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারিতে ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা। স্বামীর হাতে খুন হলো স্ত্রী। পুলিশসূত্রে জানা যায় মেমারির দুর্গাপুর অঞ্চলে শোনড়ার বড়পুকুরের পাড়ে রাত্রি ৮-৩০ থেকে ৯ টা নাগাদ স্বামী লক্ষ্মীরাম হেমরম তার স্ত্রী অনিমা টুডুকে (বয়স আনুমানিক ২৩) কাস্তে দিয়ে গলায় আঘাত করে খুন করে। পরে স্বামী সেই কাস্তে দিয়েই নিজের গলা, কানে আঘাত করে। ঘটনার খবর পেয়ে উপস্থিত হয় মেমারি থানার পুলিশ। রক্তাক্ত অবস্থায় অনিমা টুডুর দেহ উদ্ধার করে এবং গুরুতর জখম লক্ষ্মীরাম হেমরমকে মেমারি হাসপাতালা পাঠায়। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক অনিমা টুডুকে মৃত বলে ঘোষণা করে এবং লক্ষ্মীরাম হেমরমের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। অনিমা টুডুর মা জানায়, মেয়ে- জামাইয়ের বাড়ি হুগলি জেলার দাদপুর থানার আগড়াপাড়ায়। বিয়ের পর থেকে স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি লেগে থাকতো। আর্থিক অনটনের জন্য মেয়ে জামাইয়ের সাথে ঝগড়া হওয়ায় মেয়ে শোনাড়াতেই থাকতো। মাঝে মাঝে জামাই আসা যাওয়া করতো। আজও খাওয়াদাওয়ার পর মেয়ে ও জামাই ঘর বন্ধ করে ঝগড়া করতে থাকে। মেয়ের বাবা বারবার দরজা খুলতে বললেও দরজা না খোলায় প্রতিবেশীকে খবর দেওয়ার পর দরজা ভেঙে দেখে মেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছে। প্রতিবেশী রবি বাস্কে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, অনিমা টুডুর বাবা খবর দেওয়ার পরই ছুটে এসে দরজা ভাঙার সাথে সাথেই দেখেন লক্ষ্মীরাম হেমরমের কাস্তের আঘাতে মেয়েটি মেঝেতে পড়ে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওই কাস্তে দিয়ে নিজেই আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করে গলায়, কানে আঘাত করে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে। পরিবার সূত্রে জানা যায় তাদের একটি চার বছরের ছেলে রাজু হেমরম ও ৩ মাসের মেয়ে রিয়া হেমরম বর্তমান। মেমারি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। মর্মান্তিক এই ঘটনায় গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সোলার ই-রিক্সাকে শববাহী গাড়ি রূপে ব্যবহার শুরু জলপাইগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ এপ্রিল ঃ এতদিন ছোটো চার চাকার গাড়িকে এই মহৎ কাজে লাগানো হয়ে আসছিলো বিভিন্ন্ সেচ্ছা সেবি সংগঠন গুলার পক্ষ থেকে। তবে জ্বালানী খরচ ক্রমশঃ বাড়তে থাকায় পরিষেবা দিতে সমস্যার মুখে পড়তে হলেও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কেউই পিছিয়ে আসেনি। তবে এবার এই সামাজিক পরিষেবার ক্ষেত্রে এক নতুন দিশা দেখলো জলপাইগুড়ির এক সেচ্ছা সেবি সংগঠন। শহরের চিকিৎসক ডা. সুব্রোজিত দাস এগিয়ে এলেন এই ব্যাপারে। দুর্ঘটনায় নিহত ভাইয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তিনি সৌর চালিত একটি ই-রিক্সা কে কিছুটা পরিবর্তন করে শববাহী গাড়িতে পরিণত করে তুলে দিলেন শহরের এক সেচ্ছা সেবি সংগঠনের হাতে। অপরদিকে এমন একটি শববাহী যান পেয়ে গ্রীন জলপাইগুড়ি সেচ্ছা সেবি সংগঠনের সম্পাদক অঙ্কুর দাস, বলেন, এতে খরচ কম যার জন্য বিনামূল্যে সাধারণ মানুষের কাছে এর পরিষেবা আরও বেশী গ্রহণযোগ্য হবে।

মামলা তোলার চাপ দিয়ে মহিলাকে ভিটে ছাড়া করার অভিযোগ পঞ্চায়েত সদস্যর বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মুরারই, ৪ এপ্রিল ঃ মামলা তোলার চাপ দিয়ে অসহায় চার সন্তানের মা এক মহিলাকে ভিটেমাটি ছাড়া করতে চাইছে পঞ্চায়েত সদস্য, এমন অভিযোগ উঠেছে মুরারইয়ের পাইকরে। ঘটনাটি ঘটে মুরারই দুই ব্লকের পাইকর থানার জাজিগ্রাম পঞ্চায়েতের খামারপুকুর পাড়ায়। মহিলার নাম সুখী বিবি। সুখী বিবি বলেন, মেম্বারের ভয়ে, আমি গ্রামে ঢুকতে পারি না। পারিবারিক জমি নিয়ে বিবাদের জেরে গ্রাম ছেড়ে বাইরে থাকতে হচ্ছে ওই পরিবারকে। কয়েকমাস ধরে চলছে সুখী বিবির আত্মীয়দের মধ্যে বসত বাড়ির জায়গা নিয়ে বিবাদ। আর সেই বিবাদ থামাতে গিয়ে তার বাড়ি ভাঙচুর করে। সুখী বিবির পরিবারের উপর অত্যাচারের অভিযোগ স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রিটন খানদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, সুখী বিবির জায়গা নিয়ে নিজেদের পরিবারের মধ্যে কয়েকমাস ধরে ঝামেলা। সেই ঝামেলা মীমাংসা করে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সহ তার অনুগামীরা। কিন্তু সুখী বিবির জায়গা থেকে তাকে উচ্ছেদ করে দেওয়ার অভিযোগ সুখী বিবির আত্মীয় ও পঞ্চায়েত সদস্যর বিরুদ্ধে। তার মদতে তার চালা ঘর ভাঙচুর করে। তার বাচ্চাদের ঘরে ভোরে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। পুলিশে অভিযোগ করলেও পঞ্চায়েত সদস্যর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। উপরন্তু পঞ্চায়েত সদস্যর কথা মতো পাইকর থানার পুলিশ তাকেই মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতার করার হুমকি দিচ্ছে বলেও অভিযোগ। যদিও সুখী বিবির অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রিটন খানের। তাদের ভাই- বোনের জমি নিয়ে বিবাদ। সেই বিবাদের মীমাংসা করে তার প্রাপ্য জমি তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিলো, কিন্তু তিনি সেটা মানতে চায় নি। তার জন্য তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করছে। তাকে গ্রাম ছাড়া করা হয়নি। তার মেয়ে বাড়িতে থাকছে তিনিও বাড়িতে থাকতে পারেন। পঞ্চায়েত সদস্যর বেশ ধরে স্থানীয় তৃণমূল নেতা ও পঞ্চায়েত উপ প্রধান জানান, এত বড় গ্রামে উনি ঝামেলা করছে, গ্রামের লোক মাস পিটিশন করে তাকে গ্রাম ছাড়া করার চিন্তা ভাবনা নিয়েছিলো কিন্তু আমি তা করতে দিইনি। উনি নিজের বাড়িতে আসতে পারেন। এই ভাবে ঘরে তালা মেরে মহিলা বাইরে থাকা নিয়ে নিন্দা করেছে স্থানীয় কংগ্রেস থেকে বাম নেতারা।

ছেলেদের অত্যাচারের ঘর ছাড়া বৃদ্ধা

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ৪ এপ্রিল ঃ দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করে প্রসব যন্ত্রণা সহ্য করে জন্ম দেওয়া সন্তানদের অত্যাচারে মহকুমার পুলিশ আধিকারিক প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন ৮০ বছরের এক বৃদ্ধা। অত্যাচারিতা লক্ষ্মী বালা সরকারের বাড়ি পূর্বস্থলী থানার মাজিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের চর চুয়াডাঙ্গা গ্রামে। বৃদ্ধার ছয় ছেলে এবং দুই মেয়ে বর্তমান। বৃদ্ধার অভিযোগ সন্তানদের কয়েকজন অসৎ ভাবে অবলম্বন করে জমি জায়গা নিজেদের নামে দলিল করে নিয়েছে। তারপরেই বৃদ্ধাকে তার স্বামীর ঘর থেকে বার করে দেয় বলে অভিযোগ। সেই থেকেই এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত স্বামীর বাড়ি থেকে দূরে থাকা এক সন্তানের কাছে তার আশ্রয় হয়েছে। দীর্ঘ ১২ বছর আগে ভিন রাজ্যে বিয়ে হয়ে যাওয়া ২ কন্যা মায়ের এই করুন অবস্থার কথা জানতে পারেন। তারা ভিন রাজ্য থেকে ফিরে এসে মায়ের উপর হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে, তারাও লাঞ্ছিত হন বলে অভিযোগ। ভিন রাজ্যে বিয়ে হয়ে যাওয়া দুই কন্যা সন্ধ্যা মজুমদার ও শ্রীলেখা সরকার শর্মা সোমবার মাকে নিয়ে বিচার চাইতে আদালতে এসেছিলেন। গতকাল সরকারি ছুটি থাকায় কালনা মহকুমা শাসককে অভিযোগ জানাতে না পারলেও, তারা কালনা মহাকুমা পুলিশ আধিকারিকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। পাশাপাশি কালনা আদালতেও একটি মামলা দায়ের করেছেন। তাদের আইনজীবী সিদ্ধার্থ শংকর মন্ডল বলেন, ঘটনাটি খুবই বেদনাদায়ক। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব বৃদ্ধাকে এই অন্যায়ের বিচার পাইয়ে দেওয়ার। অন্যদিকে বৃদ্ধার অভিযুক্ত বড় ছেলে গৌরাঙ্গ সরকার ফোনে জানান মায়ের অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য। আমরা কেউ মাকে অত্যাচার করে তাড়িয়ে দিইনি। আর ভাই-বোনেরা যে যার পৈতৃক সম্পত্তির দাবিদার তাদেরও আমরা সম্পত্তির ভাগ দিতে রাজি আছি। তবে কোন সরকারি আধিকারিকের বক্তব্য পাওয়া যায়নি এই ব্যাপারে।

সংঘর্ষে উত্তপ্ত দিনহাটা, আহত ২

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ৪ এপ্রিল ঃ কোচবিহারের দিনহাটার ভেটাগুড়িতে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত এলাকা। সংর্ঘষে আহত হয়েছেন দুজন। আহতরা দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ ঘটনা ঘটেছে। আহত তৃণমূল কর্মীদের নাম বিশ্বজিত বর্মন ও অজিত বর্মন। তৃণমূলের দিনহাটা-১ বি ব্লক সভাপতি অনন্ত বর্মন জানান, এদিন বাজারে বিজেপি কর্মীরা আচমকাই হামলা চালায়। হামলায় তাঁদের দুই কর্মী আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন দলের অন্য কর্মীরা। অভিযোগ, নানাভাবে এলাকাকে অশান্ত করে তোলার চেষ্টা করছে বিজেপি। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব। এদিকে, ঘটনার প্রতিবাদে ভেটাগুড়িতে পথ অবরোধ করে তৃণমূল। দিনহাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

হাঁটু জলে নাজেহাল, প্রশাসনকে জানিয়েও কাজ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ মানুষ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ এপ্রিল ঃ বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার জেরে চরম সমস্যায় দোকানদার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ। হাঁটু জলে কার্যত থৈ থৈ অবস্থা মানিকচক ব্লকের মথুরাপুর চৌরঙ্গী এলাকার। এমন অবস্থায় নাজেহাল সাধারণ মানুষের। গোটা ঘটনায় শাসক দলকে দুষছেন বিজেপি। তোলাবাজি কাঠ মানিক ইস্যু টেনে তৃণমূলকে আক্রমণ বিজেপির। এদিকে প্রশাসনকে জানিয়েও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষুব্ধ দোকানদাররা। নিকাশি ব্যবস্থার দ্রুত ব্যবস্থা করা হোক দাবি তুলেছেন সাধারণ মানুষ। মালদার মানিকচক ব্লকের মথুরাপুর চৌরঙ্গী এলাকা বর্তমানে এক নজরে দেখলে মনে হতে পারে কোন ডোবা। হাঁটু জল জমে মানিকচক রতুয়া রাজ্য সড়কের ওপর। আর এমন অবস্থা জন্য এলাকার বেশ কিছু দোকানদাররাই দায়ী। স্থানীয়দের মতে, বিগত দিনে এই এলাকায় এমন পরিস্থিতি হতো না। জল নিকাশি নিয়ে এমন ভাবতে হয়নি সাধারণ মানুষকে। কিন্তু বর্তমানে রাজ্য সড়কের গা ঘেঁষে একের পর এক নির্মাণ হয়েছে দোকান ও রেস্তোরাঁ। জল নিকাশের জন্য সামান্যটুকুও ভাবেনি ওই সমস্ত দোকানদাররা। আর এই পরিস্থিতিতে অল্প বৃষ্টি হলে কার্যতর ডোবার চেহারা নিচ্ছে এই মথুরাপুর চৌরঙ্গী। স্থানীয় দোকানদাররা জানাচ্ছেন, গুরুত্বপূর্ণ এই মথুরাপুর চৌরঙ্গীর এমন অবস্থার জন্য দায়ী একমাত্র বেশ কিছু দোকানদার। নিকাশি কোনরকম কোন তোয়াক্কা না করে নির্মাণ কাজ করার ফলে বর্তমানে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। সমস্যায় পড়তে হচ্ছে চৌরঙ্গী এলাকার দোকানদার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে। তবে এমন অবস্থায় জন্য প্রশাসনকেও রীতিমতো দায়ী করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বারংবার পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের বিষয়টি জানানো হলেও কেউ কোনো রকম কর্ণপাত করছে না। রাজনৈতিক নেতা হোক বা সরকারি কর্মী সকলেই যেন নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে মুখ ফিরিয়ে রেখেছেন বলে অভিযোগ তুলছেন এলাকার বাসিন্দারা। তবে এমন পরিস্থিতির জন্য রাজ্যের শাসক দলকে তীব্রভাবে কটাক্ষের সুর চড়িয়েছেন সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক গৌড় চন্দ্র মন্ডল। তিনি জানান, উন্নয়নের নামে এই সরকার কেবলমাত্র প্রহসন করেছে। যেখানে কাটমানি দুর্নীতি করা যায় সেখানেই তারা মাথা লাগায়। মানিকচকে দুর্নীতি করার জন্য তৃণমূলের একটি টিম রয়েছে। শুধু দুর্নীতি করাই তাদের কাজ, মানুষের জন্য কাজ করার কোন ইচ্ছা নেই। প্রয়োজনে মানুষের জন্য আন্দোলন ধর্ণায় নামার হুঁশিয়ারিও দিচ্ছেন বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক। এইপ্রসঙ্গে মালদা জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক সমোদ্বীপ সরকার জানান, জল নিকাশির ব্যবস্থার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সমস্ত দোকানদার মানুষদের বুঝিয়ে নিকাশি ব্যবস্থা সঠিক করতে কিছুটা সময় লাগবে। আর বিজেপির কাজই হলো তৃণমূলের বিরুদ্ধে বলা। যিনি আজ তৃণমূলের বিরুদ্ধে বলছেন তিনি তৃণমূল থেকে লুটে বিজেপিতে পালিয়েছেন। তার বিরুদ্ধে বলা আমার ইচ্ছে নেই। মানুষ জানে তার সঠিক উত্তর মানুষই দিবে। এদিকে জল নিকাশের জন্য আপৎকালীন ব্যবস্থার বার্তা রাখেন জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক।

জিআই ট্যাগ পেল বেনারসী পান ও ল্যাংড়া আমও

লখনউ, ৪ এপ্রিল ঃ বেনারসী পানের মুকুটে জুড়ল নতুন পালক। জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন, অর্থাৎ জিআই ট্যাগ পেয়েছে বেনারসের পান। শুধু সুস্বাদু বেনারসী পান নয়, জি জিআই ট্যাগ পেল- ল্যাংড়া আম, রামনগর ভান্তা (বেগুন) এবং আদমচিনি চাল। নতুন চারটি সংযোজন নিয়ে উত্তরপ্রদেশের কাশীর মোট ২২ টি জিনিস জিআই ট্যাগ পেল। অপূর্ব এবং বিশেষ স্বাদের জন্য দেশজোড়া সুখ্যাতি রয়েছে বেনারসের পানের। স্থানীয় মানুষ হোক, কিংবা দেশ বিদেশের পর্যটক, সকলের কাছে বিপুল জনপ্রিয়তা রয়েছে এটির। বিশেষত্ব হল, নানা রকম মশলা দিয়ে তৈরি এই পান এতটাই নরম যে তা মুখে দিলেই প্রায় গলে যায়। পানের সঙ্গেই জিআই ট্যাগ পেয়েছে বেনারসের আরও ৩ টি জিনিস- ল্যাংড়া আম, রামনগর ভান্তা (বেগুন) এবং আদমচিনি চাল। নতুন চারটি সংযোজন নিয়ে উত্তরপ্রদেশের কাশীর মোট ২২টি জিনিস জিআই ট্যাগ পেল। এর আগে কাশী এলাকার আরও ১৮ টি জিনিস জিআই ট্যাগ পেয়েছিল। সেগুলি হল- বেনারস ব্রোকেড এবং শাড়ি, হাতে বোনা ভাদোহী কার্পেট, মির্জাপুরের হাতে বোনা কার্পেট, বেনারসের ধাতব পাত্র এবং অন্য জিনিস, বেনারসের গোলাপি মিনাকারী, বেনারসের কাঠের তৈরি ল্যাকারওয়্যার এবং খেলনা, নিজামাবাদের ব্ল্যাক পাটরি, বেনারসের কাঁচের তৈরি পুঁতি, বেনারসের নরম পাথরের জালের কাজ, গাজীপুরের ওয়াল হ্যাংগিং, চুনারের বেলেপাথর, চুনারের গ্লেজ করা মাটির জিনিস, গোরক্ষপুরের টেরাকোটা, বেনারসের জারদৌসি, বেনারসের হ্যান্ড ব্লক প্রিন্ট, বেনারসের কাঠ কুঁদে তৈরি জিনিস, মির্জাপুরের পিতলের বাসন এবং মাউ শাড়ি। এই বিষয়ে পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত জিআই বিশেষজ্ঞ ড. রজনীকান্ত জানিয়েছেন, 'যে চারটি প্রোডাক্ট জিআই ট্যাগ পেয়েছে সেগুলি প্রত্যেকটাই কৃষিকাজ ও উদ্যানপালনের সঙ্গে জড়িত। নাবার্ড ও উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।' তিনি এও জানিয়েছেন, এই চারটি প্রোডাক্টের সঙ্গে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ সরাসরি জড়িত। যাকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর ২৫ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হয় দেশে। আগামী মাসের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের আরও ৯টি জিনিস জিআই তকমা পেতে পারে বলে আশাবাদী তিনি। সেগুলির মধ্যে রয়েছে বেনারসের লাল প্যাড়া, তিরঙ্গি বরফি, বেনারসের ঠান্ডাই, বেনারসের লাল ভারওয়া লঙ্কা এবং চিরাইগাওঁ গুজবেরি।

জামালপুর সেলিমাবাদ হাই স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী পালন

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৪ এপ্রিল ঃ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে সেলিমাবাদ হাই স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। ৪ ও ৫ এপ্রিল এই দুদিন ধরে চলবে অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার সকালে প্রভাতফেরি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করে হয়। পরে বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলন করেন প্রধান শিক্ষক ভোলানাথ কর্মকার। এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সদর দক্ষিণ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুপ্রভাত চক্রবর্তী, বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভুতনাথ মালিক, ব্লকের বিডিও শুভঙ্কর মজুমদার, পূর্তের কর্মাধক্ষ্য তথা তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, জামালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ইনস্পেকটার রাকেশ সিং, জামালপুর ১ পঞ্চায়েত প্রধান ডলি নন্দী, উপপ্রধান সাহাবুদ্দিন মন্ডল বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নের সদস্য অলিউল্লা খান, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শক্তিপদ সাঁতরা সহ বিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক- শিক্ষিকারা। অতিথিদের চন্দনের ফোঁটা, উত্তরীয়, ফুলের তোড়া ও সুন্দর একটি স্মারক দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। বিধায়ক থেকে পঞ্চায়েত সমিতি ও পূর্তের কর্মাধক্ষ্য সকলেই বিদ্যালয়ের বর্তমানে যে শ্রীবৃদ্ধি ও সাফল্য তার প্রশংসা করে বর্তমান সরকারের শিক্ষা নীতি এবং বিদ্যালয়ে নানা প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন যার ফলে রাজ্য জুড়ে লক্ষ লক্ষ পড়ুয়া উপকৃত হচ্ছেন। বিডিও শুভঙ্কর মজুমদার তিনিও বিদ্যালয়ের যে অভাবনীয় উন্নতি তার প্রশংসা করেন। দুদিন ধরে চলবে অনুষ্ঠান, নাচ, গান, আবৃত্তি নাটক সহ নানা সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। কলকাতা থেকে শিল্পীরা আসবেন অনুষ্ঠান করতে। বেশ কিছু গুণী মানুষদের সম্বর্ধিত করা হবে। সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে 'নব দিগন্ত' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন বিডিও শুভঙ্কর মজুমদার। অনুষ্ঠানটি সুন্দর ভাবে পরিচালনা করেন শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী ও জাহাঙ্গীর আলম। এই অনুষ্ঠান ঘিরে শিক্ষক- শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটা আবেগ কাজ করছে।

সেবকের সেতু থেকে তিস্তায় ঝাঁপ চিকিৎসকের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল ঃ সেবকের করোনেশান সেতু থেকে তিস্তা নদীতে ঝাঁপ দিলেন এক চিকিৎসক। উদ্ধার হয়েছে চিকিৎসকের ব্যবহৃত গাড়িটি। চিকিৎসকের খোঁজে নদীতে তল্লাশি চালাচ্ছে। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয় নি। সূত্রের খবর, তিনি জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগের চিকিৎসক। কালিম্পং থানার অধীনে থাকা মংপং পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায় অর্থাৎ করোনেশান সেতুর শেষ মাথায় ওই চিকিৎসকের ব্যবহৃত গাড়িটিও পাওয়া গিয়েছে। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত সৌরভ রায় নামে ওই চিকিৎসকের কোনও হদিস পাওয়া যায়নি। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ কল্যাণ খান বলেছেন, খুবই দুঃখজনক ঘটনা। কী এমন হল যে নদীতে ঝাঁপ দিতে হল, সেটাই বুঝতে পারছি না। ওই চিকিৎসককে দেখে কখনওই খুব মানসিক চাপে রয়েছেন বলে মনে হয়নি। আমরা সবাই এই ঘটনায় হতবাক। পুলিশ চিকিৎসকের খোঁজে নদীতে তল্লাশি চালাচ্ছে। জানা গিয়েছে, ওই চিকিৎসকের বাড়ি কলকাতায় হলেও দীর্ঘদিন ধরেই তিনি স্ত্রী এবং এক সন্তানকে নিয়ে শিলিগুড়িতেই থাকতেন। অরবিন্দপল্লির গোখেল রোডে ফ্ল্যাটও কিনেছেন।

লক্ষ্মীবার ইডেন কাঁপাতে হাজির থাকবেন বাদশা

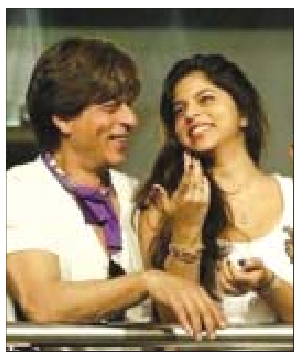

কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ প্রথম ম্যাচেই পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে হেরে আইপিএল অভিযান শুরু করেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। বৃহস্পতিবার তাদের প্রতিপক্ষ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। বিরাটদের বিরুদ্ধে মেগা ম্যাচে দলকে অনুপ্রাণিত করতে কলকাতায় আসছেন কর্ণধার শাহরুখ খান। চার বছর পর আবার ঘরের মাঠে আইপিএলের ম্যাচ খেলতে নামছে নাইট ব্রিগেড। বিরাট বনাম রাসেলের ডুয়েল। তবে কলকাতার ক্রিকেট প্রেমীদের জন্য বাড়তি আকর্ষণ হতে চলেছে ভিআইপি গ্যালারিতে কিং খানের উপস্থিতি। এরআগে কেকেআর ইডেনে খেললেই গ্যালারিতে নিয়মিত উপস্থিত থেকেছেন বলিউড বাদশা। এমনকি ম্যাচ শেষে নিজস্ব ভঙ্গিমায় ইডেনের দর্শকদের হৃদয় জিতে নিয়েছেন বাজিগর। লক্ষ্মীবারের সন্ধ্যায় ঘরের খেলা দেখতে ইডেনে হাজির থাকবেন শাহরুখ খান।ম্যাচের আগেই তিলোত্তমায় আসবেন পাঠান। মালিকের উপস্থিতি নীতিশ রানার দলের কাছে বাড়তি মোটিভেশন হতে চলেছে। শাহরুখ মানেই পারফর্মার, শাহরুখ মানেই এক্সট্রা এনার্জি। নিজের সেই অতিরিক্ত এনার্জিটাকেই দলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন নাইট কর্ণধার। বৃহস্পতিবারের ম্যাচে আরসিবির হয়ে গলা ফাটাতে কলকাতায় আসছেন বিরাট ঘরণী অনুষ্কা শর্মা। তাই শাহরুখ-অনুষ্কা জুটিকে দেখা যেতেই পারে ক্রিকেটের নন্দন কাননে। এদিকে ঘরের মাঠে খেলতে নামতে মুখিয়ে আছেন টিম নাইট রাইডার্স। করোনার কালবেলা কাটিয়ে আবারও ইডেনে হতে চলেছে কেকেআর ক্রিকেট শো। ঘরে ফেরার প্রসঙ্গে দলের ক্যারিবিয়ান স্পিনার সুনীল নারাইন বলেছেন, ইডেন কেকেআরের হোম গ্রাউন্ড। ইডেনে খেলতে পারলে খুব ভালো লাগে কারণ এখানকার দর্শকদের বিষয়ে আমরা সবাই অবগত। এই মাঠে খেলার স্মৃতিগুলি খুবই মিষ্টি মধুর। ইডেনে গ্যালারি সমর্থনের কথা না বললেই নয়। ঘরের মাঠে দর্শকদের সামনে আবারও খেলার অনুভূতি দারুন হবে। ইডেনে দর্শকরা বাড়তি মোটিভেশনের কাজ করেন। আরসিবি বনাম কেকেআর ম্যাচের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। ময়দানজুড়ে টিকিটের হাহাকার। বিরাটদের বিরুদ্ধে হাই ভোল্টেজ ম্যাচে নাইটদের প্রধান অস্ত্র কিন্তু আন্দ্রে রাসেলই। আরসিবি ম্যাচ প্রসঙ্গে সুনীল নারাইন বলেন, ব্যাঙ্গালোরে বিরুদ্ধে অনেক রান রয়েছে রাসেলের এই ম্যাচেও আশা করছি ও বড় রান পাবে। ও আমাদের বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ জিতিয়েছে, এমনকি এমনও হয়েছে অনেক ম্যাচে যেখানে আমরা কার্যত হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম কিন্তু রাসেল একাই আমাদের ম্যাচ জিতিয়ে দিয়েছে। পন্থের জার্সি ডাগ আউটে রাখতে পারবে না দিল্লি ক্যাপিটালস দুই দলে এই একাধিক ভালো ক্রিকেটার রয়েছেন। তাই উপভোগ্য হবে এই ম্যাচ। আমরা আত্মবিশ্বাসী মাঠে নেমে ভালো পারফরম্যান্স করে পয়েন্ট ঘরে তোলার বিষয়ে। এবারের আইপিএলে শুরুটা একেবারেই ভালো হয়নি কেকেআরের জন্য মোহালিতে বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে পাঞ্জাব কিংসের কাছে হারতে হয়েছে চন্দ্রকান্ত পন্ডিতের দলকে। ঘরের মাঠে পন্ডিতের ছাত্রদের ঘুরে দাঁড়ানোর পালা।

ইস্টবেঙ্গলের নতুন কোচ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে লোবেরা

কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ ইস্টবেঙ্গলের নতুন কোচ কে হতে পারেন, এই নিয়ে দৌড়ে বেশ কয়েকজনের নামই ছিল। এর মধ্যে এটিকের প্রাক্তন কোচ অ্যান্টোনিও লোপেজ হাবাস, বেঙ্গালুরু এফসির প্রাক্তন কোচ কুয়াদ্রাতের পাশাপাশি নাম ছিল সের্জিও লোবেরার। এই স্প্যানিশ কোচ দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন। সূত্রের খবর, ইস্টবেঙ্গলের চুক্তিতে মৌখিক ভাবে সম্মতি দিয়েছেন সের্জিও লোবেরা। ইস্টবেঙ্গলের কোচ হিসেবে ৯৯ শতাংশ নিশ্চিত লোবেরা। সামনেই সুপার কাপ। এখনই নতুন কোচের নাম ঘোষণা করলে টুর্নামেন্টের আগে দলের মনোবল ভেঙে যেতে পারে। সে কারণেই সুপার কাপ শেষ হওয়া না অবধি সরকারি ভাবে ঘোষণা করা নাও হতে পারে। সূত্রের খবর, লোবেরার সঙ্গে চুক্তি শুধু সময়ের অপেক্ষা। চিনের ক্লাব সিচুয়া জিনিউ ক্লাবে কোচিং করান লোবেরা। তবে ভারতীয় ফুটবলে প্রচুর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের দুই ক্লাব এফসি গোয়া এবং মুম্বই সিটি এফসিতে কোচিং করিয়েছেন সের্জিও লোবেরা। অতীতে বার্সিলোনার কোচিং টিমেও ছিলেন। ফুটবল দর্শনে তিনি অনুসরণ করেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির কোচ পেপ গুয়ার্দিওলাকে। সব মিলিয়ে প্রায় ২৫ বছরের বেশি কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে। ভারতীয় ফুটবলে বহু স্প্যানিশ কোচকেই দেখা গিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম সফল কোচ নামা হয় সের্জিও লোবেরাকে। তাঁর কোচিংয়ে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মুম্বই সিটি এফসি। এ ছাড়াও কোচ হিসেবে ভারতীয় ফুটবলে তাঁর ব্যাপক সাফল্য। সুপার কাপ, আইএসএল লিগ শিল্ড এবং ট্রফি, সবই জিতেছেন। ইস্টবেঙ্গল গত মরশুমের শুরুতেই ইনভেস্টর সমস্যায় পড়েছিল। শেষ মুহূর্তে ইনভেস্টর হিসেবে ইমামির সঙ্গে চুক্তি হয়। কিন্তু সময় কম থাকায় দল গুছিয়ে উঠতে পারেনি। এ বার অনেক আগে থেকেই কোচ এবং দল গোছানোর কাজ শুরু করে দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ও ইমামি। দফায় দফায় আলোচনা হয়েছে ক্লাব ও ইনভেস্টরদের মধ্যে। কিছুদিন আগেই ক্লাবের অফিসে এসে ইমামি কর্তা জানিয়েছিলেন, কোচ বদল হচ্ছে। বেশ কয়েক জনের মধ্যে লোবেরাই প্রথম পছন্দ লাল-হলুদের। কোচ হিসেবে ভারতে ভালো মানের বিদেশি নিয়ে এসেছেন লোবেরা। হাবাস যেমন রয় কৃষ্ণ, ডেভিড উইলিয়ামস, তিরিদের মত তারকাদের এনেছিলেন। লোবেরো আবার আহমেদ জহু, হুগো বুমোসদের মত মরোক্কান সুপারস্টারদের এনেছেন। তিনি ইস্টবেঙ্গলে পা রাখার পর দুই মোহনবাগানি ও মুম্বইয়ের দুই তারকাই নাম লেখাতে পারেন ইস্টবেঙ্গলে। এমন সম্ভবনা জোরালো হল মঙ্গলবারই। তবে এখনও এই বিষয়ে কোন তরফ থেকে কোন রকম কোন সরকারি বার্তা মেলেনি। ফলে বিষয়টিকে আপাতত জল্পনার স্তরেই রাখা ভাল বলে মনে করা হচ্ছে।

নামের সাথে 'কিং' শব্দ যোগে তীব্র আপত্তি বিরাট কোহলির

কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ আইপিএলের ম্যাচে বৃহস্পতিবার ইডেনে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। নিজেদের মাঠে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে উড়িয়ে দিয়েছে আরসিবি। বিরাট কোহলি বিধ্বংসী ইনিংস খেলে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন। ক্রিকেটের নন্দনকাননে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ২০১৯ সালে টেস্ট শতরান পাওয়ার পরবর্তী সেঞ্চুরির জন্য কোহলিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ৩ বছর। ধাপে ধাপে তিন ফরম্যাটে শতরান এসেছেন কিং কোহলির ব্যাটে। কলকাতায় পা রেখেছেন আইপিএলের প্রথম ম্যাচে অপরাজিত ৮২ রানের ইনিংস খেলে। বিরাট কোহলির জন্য ইডেন ম্যাচে টিকিটের হাহাকার। বিমানবন্দরেও কোহলিকে নিয়ে উন্মাদনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। এদিন সকালেই আরসিবির সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি মজাদার ভিডিও আপলোড করা হয়েছে। তাতে বিরাট কোহলির সাক্ষাৎকার রয়েছে। এই সাক্ষাৎকারের ফাঁকেই বিরাট কোহলি কবিতাও লিখে ফেললেন। কমেডিয়ান দানিশ শেঠের মিস্টার নাগস অবতারের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন কোহলি। হঠাৎই তাঁকে কয়েকটি শব্দ দিয়ে কবিতা লিখতে বলা হয়। যা তাঁর কেরিয়ারের সঙ্গেও মানানসই। এই শব্দগুলিকে সাজিয়ে বিরাট কবিতা লিখে ফেললেন। তারই মধ্যে দিলেন পরামর্শ। বললেন, প্রত্যাশা নিজের মধ্যে রাখতে হবে। বাইরে প্রকাশ করার দরকার নেই। প্রকাশ করলে তা দাবি হয়ে ওঠে। কোহলি প্রথমে মজা করে কবিতার লাইন বলার সময় ক্যামেরা বন্ধ করতে বলেন। কিন্তু তিনি যে কবিতাটি লিখেছেন তা সঞ্চালককে তো বটেই, আরসিবি ফ্যানেদেরও মুগ্ধ করেছে। বিরাট কোহলির এই গুণের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত ছিলেন না। কবিতার প্রতিটি লাইনেই রয়েছে অনুপ্রাণিত করার বার্তা। বিরাটকে ভক্তরা কিং কোহলি বলেন। তবে কিং শব্দটি বিরাটের পছন্দ নয়। আরসিবি ইনসাইডার শোতে তিনি বলেন, আমি জানি তাঁরা কেন এই নামে ডাকেন। কিন্তু আমি এটাকে প্রেফার করি না। আমি নিজের বিরাট নাম শুনতেই পছন্দ করি। মানুষ ভালোবাসা থেকেই আমাকে কিং বলেন। এদিকে আরসিবি যেমন চলতি আইপিএল মরশুমে রজত পাতিদারকে আর পাবে না, তেমনি শ্রেয়স আইয়ারকে হারাতে হচ্ছে কলকাতাকে। শ্রেয়স আইয়ারকে চলতি আইপিএলে পরের দিকে পাওয়ার আশায় ছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। শ্রেয়স নিজেও সেই সম্ভাবনার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। যদিও শেষ অবধি তিনি আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন। খেলতে পারবেন না আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালেও। শ্রেয়সের পিঠে অস্ত্রোপচার হবে। ফলে বিশ্বকাপের আগেও তিনি সুস্থ হতে পারবেন কিনা তা নিয়ে সংশয় থেকে যাচ্ছে। শ্রেয়সকে অনেক আগেই পিঠের চোট সারাতে অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দিয়েছিলেন চিকিৎসকরা। কিন্তু শ্রেয়স আইপিএল ও ওভাল টেস্ট খেলে অস্ত্রোপচার পিছিয়ে দিতে চাইছিলেন। ক্রিকইনফোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতে পিঠের চোটের অস্ত্রোপচার করছেন না শ্রেয়স। বিদেশে যাচ্ছেন। অস্ত্রোপচার হলে কমপক্ষে তিন মাসের জন্য ছিটকে যাবেন শ্রেয়স। তারপর প্রশিক্ষণ শুরু করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আগামী অক্টোবর-নভেম্বরে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের আগেই মাঠে ফিরে যাবেন বলে সংশ্লিষ্ট মহলের মত।

ডোপিংয়ের দায়ে ৪ বছরের নির্বাসনে কমনওয়েলথ সোনাজয়ী সঞ্জিতা চানু

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল ঃ কমনওয়েলথ গেমসে দু'বারের সোনাজয়ী সঞ্জিতা চানু ডোপিংয়ের দায়ে চার বছরের জন্য নির্বাসিত হলেন। গত বছর গুজরাতে জাতীয় গেমস চলাকালীন সঞ্জিতার নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেই ডোপ টেস্টে উত্তীর্ণ হতে পারেননি এই ভারোত্তোলক। তারই জেরে সঞ্জিতার এই শাস্তির কথা জানিয়েছে ন্যাশনাল অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সি। সঞ্জিতার নমুনায় অ্যানাবলিক স্টেরয়েড ড্রস্টানোলোন মেটাবলাইট পাওয়া গিয়েছে। যা ওয়ার্ল্ড অ্যান্টি ডোপিং এজেন্সির দ্বারা নিষিদ্ধ। গত বছর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে জাতীয় গেমস হয়। সেখানে অংশ নেন সঞ্জিতা। প্রতিযোগিতার মাঝেই নমুনা সংগৃহীত হয়েছিল। ভারতীয় ভারোত্তোলন সংস্থার সভাপতি সহদেব যাদব সঞ্জিতার নির্বাসনের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। জাতীয় গেমসে রুপো জিতেছিলেন সঞ্জিতা। এবার তা তাঁকে খোয়াতে হচ্ছে। সঞ্জিতা এখনও তাঁর শাস্তি নিয়ে মুখ খোলেননি। ২০১৪ সালে গ্লাসগো কমনওয়েলথ গেমসে ৪৮ কেজি বিভাগে সঞ্জিতা সোনা জিতেছিলেন। ২০১৮ সালে গোল্ড কোস্টের কমনওয়েলথ গেমসে তিনি ৫৩ কেজি বিভাগে সোনা জেতেন। চার বছরের জন্য নির্বাসিত হলেও শাস্তির এই নিদান পুনর্বিবেচনার জন্য আর্জি জাবনাতে পারবেন মণিপুরী ভারোত্তোলক। তবে সেই পথে হাঁটবেন কিনা সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে এই প্রথম কিন্তু ডোপিংয়ের ফাঁদে জড়াননি সঞ্জিতা। উদাহরণ আগেও রয়েছে। ২০১১ সালে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জজয়ী সঞ্জিতাকে ২০১৮ সালে ডোপিংয়ের জন্য নির্বাসনে পাঠায় আন্তর্জাতিক ওয়েটলিফটিং ফেডারেশন। ২০১৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর নমুনায় নিষিদ্ধ অ্যানাবলিক স্টেরয়েড টেস্টোস্টেরন মেলার বিষয়টি সামনে আসার পর। যদিও ২০২০ সালে সেই শাস্তি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। ফের ডোপ টেস্টে জড়িয়ে পড়ার পরিস্থিতি জানতে পেরে গত জানুয়ারিতে সঞ্জিতা বলেছিলেন, ডোপিংয়ের শাস্তি সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। কেন আমি ফের সেই পথে হাঁটব? আমি আবেদন করব কিনা ঠিক করিনি। যদি শাস্তি প্রত্যাহারের আবেদন করি তাতেও নিজেকে কলঙ্কমুক্ত করতে অনেকটা লময় লাগবে। তাতে এশিয়ান গেমস বা অলিম্পিকে অংশগ্রহণের সুযোগ হাতছাড়া হবে। আবার আবেদন না করলে নির্বাসিতও হব। ফলে দুই দিক দিয়েই আমার ক্ষতি। সঞ্জিতা নিজেকে নির্দোষ বলেও দাবি করেছিলেন গত জানুয়ারিতে। তিনি বলেন, আগে যখন ডোপিংয়ের অভিযোগ উঠেছিল তারপর থেকে ডায়েট-সহ সব কিছু বিষয়েই সতর্কতা অবলম্বন করে চলি। সাপ্লিমেন্ট গ্রহণের সময়ও দেখে নিই এগুলিতে নিষিদ্ধ কিছু রয়েছে কিনা। ফলে আমি বুঝতে পারছি না কীভাবে এ সব হলো!

শাকিবের বিকল্পের খোঁজে নাইটরা

কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ আইপিএল শুরু আগে থেকে চোটের সমস্যায় জেরবার কলকাতা নাইট রাইডার্স। চোটের জন্য গোটা টুর্নামেন্ট থেকে প্রায় ছিটকে গিয়েছেন অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। প্রথম কয়েকটি ম্যাচে খেলতে পারবেন না নিউজিল্যান্ডের পেসার লকি ফার্গুসন। আরসিবি ম্যাচ শুরুর দিন রয়েক আগে আরও বড় বজ্রাঘাত নাইট শিবিরে। আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ালেন বাংলাদেশের অল রাউন্ডার শাকিব আল হাসান। দেশের হয়ে খেলার কারনে আইপিএলে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পদ্মাপাড়ের অলরাউন্ডার। শাকিবের মত অভিজ্ঞ এবং নির্ভরযোগ্য অলরাউন্ডারকে রেখেই এবার ছক সাজিয়েছিল কেকেআর। এমনকি তাঁকে শ্রেয়সের বিকল্প অধিনায়কও ভাবা হচ্ছিল। কিন্তু আইপিএলের শুরুতেই শাকিব নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ায় বড় সমস্যার মধ্যে পড়ল চন্দ্রকান্ত পন্ডিতের দল। এই পরিস্থিতিতে শাকিবের বিকল্প খোঁজার কাজও শুরু করে দিয়েছে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট। তালিকায় রয়েছে তিনটি নাম। এর মধ্যে প্রথমেই আছেন দাসুন শনাকা। শ্রীলঙ্কার ক্যাপ্টেনকে টার্গেট করেছে কলকাতার দলটি। মূলত ডেথ ওভারের বোলিংয়ের জন্যই শনাকাকে নেওয়া হতে পারে। এর আগে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সফল হয়েছেন দ্বীপরাষ্ট্রের এই পেসার। মূলত আন্দ্রে রাসেলের ব্যাক আপ হিসাবেই শনাকাকে দলে নেওয়ার চিন্তাভাবনা করছে নাইট থিংক ট্যাঙ্ক। সদ্য সমাপ্ত নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজেও ডেথ ওভারে যথেষ্টই ভালো বল করেছেন শ্রীলঙ্কান অধিনায়ক। তাই শাকিবের বিকল্প হিসেবে প্রথম পছন্দ শনাকাই। তালিকায় দ্বিতীয় নাম অস্ট্রেলিয়ার ডান হাতি ফাস্ট বোলার রিলে মেরিডিথ। এর আগে কয়েকটি আইপিএল ফ্রাঞ্চাইজি তাকে রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে দলে নিয়েছিল। কিন্তু আইপিএলে সেভাবে সুযোগ পাননি অজি পেসার। ফলে নিজের প্রতিভা বা জাত কোনোটাই চেনানোর সুযোগ আসেনি তার সামনে। তবে বিগ ব্যাশ লিগে হোবার্ট হ্যারিকেন্স দলের হয়ে ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করেছেন মেরিডিথ। শুধুমাত্র ভালো পেস বোলিং করাই নয়, একই সঙ্গে যথেষ্ট ভালো ইয়র্কারও করতে পারেন তিনি। তাকে দলে নিলে পেস অ্যাটাকে ধার আরও বাড়বে নাইটদের। তালিকায় তৃতীয় নাম আরও এক অজি ক্রিকেটারের লেন্স মরিস। অস্ট্রেলিয়ার তরুণ প্রজন্মের পেসারদের মধ্যে সবথেকে প্রতিশ্রুতিমান ধরা হচ্ছে মরিসকে। ১৫০ কিমি গতিতে বল করতে পারেন মরিস। তাই তিনিও রয়েছেন নাইট শিবিরের চিন্তাভাবনার মধ্যে। কারণ অসি পেসারকে নিলে দলের বোলিং লাইনের ধার অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে বলেই মত কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টের। তবে এখনও কোনও নামের উপরই চূড়ান্ত সিলমোহর পড়েনি। খুব দ্রুতই শাকিবের বিকল্পকে কলকাতায় আনতে হবে। আইপিএলের শুরুতেই টিম সেট করতে না পারলে সাফল্য পাওয়া কঠিন হবে শাহরুখের দলের।

ওয়াংখেড়েতে ধোনির নামাঙ্কিত আসন

মুম্বই, ৪ এপ্রিল ঃ বারো বছর আগে ২০১১ সালে ২ এপ্রিল ওয়াংখেড়েতে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ২৮ বছর পর বিশ্বকাপ জিতেছিল মহেন্দ্র সিং ধোনির টিম ইন্ডিয়া। ফাইনালে ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন ধোনি। উইনিং স্ট্রোকও এসেছিল তাঁর ব্যাট থেকেই। নুয়ান কুলশেখরার বলে ছক্কা হাঁকিয়ে ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন অধিনায়ক ধোনি। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে লং-অনে ছক্কা মেরে ভারতকে বিশ্বকাপের শিরোপা এনে দিয়েছিলেন মাহি। আর ধোনিকে সম্মান জানাতে অভিনব উদ্যোগ নিল মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা। স্টেডিয়ামের ঠিক যে জায়গায় ধোনির ছক্কা এসে পড়েছিল, সেই আসনকে ধোনির নামে সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা। সভাপতি অমল কালে বলেছেন, ধোনির নামে ওয়াংখেড়েতে একটি আসন সংরক্ষণ করা হবে। কুলশেখরাকে মারা ছয়টা ঠিক যেখানে এসে পড়েছিল, সেই আসনটি ধোনির নামে সংরক্ষণ করা হবে। আমরা ধোনিকে অনুরোধ করব, উদ্বোধনের দিন তাঁকে হাজির থাকার জন্য। ধোনির হাতে বিশেষ স্মারকও তুলে দেওয়া হবে বলে জানান এমসিএ সভাপতি। ক্রিকেটারদের নামে স্টেডিয়ামের স্ট্যান্ড, প্যাভিলিয়ন তো আকছারই দেখা যায়। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ইতিমধ্যেই শচিন তেন্ডুলকর, সুনীল গাভাসকার, বিজয় মার্চেন্ট স্ট্যান্ড রয়েছে। গেট রয়েছে পলি উমড়িগড়, বিনু মানকড়ের নামে। এ বার ধোনির নামে আসন সংরক্ষণ হতে চলেছে। তবে কোনও ক্রিকেটারের ছয়ের স্মারক হিসেবে আসন রক্ষণের মতো ঘটনা ভারতীয় ক্রিকেটে এই প্রথম বার ঘটছে। সে দিক থেকে ধোনি ইতিহাস গড়তে চলেছেন। আগামী ৮ এপ্রিল আইপিএলের চেন্নাই সুপার কিংস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচ রয়েছে। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ওই ম্যাচের দিনই হয়তো স্মারকটির উদ্বোধন করা হবে। তবে পরিকল্পনা তখনই বাস্তবায়িত হবে যদি মহেন্দ্র সিং ধোনির সায় থাকে। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে এমসিএ অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্য অজিঙ্কা নায়েক এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে, তখন সেটি কাউন্সিলে পাস করা হয়নি। পরে অবশ্য সেটি বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। এর আগে ১৯৯৩ সালে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে নিউ সাউথ ওয়েলসের বিরুদ্ধে ভিক্টোরিয়ার হয়ে সাইমন ও'ডোনেলের ১২২ মিটার ছক্কার স্মারক হিসেবে গ্রেট সাউদার্ন স্ট্যান্ডের একটি আসনকে হলুদ রং করা হয়েছে। ২০১৮ সালে আবার মেলবোর্নের ইতিহাদ স্টেডিয়ামে বিগ ব্যাশ লিগের ফ্র্যাঞ্চাইজি মেলবোর্ন রেনেগেডসের ব্র্যাড হজকে সম্মান জানাতে একটি তৃতীয় স্তরের আসন লাল রং করা হয়েছিল। তিনি অবসর নেওয়ার আগে তাঁর শেষ ম্যাচে ৯৬ মিটার লম্বা ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন। অকল্যান্ডের ইডেন পার্কে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট প্রাক্তন অলরাউন্ডার গ্র্যান্ড এলিয়টকে সম্মান জানাতে তাঁর নামে একটি আসনের নামকরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০১৫ সালের বিশ্বকাপে এলিয়ট দক্ষিণ আফ্রিকার ডেল স্টেইনকে একটি ছক্কা মেরেছিলেন, যেটা কিউয়িদের ফাইনালে উঠতে সাহায্য করেছিল।

আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন রজত পাতিদার

কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ ঘরের মাঠে প্রথম ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে দাপুটে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। বৃহস্পতিবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে নামছেন বিরাট কোহলিরা। তার আগেই আরসিবি শিবিরে বড় ধাক্কা। এ বার টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গেলেন আরসিবির তারকা ব্যাটার রজত পাতিদার। টুর্নামেন্টের আগেই চোট ছিল তাঁর। আরসিবির তরফে জানানো হয়েছিল, শুরুর দিকে কয়েক ম্যাচে তাঁকে পাওয়া যাবে না। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে তাঁর রিহ্যাব চলবে। কিন্তু কয়েক ম্যাচ নয়, টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গেলেন রজত পাতিদার। অ্যাচিলিস হিলে চোট রয়েছে আরসিবির এই ব্যাটারের। গত মরশুমে হঠাৎই ডাক পেয়েছিলেন। আরসিবির জার্সিতে অনবদ্য খেলেন। পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে এ বারও সুযোগ মিলেছিল বিরাটদের টিমে। শেষ অবধি চোটের কাছে হার মানতে হল। বোলিং আক্রমণ নিয়ে এমনিতেই চিন্তায় আরসিবি। জশ হ্যাজলউডকে বেশ কিছু ম্যাচে পাবে না রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। অন্তত সাত ম্যাচে নেই নেই হ্যাজলউড। ঘরের মাঠে মরশুমের প্রথম ম্যাচেই বাঁ হাতি পেসার রিস টপলি চোট পান। ফিল্ডিংয়ে ডাইভ দিতে গিয়ে কাঁধে লাগে ইংল্যান্ডের এই পেসারের। যে ভাবে তড়িঘড়ি মাঠ ছেড়েছিলেন, তাঁর চোট গুরুতরই মনে হয়েছিল। বৃহস্পতিবারের ম্যাচে টপলিকে পাওয়া নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। এ বার রজত পাতিদারের চোট চিন্তা বাড়াল আরসিবি শিবিরে। কিছুক্ষণ আগেই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের তরফে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে জানানো হয়েছে, পুরো টুর্নামেন্টেই খেলতে পারবেন না রজত। যদিও তাঁর পরিবর্ত ঘোষণা করা হয়নি। এত দ্রুত পরিবর্ত ঘোষণা না করার সিদ্ধান্ত আরসিবির।

দিল্লিকে সতর্কবার্তা

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল ঃ ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গোটা আইপিএল থেকে ছিটকে গিয়েছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। কিন্তু দিল্লি দলের সঙ্গে না থেকেও প্রবলভাবেই রয়েছেন পন্থ। আইপিএলের প্রথম ম্যাচে লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে মাঠে আসতে পারেননি দিল্লি দলের 'আইকন ক্রিকেটার'। কিন্তু মাঠে সশরীর উপস্থিত না থাকলেও ডাগ আউটে তার উপস্থিতি জানান দিয়েছিলেন সতীর্থরা। ঋষভ পন্থের ব্যবহৃত ১৭ নম্বর জার্সি ডাগআউটের মাথায় টাঙিয়ে রেখেছিল দিল্লি ক্যাপিটালস দল। কিন্তু পন্থের জার্সি ঝুলিয়ে রাখার বিষয়টি একেবারেই পছন্দ নয় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের। বিসিসিআই খুব একটা খুশি নয়, দিল্লি দলের এই উদ্যোগে। তাই আগামী ম্যাচ গুলিতে ঋষভ পন্থের জার্সি ডাগ আউটে টাঙিয়ে রাখার উপর নিষেধাজ্ঞার জারি করেছে বিসিসিআই। আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ধরনের সৌজন্য দেখানো হয় মূলত কোন ক্রিকেটার অবসরের পর বা কোন দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটলে। কিন্তু পন্থের সঙ্গে এই দুটোর কোনওটাই ঘটেনি। দুর্ঘটনা এবং অস্ত্রপচারের পর ভারতীয় দলের তারকা উইকেট রক্ষক খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। বিগত এক মাসে হাঁটাচলাও শুরু করেছেন। তাই বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে ঋষভের প্রতি দিল্লি ফ্রাঞ্চাইজিকে এই ধরনের সৌজন্য দেখানো থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। দিল্লি দলের হেড কোচ রিকি পন্টিংয়ের উদ্যোগে মূলত দলের অনুপস্থিত অধিনায়কের জার্সি ডাগ আউটের চূড়ায় টাঙিয়ে রাখা হয়।

আনকোরা দল নিয়ে পাকিস্তান সফরে নিউজিল্যান্ড

ওয়েলিংটন, ৪ এপ্রিল ঃ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি এবং ওডিআই সিরিজ খেলতে আসছে নিউজিল্যান্ড। পাকদের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে কিউইরা। একদিনের সিরিজ শুরু হবে আগামী ২৬ এপ্রিল থেকে। সিরিজের প্রথম ম্যাচ হবে রাওয়ালপিন্ডিতে এবং শেষ ম্যাচ হবে ৭মে করাচিতে। তবে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের আগে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ হবে আগামী ১৪ থেকে ২৪ এপ্রিল। নিউজিল্যান্ডের বেশিরভাগ ক্রিকেটাররা বর্তমানে আইপিএলে তাদের নিজ নিজ ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ব্যস্ত। নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন ছাড়াই মাঠে নামবে নিউজিল্যান্ড। তিনি হাঁটুতে চোট পেয়েছেন। তাই বর্তমানে তাঁর জায়গায় অধিনায়কত্বের দায়িত্ব সামলাবেন টম লাথাম। টিম সাউদি, লকি ফার্গুসন, গ্লেন ফিলিপস, মিচেল স্যান্টনার এবং ফিন অ্যালেনের মতো ক্রিকেটাররা খেলবেন না পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। সিরিজ শুরু হওয়ার আগে দল ঘোষণা করল নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। টম লাথামকে সামনে রেখে পাঁচ ম্যাচের ওডিআই সিরিজের জন্য দল সাজিয়েছে নিউজিল্যান্ড। এই সিরিজে নতুন ক্রিকেটারদের দেখা যাবে। ড্যারেল মিচেল, ম্যাট হেনরি, জেমস নিশাম, হেনরি নিকোলস এবং ইশ সোধির মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররা তো খেলবেনই, এছাড়াও খেলবে বেন লিস্টার ও কল ম্যাককঞ্চির। নিউজিল্যান্ডের প্রধান কোচ গ্যারি স্টেড বলেন, আমরা গত মরশুমে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ খেলেছি। পাকিস্তান সব সময় কঠিন দল। এদের বিরুদ্ধে খেলা অনেকটাই কঠিন। এই ওডিআই সিরিজ ক্রিকেটারদের বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য বড় সিরিজ হতে চলেছে এটা। বিশ্বকাপের আগে এই সিরিজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে আশা করছি। তিনি আরও বলেন, এ বছরের শুরুতে পাকিস্তানের মাটিতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে সিরিজ থেকে আমরা অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। ওয়ানডে বিশ্বকাপের বছরে বেশি ওয়ানডে ম্যাচের অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য বেশ সহায়ক হবে। চলতি বছরের শেষের দিকে ভারতের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে একদিনের বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপের লোগো ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইসিসি। সময়সূচীও কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হবে বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। সাধারণত বিশ্বকাপের অনেক আগেই সময়সূচী প্রকাশ করে থাকে আইসিসি। কিন্তু এই বছর ব্যাতিক্রম ঘটেছে। বিশ্বকাপের আগে এই একদিনের সিরিজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ডের জন্য। এমনটাই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। বিশ্বকাপে ভারতে খেলা নিয়ে পাকিস্তানের কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে। তাদের দাবি নিরপেক্ষ দ্বিতীয় কোনও স্থানে পাকিস্তানের ম্যাচ আয়োজন করতে হবে। ভারতের মাটিতে তারা খেলতে ইচ্ছুক নয়।

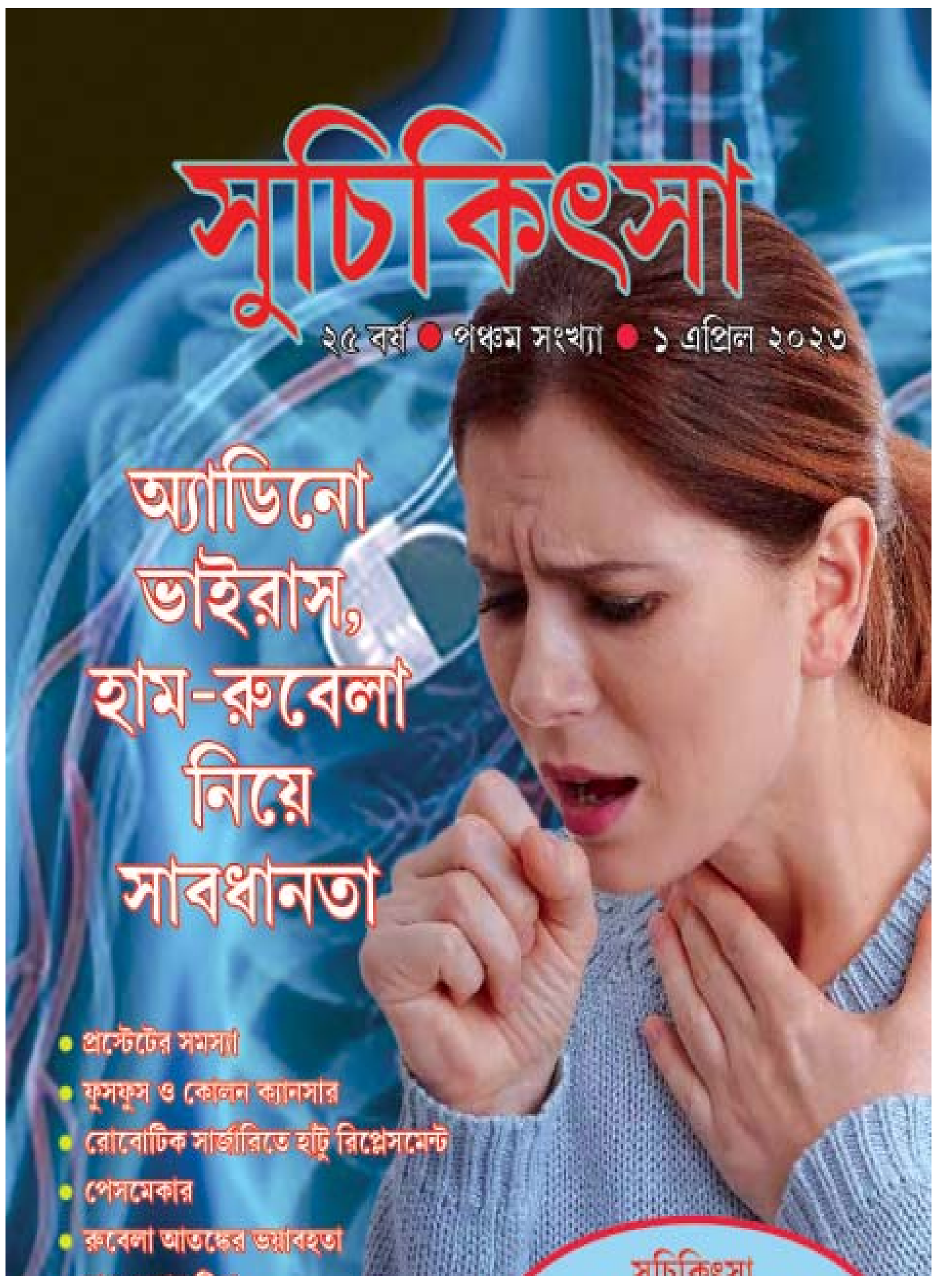

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইলাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615